ভাববিহ্বল শ্রীগৌরমুখ-নিঃসৃত

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

* শ্রীশ্রীগৌরহরি *

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্য-শ্রীমুখ-নিঃসৃত এবং তাঁহা দ্বারা
গম্ভীরায় আস্বাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

বহু প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সম্পাদক এবং প্রণেতা
শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ বি° ই°, সি° ই°
অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত চীফ-ইঞ্জিনীয়ার
পশ্চিমবঙ্গ পি° ডব্লু° ডি°

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

কৃত

ভক্তচিত্তপ্রসাদন ভাষ্য

প্রকাশিকা ঃ

শ্রীসাবিত্রী গুহ (পুরাণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ)

১২৮, রাধারমণ মন্দির,

বৃন্দাবন, (মথুরা)

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীহরিনাম প্রেস, বাগবুন্দেলা

বৃন্দাবন

আনুকূল্য—পাঁচ টাকা

* শ্রীশ্রীগৌরহরি জয়তি *

নাম বিজ্ঞানাচার্য মদীয় শ্রীগুরুদেব

(৺ বিষ্ণুপাদ)

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি-প্রভুপাদের আশীর্বাণী

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক ভক্তি-সিদ্ধান্তের অতল রত্নাকর স্বরূপ। দুগ্ধে নবনীতের ন্যায় ইহাতে নিহিত রহিয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের জ্ঞাতব্য সমুদয় সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব,—অতি সূক্ষ্ম ও সূত্ররূপে। সেই অপরিসীম রত্নরাজি উত্তোলনের পরিসীমা সাধিত হইয়া থাকে, ডুবুরিয়ার সামর্থ্যের সীমা অনুসারে। তথাপি তাহা নিঃশেষে উঠাইতে কেহই সমর্থ হয়েন না,—যিনি যত বড় ডুবুরিয়াই হউন।

সেই অমূল্য শিক্ষাষ্টকের বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনায় সুযোগ্য সম্পাদক কর্তৃক যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তিনি যে, ভক্তসমাজের প্রীতিবিধান করিয়া, তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ ভাজন হইবেন, তদীয় ব্যাখ্যান-নৈপুণ্য দেখিয়া, ইহাই বিশেষভাবে আশা করা যাইতে পারে।

তদীয় সেই কৃতিত্বের মধ্যে, বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, উক্ত শিক্ষাষ্টকের প্রারম্ভ শ্লোকের ব্যাখ্যানে 'নামাপরাধ' বিষয়ে কথঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বর্তমানভজননিষ্ঠ জনগণের মধ্যে অনেকের পক্ষেই ভজনপথের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা। কারণ শ্রীভগবন্নামই বর্তমান যুগের শাস্ত্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠতম সাধন এবং সেই সাধনপথে পরম বিঘ্ন স্বরূপ হইতেছে—নামাপরাধ সংঘটন।

শ্রীনামের অব্যর্থ ও অচিন্ত্য মহিমাদি অপ্রকাশের পক্ষে, কেবল নামাপরাধ, অর্থাৎ নামের অপ্রসন্নতা সংঘটন ভিন্ন অন্য কোন কারণ শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। সুতরাং শ্রীনামের শক্তি প্রকাশের ও অপ্রকাশের পক্ষে—নামাপরাধ বর্জন ও অর্জনকেই একমাত্র কারণ বলিয়া অবধারণ করা আবশ্যক।

এই হেতু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় শ্রীচরণানুচর—বৈষ্ণবাচার্যগণের প্রায় সকলেই নামাপরাধ ও শ্রীনামের ভজনপথে উহার সর্বাধিক অনর্থকারিতা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন বহুলভাবেই—নামাপরাধ হইতে আমাদের মুক্ত থাকিবার প্রয়োজনে।

কিন্তু দুর্দৈববশতঃ এদেশের বর্তমান জনসমাজ মধ্যে সেই নামাপরাধ বিষয়ে অজ্ঞতা কিম্বা উপেক্ষা এবং উহার প্রচার বিষয়ে অল্পতা ও ঔদাসীন্যই পরিদৃষ্ট হইতেছে অধিকরূপে। ইহা কলিরই প্রভাব ও প্রতারণা।

নামাপরাধজনক বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্টতা ও তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে উহা সঞ্চারিত হইবার যেরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, পৃথিবীর অপর দেশে, অনেকের পক্ষে তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকায়, সেখানে নামাপরাধ সংঘটিত হইবার অবকাশ অল্পই রহিয়াছে। এই কারণে সেই সকল নিরপরাধ ক্ষেত্রে, যে কোন প্রকারে শ্রীনামের সংযোগ-মাত্রই, উহার অমোঘশক্তির অভিব্যক্তির যেরূপ সম্ভাবনা,—অপরপক্ষে নামাপরাধের বিপুল সংযোগ জন্য বহুনাম গ্রহণেও উহার প্রভাব প্রায়শঃ পরিলক্ষিত না হইবার সম্ভাবনা থাকে,—নামাপরাধকে ভজন বিঘ্নের মূল কারণরূপে অবধারণ করিতে পারিলেই, বর্তমান ভজনপথের এই জীবন মরণ সমস্যার সুসমাধান হইতে পারে।

"পৃথিবী পর্যন্ত যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" ইত্যাদি

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-গৌরসুন্দরের এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইবার সুদিনের আর বেশি বিলম্ব না থাকিলেও প্রদীপের নিম্নদেশেই যেমন অন্ধকার পুঞ্জীভূত থাকিয়া দূরে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করে, সেইরূপ আজ বিদায়োন্মুখ রুষ্ট কলিকৃত নানাপ্রকার বিষোদ্গার ও বহির্মুখতার অত্যাধিক প্রসার সহ, বিশেষভাবে নামাপরাধের অবাধ সঞ্চাররূপ ঘনান্ধকারে নিপতিত আমরা একদিকে বিড়ম্বিত হইতেছি, অন্যদিকে—পৃথিবীর অপর দেশে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত

নাম-প্রেম-ধর্মের অরুণালোকের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ আভাসও দৃষ্ট হইতেছে ।

এই পরমশুভ আন্দোলনের প্রবাহ, ক্রমশঃ আত্মমহিমায় সারা পৃথিবী উদ্ভাসিত করিবে ও বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম কাম্য যাহা, সেই পরাশান্তির উদয় করাইয়া যথাকালে নাম-প্রেমের সেই মহাপ্লাবন এদেশে উপনীত হইবে, তাঁহাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের জন্য । কিন্তু তৎকালে নামাপরাধ-গরলে চেতনাহত আমাদের দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইলেও, তাঁহাদের আনীত সেই মৃতসঞ্জীবনীই আমাদের উজ্জীবিত করিবে, ইহাই অনুমান করা যায় ।

তৎপূর্বে যদি কোন অলৌকিক সৌভাগ্যের সংযোগে নামাপরাধ বর্জনপূর্বক, নামাশ্রয়ে থাকিতে পারিতাম আমরা, তাহা হইলে সেই সাক্ষাৎ নামীর সহিত নামের আবির্ভাব-গৌর-বান্বিত—এই পুণ্যদেশবাসী আমরা, তৎপূর্বেই প্রকৃষ্ট চেতনা লাভ করিয়া সেই সমাগতগণকে স্বাগত-সম্ভাষণ ও অভিনন্দন জানাইয়া, তৎসহ প্রেমানন্দের বিনিময় করিতে পারিতাম,— যাহা হইতে এদেশের আর কিছু ছিল না অধিক গৌরবের !

বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থের প্রারম্ভেই, ভক্তিমান্ সম্পাদক কর্তৃক নামাপরাধ বিষয়ে এই আলোচনার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সৎসাহস, ইহা সময়োপযোগী ও জনকল্যাণের নিমিত্ত অত্যন্ত আবশ্যকীয় মনে হইতেছে । অন্ততঃ ইহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া

ও ভগবৎ-প্রেরণায় যদি অধিক যোগ্যতর জনগণ কর্তৃক, নামাপ-রাধের অনর্থকারিতা ও তৎপ্রতিকার বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রচারভার গৃহীত হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক আশা ও আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে ?*

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মাদৃশ ক্ষুদ্রাধম ও অনভিজ্ঞ জনের পক্ষে এই গ্রন্থের সমালোচনা বিষয়ে যোগ্যতা বা উহার কোন সার্থকতা নাই। এ বিষয়ে বিচারভার সাধু ও সুধীবৃন্দের উপর সন্ন্যস্ত করিয়া আমি কেবল পরম কল্যাণীয় ও ভক্তিমান্ সম্পাদককে আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইয়া তৎসহ তদীয় অপর গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থের সার্থকতা-বিধানের জন্য ও তাঁহার ভজন-নিষ্ঠা ও কীর্তনাবেশ সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের নিমিত্ত, শ্রীগৌর-গোবিন্দ-চরণারবৃন্দে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাইয়া—এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। ইতি—

---

* এখানে মদীয় শ্রীগুরুদেব ৺ বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট নাম বিজ্ঞানাচার্য শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামি প্রভুপাদের অপূর্ব বিশালগ্রন্থ নামাপ-রাধদর্পণ প্রকাশের ইঙ্গিত করা হয়েছে মনে হয়, যার পাণ্ডুলিপি তৎ-কালে নির্মিত ছিল এবং শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটের পর প্রকাশিত হয়েছে।

মদীয় গ্রন্থে তো সংক্ষেপে শ্রীজীবপাদের [ক্রমসন্দর্ভের ২।১।১১] নামাপরাধ সম্বন্ধে টীকার অনুবাদ করা হয়েছে মাত্র, শ্রীগুরুদেবের মুখ-শ্রুত আলোচনার দিগ্দর্শন অনুসারে— সবই তাঁর দান, এ গ্রন্থকার তো নিমিত্ত মাত্র।

* শ্রীগৌর-নিত্যানন্দৌ জয়তঃ *

উৎসর্গপত্র

এই জীবকীটের

শ্রীগুরুবংশের মূলপুরুষ

শ্রীগৌরচন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয়

সর্বশ্রী সদাশিব-পুরুষোত্তম-ঠাকুরকানাই-এর

জীবনসর্বস্ব

নদীয়াবিহারী শ্রীশচীনন্দনের

শ্রীচরণকমলে ভক্ত্যর্ঘরূপে

নিবেদিত হইল।

* শ্রীগৌরহরি *

সম্পাদকীয় নিবেদন

মৎকৃত শ্রীগৌরকরুণা-চন্দ্রিকা-কণায় গৌরলীলা কীর্তন করিতে করিতে নীলাচলে গম্ভীরায় গিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন সেখানেই অক্ষয় চৈতন্যলীলাসরোবরের মধ্যে অন্যান্য লীলা প্রসঙ্গে শ্রীশিক্ষাষ্টকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে একদিন শ্রীনামপ্রভুর প্রেরণায় ইহাকে পৃথক্ করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ হওয়াতে আজ'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক'নামে এই স্বতন্ত্র গ্রন্থরত্নের প্রকাশ হইল। ইহাকে শ্রীনামসন্দর্ভও বলা যাইতে পারে,কারণ ইহাতে শ্রীনামেরই জয় জয় ধ্বনি শোনা যায়।

শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখনিঃসৃত এবং আস্বাদিত এই অষ্টকের প্রথম শ্লোকটিতে 'বীজধর্মী' নাম হইতে কি করিয়া চিত্তশুদ্ধি এবং তৎপর ভক্তিকল্পলতার ক্রমবিকাশ হয় তাহা দেখানো হইয়াছে; যথা—(১) চেতোদর্পণমার্জনং, (২) শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা—রতি, (৩) বিদ্যাবধূ—প্রেম, (৪) আনন্দাম্বুধিবর্ধনং, (৫) পূর্ণামৃতাস্বাদনং (৬) সর্ব্বাত্মস্নপনম্।

প্রথম শ্লোকটিরই সুগম্ভীর ভাষ্য হইল পরবর্তী সাতটি শ্লোক; যথা—

দ্বিতীয় শ্লোক ঃ 'নাম্নামকারি বহুধা' অর্থাৎ 'অনেক নামের প্রচার' ইত্যাদি দ্বারা 'বীজধর্মী নামের' মহিমা ও মাধুর্য প্রকাশ

করা হইয়াছে এবং শেষ চরণে সাধকের (আসক্তি-স্তর পর্যন্ত)দৈন্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

তৃতীয় শ্লোক ঃ 'তৃণাদপি সুনীচেন' ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা রতির স্তরকে বলা হইয়াছে।

চতুর্থ শ্লোক ঃ 'ন ধনং ন জনং ইত্যাদি দৈন্যোক্তির দ্বারা 'বিদ্যাবধূ' অর্থাৎ প্রেমের ভূমিকায় আরূঢ় ভক্তের কথা বলা হইয়াছে। প্রেম ও দৈন্য পরস্পর কার্য-কারণ সম্বন্ধে ও পরস্পর সহযোগিতায়—একতালে বাড়িয়া চলে।

পঞ্চম শ্লোক ঃ 'অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং' ইত্যাদি বাক্যে প্রেমসাগরের তরঙ্গ দাস্যভাবের কথা বলা হইয়াছে। ইহা প্রেম-স্তরের উচ্ছসিত অবস্থা—'আনন্দাম্বুধিবর্ধনং'। শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলার মাধুর্য আস্বাদন উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলিয়াছে।

ষষ্ঠ শ্লোক ঃ 'নয়নং গলদশ্রুধারয়া' ইত্যাদি বাক্যে প্রেমের উচ্চস্তরের একটি বিশেষ অবস্থা যাহাতে সাত্ত্বিক ভাবগুলি 'দীপ্ত' আকারে প্রকাশ পায় তাহার কথা এবং নাম ও প্রেমের অভেদের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম শ্লোকের ঐ 'আনন্দাম্বুধিবর্ধনং' বাক্যে-রই অর্থ-বিশ্লেষণ এই শ্লোকেও চলিতেছে।

সপ্তম শ্লোক ঃ 'যুগায়িতং নিমেষেণ' ইত্যাদি বাক্যে মহা-ভাব-স্তরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে—'পূর্ণামৃতাস্বাদনং' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তৃপ্তি নাই, আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। বিরহেই রস-আস্বাদন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

অষ্টম শ্লোক ঃ 'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং' ইত্যাদি বাক্যে মহাভাবের স্তরে—মাধুর্য আস্বাদন করিতে করিতে সর্ব ইন্দ্রিয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া গিয়াছে। শ্যামসাগরে রাধারাণী ডুবিয়া গিয়াছেন। এখন আর কোন বিচারের অবসর নাই,'সর্বাত্মস্নপনং'।

পরতত্ত্বসীমা শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখ-নিঃসৃত শিক্ষাষ্টকের তাৎপর্য বুঝিবার শক্তি আমার নাই—ইহার এক-একটি বাক্যের শত সহস্র অর্থ-বিস্তার হইতে পারে।

শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় আমার চিত্তে যতটুকু অর্থের স্ফুরণ হইল, তাহা শ্রীরূপ-সনাতন প্রমুখ গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তের অনু-সরণে আস্বাদনের চেষ্টা করিয়াছি এই গ্রন্থে। এ বিষয়ে আমার প্রধান সহায় হইল শ্রীগুরুকরুণা,—নামাচার্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ বিগলিত শ্রীনামমহিমা-মাধুর্য বহুদিন শুনিবার ভাগ্য হইয়াছে এ অধমের। এই শ্রুত কথার মননের ফল এই গ্রন্থের সর্বত্র প্রতি-ফলিত হইয়াছে।

ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদুষ্ট আমার চিত্তের মলিনতার দরুণ এইগ্রন্থে ভুল-ত্রুটি যাহা প্রবেশ করিয়াছে তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া শ্রীবৈষ্ণব-সজ্জনগণ শ্রীনামমাধুর্য আস্বাদন করিবেন—ইহাই প্রার্থনা; আর তাঁহারা যেন এই অধমকে একটু কৃপা করেন, যেন কোনদিন এই অধমের নামমাধুর্য আস্বাদনের সৌভাগ্য হয়।

এই গ্রন্থের প্রকাশিকা এই গ্রন্থ সম্পাদনে আমাকে নানা-ভাবে সাহায্য করিয়াছেন—তাঁহার অঙ্কিত প্রচ্ছদপট

গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ চিত্রখানি গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীপ্রফুল্ল দাস মহাশয় এই গ্রন্থের প্রেসকপি করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীমতী মনো গুহ এই গ্রন্থের কাজে সর্বদা নিযুক্ত থাকিয়া আমার শ্রম অনেক লাঘব করিয়াছে। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত বি. এ. মহাশয় প্রুফ দেখার কাজে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীগৌরচরণে ইঁহা-দের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীপাট পানিহাটি
শ্রীকানুকুঞ্জ
শ্রীহরিবাসর তিথি
১৯।৫।৭১

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-কৃপাকণা-প্রার্থী
শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

* শ্রীশ্রীগৌরহরি *

প্রকাশিকার নিবেদন

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু অতি উল্লাসে নামের জয় জয় ধ্বনি দিয়াছেন—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্মধ্যানপূজাদিযত্নম্ ।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥

—বৃ° ভা° ১।১।৯

শ্রীনামের সর্বশ্রেষ্ঠতা বিচার করিয়া অত্যাদরে দুইবার জয় জয় ধ্বনি করা হইয়াছে। শ্রীনাম হইলেন আনন্দের মূর্তি—ঘনীভূত পরমানন্দ। বর্ণাশ্রম ধর্মের ধ্যান-পূজাদিতে যে দুঃখ তাহা নিরাকৃত করেন এই নাম; কারণ নামসংকীর্তন মাত্রেই ঐ ঐ সাধনের যাহা ফল, তাহা লাভ হইয়া যায়। কোন প্রকারে নামাভাসাদি দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, আর সর্বনিরপেক্ষভাবে নাম গ্রহণে মুক্তিসুখের অধিক বৈকুণ্ঠসুখ হইয়া থাকে। এই নামই আমার একমাত্র পরম জীবন ও সর্বশোভা-সম্পাদক ভূষণ।

শ্রীগৌরহরির শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীগৌরহরির মনের ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন উল্লিখিত শ্লোকে।

শ্রীগৌরমুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টক বৈষ্ণবগণের কণ্ঠহার—তাঁহারা প্রতিদিন ঊষালোকে এই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকেন। আজ শিক্ষাষ্টকের একটি উপাদেয় ভাষ্য দেখিয়া মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল—ইহার প্রকাশের ভার পাইয়া আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। প্রায় একই সময়ে পর পর দুইটি গ্রন্থ প্রকাশের পর এই তৃতীয় গ্রন্থ প্রকাশে হাত দিলাম।

আসুরিক শক্তির অভ্যুত্থানে আজ বাঙ্গালী জাতি বিধ্বস্ত—আর্ত জনতার করুণ সুরে বাঙ্গালার আকাশ বাতাস ভরিয়া গিয়াছে; ঘুমন্ত বিশ্ববিবেকের জাগরণের লক্ষণ এখনও তেমন দেখা যাইতেছে না—ইহারই মধ্যে আমাদের কাজ করিয়া যাইতে হইতেছে। সংকীর্ণ স্বার্থের সংঘাতে বিশ্ববিবেক ঘুমাইয়া আছে, তাহাকে জাগাইবার শক্তি শ্রীনামপ্রভুরই আছে। দুর্যোগের মধ্যেই শক্তিমানের সাহায্য—অন্ধকারেই আলোর প্রয়োজন বেশী—তাই শ্রীনামপ্রভুকে বুকে লইয়া আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। এই গ্রন্থের প্রকাশে এই দীনার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই সুসম্পন্ন হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস আছে অচিরেই নামের ধ্বনিতে বিশ্ব ভরিয়া উঠিবে—মানুষের চিত্তে শ্রীভগবৎপ্রীতি ও বিশ্বপ্রেম জাগিয়া জগৎ ভরিয়া শান্তির লহরী বহিবে। এই প্রার্থনা লইয়া পরমমঙ্গলময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-যুগলে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবন্নতি করিতেছি।

শ্রীবৃন্দাবনের এক ভজনবিজ্ঞ বাবাজী মহারাজের কৃপা-দেশে এবং শ্রীগৌরহরির প্রেরণায় একটি প্রাচীন চিত্রপটের ভাব অবলম্বনে আমার দ্বারা একটি 'গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ' চিত্রপট অঙ্কিত হইয়াছিল—তাহা আজ এই গ্রন্থে সংযোজিত হইলেন।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাভিলাষিণী
সাবিত্রী গুহ
(পুরাণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ)

* শ্রীশ্রীগৌরহরি *

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

কালস্রোতের মধ্যে বর্তমান সময়টি মহা দুর্যোগপূর্ণ। বর্তমানে কলির মহাতাণ্ডব চলছে। সমাজদেহ হিংসা দ্বেষ মিথ্যা মাৎসর্যে মৃতপ্রায়, ভক্তগণ প্রায় বিভ্রান্ত। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠগুণ হৃদয়ের কোমলতা, যা অন্য সব গুণের জনক, যার অভাবে অন্যসব গুণই নিষ্প্রলভ হয়ে যায়, তা মনুষ্য হৃদয় থেকে অন্তর্হিত প্রায়। ভগবৎবিশ্বাস, যা মানুষের প্রাণ, নিশ্বাসস্বরূপ, যা মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলিকে সুশৃঙ্খলিত করে মধুর সুন্দর করে তুলতে পারে তারই বিলোপ সাধনের চেষ্টাই ধ্বনিত হতে শোনা যাচ্ছে সমাজপতিদেরও মুখে।

যে কালের অমোঘ গতিতে আজ সমাজ দেহের এই দুরবস্থা, সেই কালেরও নিয়ন্তা যিনি সেই ভগবান্ শ্রীগৌরহরির ইচ্ছাতেই দুঃখরজনী অবসান হয়ে আসছে—শুভদিনের আগমনপদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নামসঙ্কীর্তনরূপ অমৃত বর্ষণে জীবচিত্তের দাবানল তাপ সমষ্টিগত ভাবে নির্বাপিত হওয়ার দিন সমাগত প্রায়। তাই দেখা যাচ্ছে নামসঙ্কীর্তনের বিজয়বার্তা—"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্," যা একদিন প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্ব নিলাচলে গম্ভীরায় গভীর নিশিথি শ্রীগৌরমুখে শ্রীশিক্ষাষ্টক-

রূপে সূচিত হয়েছিল,তাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যাচ্ছে, সমস্ত বিশ্বমধ্যে দিকে দিকে ! ইহা মানবজাতির নবজাগরণ— শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমযুগের শুভ আগমনী ধ্বনি। শ্রীগৌরহরির এই জগতে শুভাগমনের ৫০০ শত বৎসর পূর্তির দিনটিই যুগসন্ধিক্ষণ, কলি অর্থাৎ কলহযুগের নির্গমন আর শুদ্ধসত্ব প্রেমযুগের আগমন।

সম্মুখের এই শুভদিনটিকে স্মরণ করে আজ শ্রীশিক্ষাষ্ট-কের এই দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা হচ্ছে। যাঁর করুণায় ইহা সম্ভব হল সেই শ্রীগৌরহরির চরণে বার বার দণ্ডবৎ প্রণতি জানাচ্ছি, আর দণ্ডবৎ প্রণতি জানাচ্ছি সেই সব ভক্ত পাঠকগণের গণের শ্রীচরণে যাঁদের আগ্রহে অনুপ্রাণিত হয়ে এ কাজে হাত দিয়েছি। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষিত হলেও দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে বিলম্ব হল, এই শ্রীবৃন্দাবনে বাঙ্গালা প্রেসের অভাব এবং নিজেরও অন্যান্য গ্রন্থের কাজে বিশেষ ব্যস্ততা থাকায়। বর্তমানে ছাপাখরচ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে— শুধুমাত্র ছাপাখরচ ও বই-এর দোকানের কমিশনই গ্রন্থে মূল্যরূপে নির্ধারিত হয়েছে। আর অধিক বলার কি প্রয়োজন, ইতি।

১৭ই শ্রাবণ ১৩৯০ | শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস
শ্রীবৃন্দাবন | শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখনিঃসৃত-শিক্ষাষ্টক

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥১॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা!
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে ॥ ৭ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮॥

বিষয় সুচী

বিষয়　　পৃষ্ঠা

* শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জয়তি *

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক

সূচনা

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মনে।—শ্রীনরোত্তম

শ্রীগৌরহরি নীলাচলে রাত্রিদিন শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিহ্বল অবস্থায় যাপন করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহার এই ভাববিহ্বলতার সান্ত্বনা হইল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন, আর মরমী বন্ধু স্বরূপ ও রামরায়ের সহিত রসগীত এবং শ্লোক আস্বাদন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে কোন দিন কোন শ্লোক পাঠ করিয়া সেই শ্লোকের আস্বাদনে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটিয়া যায়।

কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥—চৈ০ চ০ অ ২০।৭

এই ভাবে দ্বাদশ বৎসর নানারূপ ভাববিহ্বলতায় কাটিবার পর যখন তাঁহার মধুর লীলা সংবরণের সময় আসিল তখন জীব-হিতৈষ্যেকব্রত ভগবান্ শ্রীগৌরহরি তাঁহার সমস্ত শিক্ষার সার-সম্পদ একটি শ্লোকস্তবক জীবকে দান করিয়া গেলেন। এই স্তবকটিরই নাম হইল 'শ্রীশিক্ষাষ্টক'।

একদিন গম্ভীরায় স্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধরিয়া সোনার চাঁদ গোরা বলিতেছেন—

হর্ষে কহে প্রভু শোন স্বরূপ রামরায়।
নাম সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায় ॥—চৈ০চ০অ২০।৮

সূর্যস্বরূপ শ্রীভগবানের অস্তাচল গমনে জগৎ অন্ধকারে আবৃত হইয়া যাইবে। ভাবী জীবের এই দুঃখ-দৈন্যের কথা চিন্তা করিয়া প্রভুর যে বিষাদভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা তিরোহিত হইয়া গেল নামসঙ্কীর্তনের মহামহিমার স্মরণে,—তাই হর্ষে অর্থাৎ পরমানন্দে উদ্ভাসিত হইয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বর্তমান বিশেষ কলিযুগের উপাস্য-উপাসনা নির্ণায়ক একটি নামপর শ্লোক আস্বাদন করিতে লাগিলেন —

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥
—ভা০ ১১।৫।৩০

এই শ্লোকটির বিশেষ আলোচনা মৎকৃত 'শ্রীগৌরকরুণা চন্দ্রিকা-কণায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই শ্লোকের প্রথম চরণ হইতে দেখা যায় বর্তমান বিশেষ কলির যুগাধিদেবতা হইলেন সোনার বরণ শ্রীগৌরাঙ্গ—যিনি নামমাধুর্য আস্বাদনে আপ্লুত হইয়া সর্বক্ষণ নামসঙ্কীর্তন করিতেছেন এবং জীবমাত্রকেই পরমামৃত স্বরূপ এই নামসঙ্কীর্তন রসের আস্বাদন দান করিতেছেন। আর এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের নিগূঢ় তাৎপর্য হইতেছে এই

যে, বর্তমান যুগে (এখন হইতে আরও ৪ লক্ষ বৎসর পর্যন্ত) একমাত্র এই যুগাধিদেবতার শ্রীচরণাশ্রয় হইতেই জীবের পরমমঙ্গলস্বরূপ প্রেমলাভ হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে ঐ পরমবস্তু লাভ হইতে পারে না। আর এই যুগাধিদেবতার উপাসনা-পদ্ধতি হইল নামসঙ্কীর্তনপ্রধান ভক্ত্যঙ্গ যাজন। সমগ্র শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও তাহার রহস্য যাঁহার করতলগত ছিল সেই বিদ্বৎ-শিরোমণি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদও তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের ৯ সংখ্যক শ্লোকে এই সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—(চৈ° চন্দ্রা ৯) 'যস্যৈব পদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ' অর্থাৎ একমাত্র শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণকমল আশ্রয় হইতেই প্রেম নামক বস্তুটি লাভ হয়॥ আনন্দি নামক কোন মহানুভবও তাঁহার রসিকাস্বাদিনী টীকাতে এই কথাটিই আরও পরিষ্কার করিয়াছেন – 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপাসনং বিনা প্রেমধনং ন লভ্যতে, তস্য কলিকালোপাস্যত্বাৎ।'—চৈ° চন্দ্রা° ৩৯ আনন্দি টীকা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই কলিকালের উপাস্য বলিয়া এই সময়ে তাঁহার উপাসনা বিনা প্রেমধন লাভ করা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৃষ্ণবর্ণং' শ্লোকে সূত্রাকারে যে নামযজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে তাহারই অনবদ্য সুগম্ভীর ভাষ্য হইতেছে এই 'শিক্ষাষ্টক'। নামসঙ্কীর্তন যজ্ঞ যে কি বস্তু তাহারই স্বরূপ ও মাধুর্য নির্ণীত হইয়াছে এই 'শিক্ষাষ্টকে'। শ্রীনামমাধুর্যের আস্বাদনের আনন্দে গলিয়া গিয়া শ্রীগৌরহরি নিজেই যেন জগতে

প্রকট রহিয়া গেলেন এই অষ্টকরূপে—তাই ভক্তজনের ইহা প্রাণধন। শ্রীগৌরহরির নিজ স্বরূপের মতই এই অষ্টক হইতে যে প্রেমামৃতমাধুরী নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে তাহাই জীবজগতের জীবনোপায়।

এই 'শিক্ষাষ্টক' ছাড়া শ্রীগৌরহরির স্বরচিত আর মাত্র দুইটি শ্লোক শ্রীরূপপাদের সমাহৃত পদ্যাবলীতে দেখা যায়।* ইহা ব্যতীত আর কোন শ্লোক বা গ্রন্থ শ্রীগৌরাঙ্গের রচিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

---

* শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরচিত শ্লোক—

দধিমথননিনাদৈস্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমাগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মুখকমলসমীরৈরাশু নির্ব্বাপ্য দীপান্
কবলিতনবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ॥

অর্থাৎ যিনি প্রভাতকালে দধিমন্থনের ধ্বনিতে জাগরিত হইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গোপিকাগণের গৃহে প্রবেশপূর্বক মুখকমলের ফুৎকারে শীঘ্র দীপটি নির্বাপিত করিয়া নবনীত হস্তগত করিয়াছিলেন সেই বাল-কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন।

সব্যে পাণৌ নিয়মিতরবং কিঙ্কিণীদামং ধৃত্বা
কুব্জীভূয় প্রপদগতিভির্মন্দমন্দং বিহস্য।
অক্ষ্ণো ভঙ্গ্যা বিহসিতমুখী বারয়ন্ সম্মুখীনা
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরি র্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥

অর্থাৎ—কোন দিবস শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তে কিঙ্কিণীদাম ধারণ পূর্বক তাহার 'কিনি-কিনি' ধ্বনি নিবারিত করিয়া ঈষৎ হাসিতে উদ্ভাসিত

যাঁহার মেধা, বিদ্যাবত্তা ও রচনাকৌশলে তখনকার দিনের পণ্ডিতমণ্ডলীর হৃৎকম্প হইত, দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের বিজয়পত্র তৃণখণ্ডের মত উড়িয়া যাইত, যাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠচুষণে শ্রীশিবানন্দ সেনের পঞ্চবর্ষীয় বালক মহাকবিতে পরিণত হইল, সেই তিনি আর কোন গ্রন্থ বা শ্লোক রচনা করিলেন না কেন, ইহার উত্তর শিক্ষাষ্টকের এই শ্লোক কয়টির মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যাহা জানিলে সব জানা হইয়া যায়, তাহাকেই যদি একস্থানে পাওয়া যায় তবে আর বহুস্থানে বিচরণ করিবার প্রয়োজন কি? আর বহুস্থানে বিচরণ করিয়াও যদি সেই আসল বস্তুটি না ধরিতে পারা যায় তবেই বা সেই বহুস্থানে বিচরণের প্রয়োজন কি?

জীবের যাহা একমাত্র প্রয়োজন এবং যাহা পাইলে সব পাওয়া হইয়া যায়, সেই নামপ্রেমের মালা এই আটটি শ্লোকে গ্রন্থন করিয়া শ্রীগৌরগুণমণি এই জগৎ হইতে অন্তর্ধানের পূর্বে জগজ্জনকে দান করিয়া গেলেন, গম্ভীরায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রেমাশ্রুতে নিষিক্ত করিয়া।

আর একটি কথা শ্রীগৌরহরি নিজে ইহার বেশী রচনা না করিলেও তিনি কয়েকটি জীবন্ত গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন।

বদনে কুঞ্জ দেহে অগ্রসর হইতে হইতে এবং সম্মুখস্থ হাস্যমুখী গোপী-দিগকে নেত্রভঙ্গীতে বারণ করিতে করিতে মাতার পশ্চাদ্দিকে যাইয়া নবনীত হরণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার শ্রীচরণানুচর গোস্বামিগণই এই জীবন্ত গ্রন্থ। তিনি ইঁহাদিগকে নিজে শিক্ষাদান ও কৃপাসঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও নাম সঙ্কীর্তন রূপ সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মটিকে দার্শনিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য। যেরূপ নদীতে সেতু তৈয়ার হওয়ার পরও সেই সেতুটিকে সুরক্ষিত করবার জন্য গাইডবান্ধ ইত্যাদি বহু কাজ চীফ ব্রিজ-ইঞ্জিনীয়ারের নির্দেশমত তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিগণ পরবর্তীকালে করিয়া থাকেন ঠিক তেমনি শ্রীগৌরপ্রবর্তিত, প্রচারিত ও প্রদত্ত 'নাম-প্রেমের' মাধ্যমে তৎকালে যে মাধুর্য-মহারত্ন-রাশি বর্ষিত হইল বৃষ্টিধারার মত এই জগতে, তাহাই সংগ্রহ ও সঞ্চিত করিয়া সুরক্ষিত হইয়াছে গ্রন্থসম্পুটরূপে শ্রীগৌরচরণাব্জভৃঙ্গ মহাভাগবতগণ কর্তৃক—সকরুণায় কলির ভাবী জীবকুলের জন্য। জীব-কল্যাণব্রতী এই গোস্বামিগণের কৃপালোক রূপ সার্চলাইটের সাহায্যেই আমরা এই 'শিক্ষাষ্টক' বুঝিবার ও আস্বাদন করিবার প্রয়াস করিব।

শ্রীশিক্ষাষ্টক—প্রথম শ্লোক

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ॥*

অর্থাৎ যাহা চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে, যাহা সংসার-তাপ-রূপ মহাদাবাগ্নিকে নির্বাপিত করে, যাহা মঙ্গলরূপ কুমুদের প্রকাশ বিষয়ে চন্দ্রতুল্য হইয়া থাকে, যাহা ভক্তিরাণীর প্রাণস্বরূপ, যাহা আনন্দসমুদ্রের বৃদ্ধিকারক, যাহার প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদন আছে এবং যাহা সর্বেন্দ্রিয়কে আনন্দে আপ্লুত করিয়া দেয়—এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন (অর্থাৎ সুর-তাল-লয়াদিতে উচ্চস্বরে নাম-উচ্চারণ) সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হউন ।

ভজনস্তর

শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে ভজনের স্তরগুলি অতি সুকৌশলে বিন্যস্ত আছে । আমরা প্রথমে এই ভজনের স্তরগুলি সম্বন্ধে

---

* শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ পদটিকে উপর্যুক্ত চেতোদর্পণ হইতে সর্বাত্মস্নপনং পর্যন্ত প্রত্যেক পদের সহিত অন্বিত করিয়া শ্লোকের অর্থ করিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন পদটি কারণ, আর ঐ কারণের কার্য হইল অন্যান্য পদগুলি ।

সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া পরে শ্লোকের যে বাক্যগুলির আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন তাহার আলোচনা করিব।

ভজনের স্তর শ্রীরূপপাদ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—

১ ২ ৩
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
৪ ৫ ৬
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
৭ ৮ ৯
অথাসক্তিস্ততো ভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

—ভ° র° সি° ১।৪।১৫।১৬

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ এই ক্রমটিকেই আরও বিস্তার করিয়া এইরূপে সাজাইয়াছেন—

সতাং কৃপা মহৎসেবা শ্রদ্ধা গুরুপাদাশ্রয়ঃ।
ভজনেষু স্পৃহা ভক্তিরনর্থাপগমস্ততঃ॥
নিষ্ঠা রুচিরথাসক্তিরতিঃ প্রেমাথদর্শনম্।
হরে র্মাধুর্য্যানুভব ইত্যর্থাঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ॥

সংক্ষেপতঃ ভক্তিতে তিনটি বিভাগ আছে। যথা—সাধন-ভক্তি* ভাবভক্তি এবং প্রেমভক্তি। উপরোক্ত স্তরগুলির 'সতাং কৃপা' হইতে 'আসক্তি' পর্যন্ত সাধনভক্তির অন্তর্গত। রতি আর

* সা ভক্তি সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা॥—ভ° র° সি° ১।২।১

ভাবভক্তি একই। অতঃপর প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তি লাভ হইবার পর শ্রীভগবানের দর্শন ও মাধুর্যানুভব হয়॥

অশুদ্ধচিত্ত জীবের জিহ্বা কর্ণাদি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার শ্রবণ কীর্তন হইল 'সাধনভক্তি'। ভক্তি 'জন্য' পদার্থ নয়—অর্থাৎ ভক্তির জন্ম হয় না—ইহা নিত্যসিদ্ধ পদার্থ। ('ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা'—ভাং ১১।৩।১১)।

ভক্তি হইতে ভক্তির উদয় হয়। নামকীর্তনাদি সাধন-ভক্তির যাজন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, সেই শুদ্ধচিত্তে ভাবভক্তির উদয় হয়।*

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার 'স্বরূপ'-লক্ষণ।
'তটস্থ' লক্ষণে উপজয় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥
—চৈ০ চ০ মধ্য ২২।১০৩-১০৪

সূর্য অকাশে থাকিলেও আমার ঘর দরজারূপ আবরণ দ্বারা বদ্ধ থাকিলে যেমন তাহার ভিতরে সূর্যের আলোক প্রবেশ করে না, তেমনি মায়ামলিনতারূপ আবর্জনা দ্বারা আচ্ছাদিত চিত্তে স্বরূপশক্তির বৃত্তি ভাবভক্তি প্রতিফলিত হইতে পারে না।

* কৃতি সাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।—ভ০ র০ সি০ ১।২।২

সাধনভক্তির দ্বারা চিত্তের মলিনতা যেই অপসারিত হয়, অমনি ভাবভক্তির উদয় হয়। সূর্য যেমন নিরপেক্ষভাবে সর্বত্রই কিরণ বিতরণ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও সর্বত্রই স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বিশেষকে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন।* এই ভাবভক্তি হইল শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষ স্বরূপ,—প্রেমরূপ সূর্যের কিরণ সদৃশ। রুচি (অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষ, ভগবদানুকূল্যের অভিলাষ ও তদীয় সৌহার্দের অভিলাষ)দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক ভক্তিবিশেষের নাম ভাব।★ এই ভাবভক্তিরূপ কুমুদটি শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ চন্দ্রের কিরণে প্রস্ফুটিত হইয়া 'প্রেম' নাম ধরে।v

কৃষ্ণ-রতি গাঢ় হইলে 'প্রেম' অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি-রসের সেই 'স্থায়িভাব' নাম॥

—চৈ° চ° মধ্য ২৩

শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ রস-সমুদ্র হইতে উত্থিত শিক্ষাষ্টকের রত্নরাজি পরপৃষ্ঠায় সাধনক্রমরূপ সম্পুটে সজ্জিত করিয়া ভক্তগণের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতেছে।

---

* তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যায়া বর্ত্ততে। প্রীতিসন্দর্ভ ৬৫।

★ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥—ভ° র° সি° ১।৩।১

v সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

—ভ° র° সি° ১।৪।১

পরং বিজয়তে শ্রীনামসঙ্কীর্তনম্
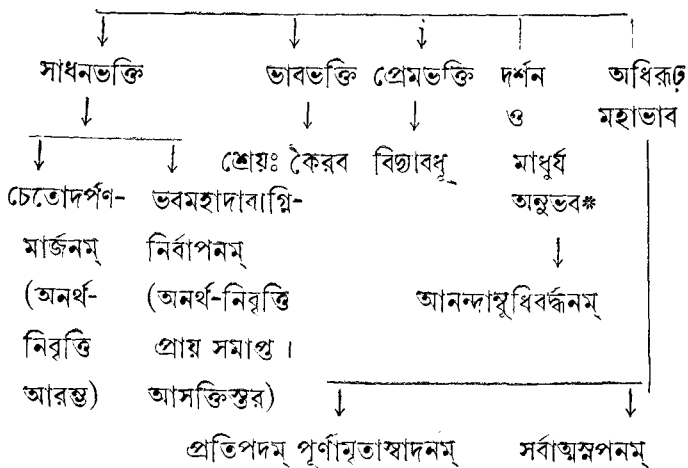
শ্রদ্ধা না হইলে কোন কাজে প্রবৃত্তি হয় না, কাজেই শ্রদ্ধাকে ভজনের সর্বপ্রথম স্তররূপে শ্রীরূপপাদ নির্ণয় করিলেন। 'শ্রদ্ধা শব্দে কহে শাস্ত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাস।' আবার সগুণা জীবের নির্গুণা শ্রদ্ধা স্বতঃ হইতে পারে না বলিয়া এই শ্রদ্ধার পূর্বেও সূক্ষ্মভাবে কোনও নির্গুণা বস্তুর স্পর্শ অবশ্য স্বীকার্য বলিয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ শ্রদ্ধার পূর্বে নির্গুণা বস্তু সাধুকৃপা ও সাধুসেবা এই দুইটি স্তরকে স্বীকার করিলেন,—যেমন আর্দ্রকাষ্ঠে অগ্নি স্বতঃ জ্বলে না, কোনও জ্বলন্ত অগ্নির সংযোগ অবশ্য স্বীকার্য।

---

* যথাবস্থিত দেহে জীবের প্রাপ্তির সীমা এই পর্যন্ত—সেই হেতু উপর্যুক্ত ক্রমে এই পর্যন্তই দেখানো হইয়াছে।

এই সাধুকৃপা ও সাধুসেবারূপ স্তর দুইটি পূর্ব পূর্ব জন্মে কিম্বা এই জন্মেও হইতে পারে। শ্রদ্ধার পর আবার দ্বিতীয় সাধুসঙ্গের প্রয়োজন আছে, যাহা জীবকে ভজনক্রিয়ার স্তরে পৌঁছাইয়া দেয়। এই ভজনক্রিয়া স্তরের ৬৪ প্রকার অঙ্গের মধ্যে গুরু-পাদাশ্রয় প্রথম। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনই ভজনের সর্বাদিস্তর, কারণ শ্রদ্ধার পূর্বে যে সাধুসঙ্গ-রূপ স্তরটি দেখানো হইয়াছে,সেই সাধুর মধ্যে তিনটি বস্তু আছে, যথা-সাধু নিজে, তাঁহার মুখে হরিনাম ও হৃদয়ে সাক্ষাৎ শ্রীহরি। কাজেই সর্বাদিস্তরে সাধুসঙ্গ হইতে 'ধর্মক্রমস্য বীজং' শ্রীনামই পাওয়া যাইতেছে। এই হেতু সর্বাদিকারণ রূপে সমস্ত ভজন-জগতের অঙ্গীরূপে শ্রীনামকে নির্দেশ করিলেই সর্বসামঞ্জস্য হয়। বীজধর্মী শ্রীনাম হইতেই ক্রমশঃ সমস্ত সাধন-ভজনের উদ্গাম হইয়া থাকে। 'নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।'—চৈ০ চ০ ১৫।১০৭। 'সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন। চিত্তশুদ্ধি সর্ব-ভক্তি সাধন উদ্গম।'—চৈ০ চ০ অ ২০।১৩। শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবে ধন্যাতিধন্য বর্তমান কলিযুগে ভজনের সর্বাদিস্তরে জীবের ভাগ্যে একটি মহা সুযোগ আসিয়াছে। এই সময়ে অন্য কোন মহৎ সঙ্গেরও আর অপেক্ষা নাই। শ্রীভগবান্ নিজেই মহামহৎরূপে আসিয়া এই কলির জীবকে সমস্ত ভজনের বীজ-স্বরূপ 'নাম' ও তাহা গ্রহণের যোগ্যতা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেওয়া এই 'নাম' যে কেহ গ্রহণ করিবে, সে-ই শ্রদ্ধাদি

সমস্ত ক্রম পার হইয়া যথাকালে প্রেমের ভূমিকায় পৌঁছাইয়া যাইবে।* এই যুগের আর একটি বিশেষ কথা হইল এই যে, এই যুগে আর বিধিভক্তিও নাই। শ্রীনামকীর্তনের প্রভাবে সকলেই রাগমার্গে প্রবেশ করিবে এবং ব্রজপ্রেম লাভ করিয়া ব্রজের কুঞ্জ-সেবা প্রাপ্ত হইবে, যথা—দাস্যে কেচন...ময্যাবদ্ধ হৃদোঽখিলান্ বিতনৈব বৃন্দাবনসঙ্গিনঃ।—চ০ নাটক ১০।৭০

বীজধর্মী অঙ্গী নাম হইতে যেমন ভজনক্রিয়া স্তরে শ্রবণ-স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গের প্রকাশ হয়, তেমনি শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ অঙ্গেরও প্রকাশ হয়। যেমন বৃক্ষের কারণরূপ একটি বীজ হইতে কার্যরূপ শাখা-প্রশাখা-পত্র-ফলাদিরও প্রকাশ হয়, আবার অসংখ্য বীজেরও প্রকাশ হয়। শিক্ষাষ্টকে ভজনক্রিয়া-স্তর হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে—তাই প্রথমেই বলা হইল, 'চেতোদর্পণ মার্জ্জনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্।' এখানে কার্যরূপ অসংখ্য নামের কথাই বলা হইয়াছে। এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন সাধনভক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া চিত্তদর্পণ মার্জিত করিতে আরম্ভ করিলেন। চেতো-দর্পণ-মার্জন অর্থাৎ 'অনর্থনিবৃত্তি' ভজনের চতুর্থ স্তররূপে নির্দে-শিত হইলেও এখানেই কিন্তু ইহার শেষ হয় না। 'অনর্থনিবৃত্তি' নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি স্তরের সীমা পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই আসক্তি-স্তর পর্যন্তই সাধনভক্তি, যথা—['হরাবাসক্ত্যবধিকা

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্ত জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়া॥

সাধনভক্তিঃ'—ভ০ র০ সি০ ১।৩।১ মুকুন্দগোস্বামী টীকা]। কাজেই সাধনভক্তির চরম অবস্থা আসক্তি-স্তরে পৌঁছিলে সাধকের 'ভবমহাদাবাগ্নির নির্বাপণ' হয়। কিন্তু এই 'ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণ' বাক্যের তাৎপর্য কি তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। সাধনভক্তিকে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।১।১৩ কারিকাতে 'ক্লেশঘ্নী' বলা হইয়াছে এবং 'ক্লেশঘ্নত্ব' বাক্যের অর্থ তৎপরবর্তী ১।১।১৪ কারিকায় পাপ, পাপবীজ ও তাহার মূল অবিদ্যার নাশ বলা হইয়াছে। কাজেই উপর্যুক্ত কারিকা অনুসারে আসক্তি স্তরে 'ভবমহাদাবাগ্নির নির্বাপণে পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা নাশ হইয়া যায়। শ্রীরসামৃতের এই সিদ্ধান্ত পূর্বাপর সঙ্গতি করিয়া, বুঝিতে না পারিলে 'চেতোদর্পণ' শ্লোকের ভজনস্তর-ক্রম বুঝা যাইবে না। কারণ কষায়হীন নিরপরাধ ক্ষেত্রে এক কৃষ্ণনামে প্রেম অর্থাৎ 'বিদ্যাবধূ'-স্তর প্রাপ্তির কথা শাস্ত্রসম্মত অথচ এই শ্লোকের 'ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণে'র পর কৃষ্ণনামে 'শ্রেয়ঃকৈরব' অর্থাৎ রতি-স্তর প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ইহার মীমাংসার সূত্র শ্রীরূপপাদের কারিকায় এবং শ্রীবিশ্বনাথের টীকায় পাওয়া যায়,* যথা—ভবমহাদাগ্নি নির্বাপণেও চিত্ত সম্পূর্ণ অপরাধ শূন্য—

---

* (ক) উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
—ভ০ র০ সি০ ২।১।২৭৬

অর্থাৎ যাঁহাদের কৃষ্ণরতি আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু সম্যক্ প্রকারে

নির্ধুতকষায় হয় না। জলধারা বর্ষণে দাবাগ্নি নির্বাপিত হইলেও যেমন কোথাও কোনও মৃত্তিকাসংলগ্ন এক নিভৃত কোণে কোনও একটি অগ্নিকণিকা থাকিয়া যাইতে পারে,—যাহা কিছু বিলম্বেই নিঃশেষে নির্বাপিত হয়। তেমনি পাপ, পাপবীজ ও তাহার মূল বাসনা পর্যন্ত অপরাধের সহিত ক্ষয় হইয়া গেলেও নামাপরাধ-লক্ষণ কষায়ের কোনও কোনও প্রবল অংশ ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত অবস্থায় ভজনের রতিস্তর পর্যন্ত থাকিয়া যায়, যাহা এই রতিস্তরে নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং তৎপর একটি কৃষ্ণনামেই প্রেমপ্রাপ্তি হয়। —'এক কৃষ্ণনামে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়।—চৈং চং।

নির্বিঘ্ন হইতে পারেন নাই এবং কৃষ্ণ সাক্ষাৎকারেরও যাঁহারা যোগ্য, তাহারাই সাধক বলিয়া কীর্তিত।

(খ) নামাপরাধলক্ষণস্যাভদ্রস্য কশ্চন কশ্চন প্রবলো ভাগঃ ক্ষীণত্বং গচ্ছন্ রতিপর্য্যন্তোঽপি ভবতীতি ভাবঃ।—ভাং ১।২।১৮ শ্রীবিশ্বনাথ টীকা

অর্থাৎ নামাপরাধলক্ষণ অভদ্রের কোনও কোনও প্রবলভাগ ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত অবস্থায় রতির ভূমিকা পর্যন্ত থাকিয়া যায়।

(গ) ভং রং সিং ১।২।১ টীকা শ্রীবিশ্বনাথ—সাধকভক্তলক্ষণস্য মধ্যে রত্যপর-পর্য্যায়স্য ভাবস্যাবির্ভাবেঽপি 'সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ' ইতি বিশেষেণ প্রবলতরস্য কস্যচিন্মহদপরাধস্য কশ্চন ভাগোঽবশিষ্টোঽস্তীতি লভ্যতে...অর্থাৎ সাধকভক্তলক্ষণের মধ্যে রতিপর্যায়ে ভাবের আবির্ভাবেও 'সম্যক্ প্রকারে নির্বিঘ্ন হইতে পারে নাই' এই বিশেষণ দ্বারা বুঝা যায় প্রবলতর কোনও মহদ্ অপরাধের কোনও অংশ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

যাহোক আসক্তি স্তরে ভক্তের চিত্ত এতটা পরিমার্জিত হয় যে, সেই শুদ্ধপ্রায় চিত্তদর্পণে শ্রীভগবান্ সহসা প্রতিবিম্বিত হইয়া অবলোকিতের মত প্রতীয়মান হন।* এ অবস্থায় ভক্তের শ্রীনামামৃত আস্বাদন তৎপর রসনা প্রায় নিরন্তর স্পন্দিত হইতে থাকে। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন★ চলিতে চলিতে ধীরে ধীরে ভক্তের সেই নির্মল চিত্তরূপ হ্রদে অপূর্ব শোভাশালী ভাবরূপ[v] একটি কুমুদের বিকাশ হয়, ইহাকেই শিক্ষাষ্টকে 'শ্রেয়ঃকৈরব' বলা হইয়াছে। জীবের ভাগ্যাকাশে ইহাই হইল পরম মঙ্গলময় ঘটনার উদয়, যাহার উপর আর কিছু হইতে পারে না, তাই ইহাকে শ্রেয় বলা হইল এবং সৌন্দর্যে মাধুর্যে অতুলনীয় বলিয়া কুমুদের সহিত উপমা দেওয়া হইল। এই ভাব সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপভূত সৎ-চিৎ-আনন্দ শক্তিত্রয়ের মুকুলিত অবস্থা—ইহাকেই ভক্তিকল্পলতার উৎফুল্ল পুষ্প বলা হয়।[x]

---

* 'আসক্তিরেবান্তঃকরণ মুকুরং তথা মার্জয়ন্তী, যথা তত্র সহসা প্রতিবিম্বিতো ভগবানালোকামান ইব ভবতি।-মাধুর্যকাদম্বিনী ষষ্ঠামৃত বৃষ্টি

★ 'লঘু লঘুচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনামামৃতাস্বাদপ্রতিক্ষণ লোলিত রসনঃ'
—মাধুর্য্য কাদম্বিনী ৬

v এই রতি বা ভাবের ভূমিকায় ভক্তের কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ হয়, যথা— সদা নামগানে রুচি, ক্ষান্তি ইত্যাদি।

x 'স এব হি সচ্চিদানন্দ ইতি শক্তিত্রিকস্য স্বরূপভূতস্য কন্দলী-ভাবং ভজতে। যমেব খলু ভক্তিকল্পবল্ল্যা উ ফুল্লং প্ সূনমাচক্ষতে।
—মাধুর্যকাদম্বিনী সপ্তম বৃষ্টি।

চন্দ্রের জ্যোৎস্নারূপ সুধাধারার স্পর্শে কুমুদ যেমন প্রস্ফু-টিত হইয়া উঠে, তেমনি শ্রীনামকীর্তনরূপ অমৃতধারায় সিক্ত হইয়া ভাবরূপ কুমুদ-কলিকাটি (অবশিষ্ট কষায়লেষ অপগমে) সুনির্মল ভক্তচিত্তে শতদলে বিকশিত হইয়া উঠে প্রেমকুসুমরূপে। ইহাকেই শিক্ষাষ্টকে বলা হইয়াছে 'বিদ্যাবধূ'। শ্রীরায়রামানন্দ সংবাদে শ্রীরামরায়ের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ আমা-দের এইরূপ জানাইয়াছেন–'শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।' —চৈ০ চ০ মধ্য ৮।১৯৯। আবার মুণ্ডকশ্রুতির 'যদাপশ্য পশ্যতে' শ্লোকের শেষ চরণের 'বিদ্বান্' শব্দের মুক্তপ্রগ্রাহবৃত্তিতে 'প্রেম-বান্' অর্থই পাওয়া যায়। কারণ শ্রীগৌরের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে 'প্রেম' প্রাপ্তির কথা বলাই শ্রুতির এই শ্লোকের উদ্দেশ্য। কাজেই শিক্ষাষ্টকের এই 'বিদ্যাবধূ' শব্দের অর্থ 'প্রেমধন'। প্রেমকে বধূ বলা হইল কেন, তাহা প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। 'প্রেম' চিত্তকে অতিশয় স্নিগ্ধ করে, পরমানন্দ দান করে এবং শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা দান করে। এই 'প্রেম' বধূর ন্যায়ই কোমলস্বভাবা, স্নিগ্ধা, সেবাপরায়ণা ও মধুরস্বভাবা।* প্রেমিকের ক্রিয়া মুদ্রা বুদ্ধির অগম্য। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, আবার কখনও উন্মাদের মত নৃত্য

---

* সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥—ভ০ র০ সি০ ১।৪।১

করে ।* 'যাঁর চিত্তে কৃষ্ণ প্রেম—করয়ে উদয় । তাঁর বাক্য, ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয় ॥'★—চৈ০ চ০ মধ্য ২৩।৩৫ । প্রেমিক নামমাধুর্য আস্বাদনের তন্ময়তায় বাহ্যিক স্মৃতিহারা হইয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন করিতে থাকেন । তাঁহার শ্রীনামাকৃষ্টরসনা কখনই শ্রীনামসঙ্কীর্তন ত্যাগ করিতে পারে না ।

পূর্ণিমার চন্দ্রের আকর্ষণে জলনিধি পূর্ণ হইয়াও যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনই প্রেমনিধি পূর্ণ হইয়াও শ্রীনামসঙ্কীর্তরূপ সুধাবর্ষণে উচ্ছলিত, উদ্বেলিত হইয়া উঠে । শিক্ষাষ্টকের উপরোক্ত শ্লোকের 'আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং' বাক্যে এই কথাই বলা হইয়াছে । এই অবস্থায় শ্রীনামের মাধুর্য অনুভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়—শ্রীকৃষ্ণ নামাক্ষর হইতে মাধুরীপ্রস্রবণ যেন প্রবাহিত হইতে থাকে,—'যঃ কৃষ্ণনামাক্ষর-মাধুরী-ঝরৈরাস্বাদতে'—গোপালচম্পু পূর্বঃ ১৫শ পৃষ্ঠা—৬৪ । মনে হয়, নামের প্রতিটি অক্ষর যেন কি এক অদ্ভুত অমৃত দিয়ে গড়া,—'যাতে কৃষ্ণেতি শব্দ শ্রুতি-পথমমৃতাদপ্যতি স্বাদযুক্তে'—গোপালচম্পূ পূর্বঃ ১৫শ পৃষ্ঠা—৬৬ । আস্বাদনের

---

* ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতী চেতসি ।
অন্তর্ব্বনিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥—ভ০ র০ সি০ ১।৮।১২

★ এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥—ভা০ ১১ ২।৪০

মত্ততায় প্রেমিকের দেহ মন সমস্ত ইন্দ্রিয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া যায়। উপরোক্ত শিক্ষাষ্টক শ্লোকের 'প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং' এবং 'সর্বাত্মস্নপনং' বাক্যে এই কথাই বলা হইয়াছে। ভজনের এই স্তরে ভক্তের শ্রীনামমাধুর্য-আস্বাদনচমৎকারিতা শ্রীগৌর-হরির অন্তরঙ্গ পার্ষদ গোস্বামিগণ এইরূপে বর্ণন করিরাছেন। শ্রীজীবচরণ গোপালচম্পূতে ঃ

শ্রীরাধার স্বগতোক্তি—

শ্রব্যাণাং স্বাদসারং শ্রুতিরনুমনুতে যত্তু যদ্বা সুধাব্ধে-
র্মন্থাল্লব্ধং রসজ্ঞা সুখহৃদিজসুখং চিত্তবৃত্তির্যদেব।
কিন্তৎ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ময়মথবা কৃষ্ণবর্ণত্ব্যতিন-
মাজীব্যঃ কোঽপি শশ্বৎ স্ফুরতি নবযুবেত্যূহয়া মোহিতাস্মি॥

—শ্রীগোপালচম্পূ পূর্ব ১৫শ পৃষ্ঠা ৬৭

অর্থাৎ সুখপ্রদ শব্দসমূহের আস্বাদন-সার যাহা শ্রবণে কর্ণ উদ্‌গ্রীব, অথবা জিহ্বা সুধাসিন্ধু-মন্থন-লব্ধ যে বস্তু প্রার্থনা করে, অথবা চিত্তবৃত্তি হর্ষযুক্ত হৃদয়জাত যে সুখ প্রার্থনা করে, তাহা কি 'কৃষ্ণ' এই দুই 'অক্ষর' অথবা 'কৃষ্ণ' বর্ণের জ্যোতি-সমূহের আশ্রয় কোন এক নবযুবা, কে'ই বা বার বার স্ফূর্তি পাইতেছেন! এইরূপ বিতর্ক করিয়া আমি বিমোহিত হইতেছি।

শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী স্তবাবলীতে ঃ

রাধেতি নাম নবসুন্দর-সীধুমুগ্ধম্
কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুত-গাঢ়দুগ্ধম্।

সর্বক্ষণং সুরভিরাগ- হিমেন রম্যং
কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে ॥

অর্থাৎ 'রাধা' এই নাম অভিনব সুন্দর অমৃতের ন্যায় মনোহর এবং 'কৃষ্ণ' এই নাম অদ্ভুত ঘনদুগ্ধের ন্যায় অতিশয় স্বাদু। হে ক্ষুধাতুর মদীয় রসনে ! তুমি এই দুই বস্তুকেই সুগন্ধি অনুরাগরূপ হিমদ্বারা সর্বদা রমণীয় করিয়া পান কর।

শ্রীরূপচরণ বিদগ্ধমাধব নাটকে ঃ

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্য স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

(বিদগ্ধমাধব ১ অঙ্ক। ৩৩)

যদুনন্দন ঠাকুরের পয়ার ব্যাখ্যা ঃ

মুখে লইতে কৃষ্ণ নাম,　　নাচে তুণ্ড অবিরাম,
আরতি বাড়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পাঞা　　ধরিবারে নারে হিয়া
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥

কি কহব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া　　কে জানি গড়িল ইহা
কৃষ্ণ এই দুই আখঁর করি ॥

আপনি মাধুরী গুণে আনন্দ বাড়ায় কাণে
তাতে কানে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কান যবে হয় তবে নাম
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে॥
'কৃষ্ণ' দু আঁখর দেখি জুড়ায় তপত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণরূপ দেখি
নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥
চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে
বিস্তারিতে হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
নামে করে প্রেম উনমাদ॥
যে কাণে পরশে নাম সে তেজয়ে আন কাম
সব ভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্য স্থান সব রস কৃষ্ণনাম
এ যদুনন্দন দাস কয়॥

চেতোদর্পণ-মার্জনং

চিৎকণ জীবের কতগুলি জড় উপাধি আছে, যথা—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি বা চিত্ত। চিত্ত হইল অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি। এই বৃত্তির পাঁচটি প্রকাশ, যথা—প্রমাণ, বিপর্যয়, সঙ্কল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। বিভুচৈতন্য শ্রীভগবানের অণু অংশ জীব স্বরূপে

শুদ্ধমুক্ত ও আনন্দময় কিন্তু ইহা স্বরূপশক্তি ও মায়া শক্তির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া এবং শক্তিতে অতিক্ষুদ্র বলিয়া এই তটস্থশক্তিগণ স্বাধীন থাকিতে পারে না—স্বরূপশক্তি কিংবা মায়াশক্তির মধ্যে যে-কোন একটির অধীনতা ইহাকে স্বীকার করতেই হয়। স্বতন্ত্রতা জীবের নৈসর্গিক ধর্ম বলিয়া এই দল নির্বাচনে জীবের স্বাধীন ইচ্ছাই বলবতী। একদল অনাদিকাল হইতে স্বরূপশক্তিবর্গের অধীনে নিত্যকাল শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া পরমানন্দের অধিকারী হইল। আর একদল শ্রীভগবান্ হইতে বিমুখ হইয়া মায়ার দাসত্ব স্বীকার করিল এবং অনাদিকাল হইতে ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিল। এই নিত্যবদ্ধ জীবের চিত্তের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। দাসের অঙ্গে যেরূপ প্রভুর পরিচয়সূচক পোষাক অর্থাৎ চাপরাস আঁটিয়া দেওয়া হয় তেমনি মায়া তাহার অধীন জীবকে কতকগুলি পোষাকের দ্বারা আবৃত করিয়া দিল। এই পোষাকগুলির নাম—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা জীবের নিজ শুদ্ধ পরিচয় ভুল হইয়া গেল অমনি অস্মিতা আসিয়া বলিল 'তুমি ভাবছো কেন, এই দেহটি ও দেহসম্বন্ধীয় বস্তুই তো সত্যকার 'তুমি' ও 'তোমার'। অস্মিতার রমণীয় কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্মভোলা জীব এই দেহ-গেহকেই 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি করিয়া মমতায় জড়াইয়া পড়িল। তাহাদের প্রতি তীব্রভাবে আসক্ত হইল। জড়ীয় বস্তুতে ভুলবশতঃ এই আত্মসম্বন্ধ রচনাই জীবের সংসার। এই সংসারপ্রবাহে পড়িয়া জীবের

অবিদ্যা-জনিত দুর্বাসনা হইতে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশ অনিবার্য হইয়া পড়িল।*

চিৎ-এর বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট বস্তুই হইল জড়। চিদ্‌বস্তু নিত্য আনন্দময় আর জড়বস্তু নিত্য দুঃখবহুল। এই দুঃখবহুল জড়বস্তু দেহে-গেহেতে ভুলবশতঃ আত্মবুদ্ধি হইতেই যখন আনন্দময় জীবের সংসারদুঃখের ভোগ হইতেছে তখন এই ভুলটি ভাঙ্গাইয়া দিতে পারিলেই জীবের সমস্ত দুঃখের অবসান হইতে পারে এবং সেই ভুলভাঙ্গা অবস্থায় তাহার নির্মল চিত্তদর্পণে বিভুচৈতন্য শ্রীভগবান্‌কে প্রতিফলিত করাইয়া সেই সংযোগে সে পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে। এই সংসারাসক্ত জীবের পশ্চাতে পাপে পুণ্যে মিশ্রিত অনাদি কর্মস্তূপ সঞ্চিত আছে। সেই অনাদি কর্মস্তূপ হইতে কিঞ্চিৎ অংশ ভোগের জন্য প্রাপ্ত হইয়া এই বর্তমান জীবননাট্যের শুরু হয় এবং এই মূলধনকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমান জীবনে অসংখ্য অসংখ্য নূতন কর্মের সৃজন হইতে থাকে। এই কর্মপ্রবাহের শেষ নাই। এইজন্য গীতায় বলা হইয়াছে 'গহনা কর্মণো গতিঃ' অর্থাৎ কর্মের গতি দুর্বিজ্ঞেয়।

* সুখের মত (সুখাভাস) যাহা দেখা যায়, এই সংসারে তাহা চিদ্‌বস্তুর সঙ্গে সংযোগ হেতুই দেখা যায়। টাকায় যদি সুখ থাকিত তাহা হইলে ব্যাঙ্কে অন্যের মজুত টাকার কথা শুনিলেই আমার চিত্তে সুখের উদ্রেক হইত, কিন্তু তাহা হয় না—কিন্তু আমার দশটি টাকাও ব্যাঙ্কে জমা পড়িলে সুখ হয়, তফাৎ শুধু ঐ আমার কথাটির সংযোগ টাকার

এই পাপপুণ্য ব্যতীতও জীবের আর একটি বস্তু সঞ্চিত আছে। সেইটিই সবচেয়ে বেশী মারাত্মক, যাহা জীবচৈতন্যকে কঠিন আবরণে মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে। সেইটি হইল অপ-রাধ। পাপপুণ্যের উৎপত্তি হয় এই জড়ীয় দেহগেহের সম্পর্কে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা শাস্ত্রসম্মত কর্ম হইতে, আর অপরাধ উৎপন্ন হয় শ্রীভগবান্ ও সাধু-গুরু শাস্ত্র সম্বন্ধে নিষিদ্ধ কর্ম হইতে। কাজেই চিত্তের আবরক ময়লা হইল, পাপপুণ্যাদি কর্মপ্রবাহ এবং অপরাধ এই দুই জাতীয়। শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ মার্জক এই দুই জাতীয় ময়লাই পরিষ্কার করে।

বিভিন্ন চিত্তমলের শক্তি ও তারতম্য বিচারঃ জীবকে ক্লেশ ভোগ করাইতে পাপপুণ্যাদি কর্মপ্রবাহ দাবানল সদৃশ ভয়ঙ্কর হইলেও শ্রীনামসূর্যের নিকট ইহারা নীহারবিন্দুর মত অতি ক্ষীণবল। নিরপরাধ ব্যক্তির অনাদিসঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ কর্মস্তূপ নামের একবার প্রসঙ্গক্রমেও উচ্চারণে নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়।

কিন্তু অল্প অপরাধ সূতার বন্ধনের মত ক্ষীণবল হইলেও প্রচুর অপরাধ লৌহশৃঙ্খলের মত অতিকঠিন। ইহা বজ্রলেপের মত চিত্তে আঁটিয়া থাকে, সহজে যাইতে চায় না।

আবার প্রচুর অপরাধযুক্ত ব্যক্তির যতক্ষণ অপরাধ নিঃশেষে

সঙ্গে। কাজেই সুখ টাকায় দেয় না, দেয় 'আমার' কথাটির সংযোগে— এই 'আমি' হইল চিৎকণ জীব যাহার সঙ্গে সংযোগে সুখ হইতেছে।

ক্ষয়প্রাপ্ত না হইতেছে, ততক্ষণ পাপাদিও ক্ষয় হয় না। তবে নামাশ্রয়ীর এই পাপাদির কোন ক্রিয়াও থাকে না। ইহারা যেন ভোগ হইয়া গিয়াছে এইরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া থাকে।* বার বার নামের আবৃত্তি করিতে করিতে যেই অপরাধ নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্তি হয় অমনি সঙ্গে সঙ্গে পাপাদি সমূলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায় এবং নির্মলচিত্ত ভক্তের শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হয়।

চেতোদর্পণ মার্জনে নামসঙ্কীর্তনের শক্তি

শ্রুতিতে শ্রীভগবান্‌কে বাক্য ও মনের অগোচর বলা হইয়াছে। ভগবান্ হইতেও তাঁহার নামের মহিমা অধিক—ইহাও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এই নামের সর্বাতিশায়ী মহা ঐশ্বর্যের কথা ভাষায় কি করিয়া বর্ণনা করা যাইবে! তাই আজ স্বয়ং নামী শ্রীগৌর-হরি নামের অপরিমিত অদ্ভুত শক্তির কথা বলিতে যাইয়া বার বার শুধু নামের জয়ধ্বনি দিতেছেন—'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্।' শ্রীনামসঙ্কীর্তনের বা নামের সম্পূর্ণ উদয়ের শক্তি অবর্ণনীয় বলিয়া শাস্ত্র নামাভাসের মহিমা বলিয়াই কৈমুতিক ন্যায়ে ঐ অবর্ণনীয় মহিমাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন! এই 'নামাভাস' তিন শ্রেণীর; যথা—(১) অন্যত্র সঙ্কেতে ও নির-

---

* 'তেষাং যাবন্নামাপরাধক্ষয়াভাবস্তাবদনষ্টানি পাপানি ভুক্ত ফলানেব তিষ্ঠন্তি ভক্তিবৃদ্ধ্যা তদভ্যাসেন নামাপরাধক্ষয়ে সতি সদ্য এব সমূল-পাপক্ষয়াৎ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি। ভা০ ৬।২।৯-১০ —শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ

পেক্ষভাবে গীতালাপাদি পূরণে নামগ্রহণ। (২) বিরুদ্ধভাবে পরিহাসাদিতে নামগ্রহণ। (৩) ভজনে প্রবৃত্ত সাধকের চিত্তে নামের উদয়ারম্ভ।

নামাভাস

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নামাভাস

নামাভাস হৈতে হয় সর্বপাপ ক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥

—চৈ০ চ০ অ০ ৩।৬১

তাৎপর্যার্থ ঃ এখানে 'সর্ব পাপক্ষয়' বাক্যটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতেছে; যথা—আমরা বর্তমান এই জন্মটিতে ভোগের জন্য যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই সমস্ত প্রারব্ধ পাপকর্ম তো নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ই, আরও আমাদের পশ্চাতে পর পর জন্মে ভোগের জন্য যে কর্মস্তূপ অপ্রারব্ধ, কুট ও বীজাকারে জমা আছে, তাহাও নামাভাসে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পয়ারের প্রথম লাইনে সর্বপাপ ক্ষয়ের কথা বলিয়া দ্বিতীয় লাইনে সংসারের ক্ষয়ের কথা বলিবার উদ্দেশ্য—শুধু যে পাপক্ষয় হয় তাহাই নয়, পুণ্য এবং পাপ-পুণ্যের মূল যে অবিদ্যা বা সংসার তাহাও ক্ষয় হয়,—নামাভাসেরই এমনই শক্তি। নাম-কীর্তনের ইচ্ছাবশতঃ একটি নাম একবারও উচ্চারণে যে কি ফল তাহা আর বলিবার কি আছে।

উপরোক্ত পয়ারের বক্তব্যের উদাহরণ স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল উপাখ্যানের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

—ভা° ৬।২।৪৯

অর্থাৎ মুমূর্ষু অজামিল পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়াই শ্রীবৈকুণ্ঠধাম লাভ করিল, শ্রদ্ধায় নামগ্রহণের মহিমা আর বলিবার কি আছে।

নামাভাসে 'মুক্তি' হয় সর্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাতে অজামিল—সাক্ষী॥

—চৈ° চ° অ° ৩।৬৪

শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল উপাখ্যানে নামাক্ষরের দুরূহ-অদ্ভুত বীর্যের কথা ব্যক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণকে যেমন মানুষের মত দেখা গেলেও তিনি মানুষ নন্ তেমনি শ্রীভগবানের নামের অক্ষরগুলিও সাধারণ অক্ষরের মত দেখা গেলেও ইহা সাধারণ অক্ষর নহে, ইহা হইল পরমাক্ষরাকৃতি চিদ্ঘনানন্দ বিগ্রহ। অগ্নি যেমন নিজ স্বাভাবিক ধর্মে সুগন্ধি চন্দন হইতে আরম্ভ করিয়া পূতিগন্ধময় আবর্জনা সবকিছু নিঃশেষে পুড়াইয়া দেয়, তেমনি সান্নিধ্য মাত্র পরমাক্ষরাকৃতি শ্রীনাম যে কোন প্রকার ঈষৎ সম্বন্ধে সাপেক্ষ নিরপেক্ষ সমস্ত ভাবের ব্যক্তির পাপপুণ্যাদিময় সমস্ত বিষয় ধ্বংস করিয়া দেয়, এবং 'নামে'র যে মুখ্য ফল 'প্রেম' তাহা

কিঞ্চিৎ বিলম্বে হইলেও দান করে,—(ভাঃ ৬।২।২০ ক্রঃ সং টীকা)। শ্রীনামের উপরোক্তরূপ আভাসের অদ্ভুত শক্তি শুধু স্তম্ভিত হয় অপরাধ-ক্ষেত্রে। অপরাধ-ক্ষেত্রে পরম স্বতন্ত্র নাম তাঁহার এই শক্তি আচ্ছাদিত করেন।

পাপী দুরাচারী অজামিলের পুত্রের নাম হইল নারায়ণ। মুমূর্ষু অবস্থায় ভয়ে অজামিল পুত্রকে 'নারায়ণ বলিয়া আহ্বান করিয়াছিল। এইরূপে পুত্রের স্মরণে পুত্রকে আহ্বানে 'নারায়ণ' শব্দটি জিহ্বায় উচ্চারিত হইল, আর তাহাতেই অজামিলের মুক্তি হইয়াছিল, এবং শ্রীবিষ্ণুপার্ষদগণের সঙ্গপ্রভাবে ও উপদেশে ভজন করিয়া বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়াছিল। শ্রীহরির বিনা স্মরণে উপরোক্ত-ভাবে অন্যত্র সঙ্কেতে যে তাঁহার নাম উচ্চারণ তাহাকে শাস্ত্রে 'নামাভাস' শব্দে অভিহিত করা হয়। অজামিল নিরাপরাধ ছিল তাই নামাভাসেই মুক্তি হইয়াছিল। অজামিলের মত নিরপরাধ ক্ষেত্রে অন্যত্র সঙ্কেতরূপ নামাভাসে এবং ঈষৎ উদয়রূপ নামের আভাসে—যথা, পরিহাস, গীতালাপাদি পূরণে বা হেলায় নামগ্রহণে—নিঃশেষে সমস্ত পাপ-পুণ্যাদি ও তাহার মূল সংসার-বাসনা পর্যন্ত ক্ষয় হইয়া যায়। অজামিল উপাখ্যানের দ্বারা কৈমুতিক ন্যায়ে* নামের শক্তির অদ্ভুত মহিমা জগতে প্রচার

* কৈমুতিক ন্যায়—দুর্বল ব্যক্তিই যখন এই কাজ করিতে পারে, তখন সবল যে পারিবে, ইহা আর বলিবার কি আছে?

করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, নামাভাসে প্ররোচিত করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। কারণ সাধারণ সংসারী জীব সবই অল্পবিস্তর অপরাধগ্রস্ত, নামাভাসে তাহাদের কাজ হইবে না।* যাহারা নামাপরাধযুক্ত তাহাদের নামসঙ্কীর্তন করিয়াই অপরাধমুক্ত হইতে হইবে। আর নামাশ্রয়ী ভক্তগণ তো নাম করিতেছেনই, তাহাদের আর নামাভাসে প্ররোচনার প্রয়োজন কি ?

উপরোক্ত নামাভাস ব্যতীতও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্য একটি নামাভাসের কথা পাওয়া যায়। সেটি হইল শ্রীভগবানের নাম-অনুশীলনে প্রবৃত্ত সাধকের চিত্তে নামের প্রথম উন্মেষ। এই প্রথম-উন্মেষের উপমা হইল সূর্য-উদয়ের পূর্ব অবস্থা।

হরিদাস কহেন যৈছে 'সূর্যের উদয়'।
উদয় না হৈতে আরম্ভ, তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম-কর্ম আদি পরকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদ॥

—চৈ০ চ০ অ০ ৩।১৮২-৮৪

---

* অত্র (১৪শ শ্লোক০) 'সাঙ্কেত্যং' ইত্যাদৌ সকৃন্নামাভাসেনাপি যন্নিঃশেষাঘ—ধুননোক্ত্যা বাসনাপর্যন্ত ক্ষয়মুচ্যতে (১২শ শ্লোক০) গুণানুবাদঃ' ইত্যাদৌ তু ভক্ত্যাবৃত্ত্যৈবেতি যত্তত্ত্ব যথাক্রমং নামাপরাধশূন্য-তদযুক্তভজনাপেক্ষয়া জ্ঞেয়ম্—'নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।'

— ক্রমসন্দর্ভ ৬।২।২০

এইরূপ নামের 'ঈষৎ উদয়'ও যাহাকে 'নামাভাস' শব্দে অভিহিত করা হয়, পাপ অপরাধ এমনকি সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া মুক্তি দান করে, ইহা সত্য। কিন্তু নাম সেবনের যে মুখ্য-ফল 'প্রেম' তাহা সদ্য সম্পাদিত হয় না, কিঞ্চিৎ বিলম্বে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে নামাভাস

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।

বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ —ভা° ৬।২।১৪

অর্থাৎ অজামিলের মত অন্যত্র সঙ্কেতে এবং ঈষৎ উদয়ে, যথা—পরিহাসে, গীতালাপাদিতে অথবা হেলায়ও শ্রীহরিনাম গৃহীত হইলে অশেষ পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

পরিহাসে নামাভাস; যথা—হয়েছে হয়েছে, তোমার হরিনামের দৌড় দেখা গিয়াছে। স্তোভে অর্থাৎ গীতালাপাদি পূরণে নামাভাস;যথা—যাত্রাগানে কিংবা দেশভ্রমণ হইতে ফিরিয়া বন্ধুর নিকট গল্পচ্ছলে নামগ্রহণ, যেমন—আরে ভাই জয়পুরে দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে 'গোবিন্দ' বিগ্রহ অন্যতম ইত্যাদি। হেলায়; যথা—রাতদিন 'হরি হরি' করে আমার ছেলেটা বয়ে গেল।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।২।১৪ শ্লোকের স্তোভে অর্থাৎ গীতালাপা-দিত যে নামাভাসের কথা বলা হইয়াছে সেই অনুরূপ নামভাসের কথা আমরা পদ্মপুরাণ হইতেও পাই; তবে ভাগবতের স্তোভের ক্ষেত্রটি নিরপরাধ আর পদ্মপুরাণের ক্ষেত্রটি অল্প অপরাধযুক্ত এইটুকু তফাৎ।

শ্রীপদ্মপুরাণে নামাভাস

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা ।*
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্ ॥
—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১শ বিলাস

অর্থাৎ নাম একবার মাত্র যাঁহার বাক্যগত, স্মরণপথগত ও কর্ণস্পৃষ্ট হয়, তাহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ, ব্যবহিত বা রহিত যে ভাবেই হউক, তাঁহার নিশ্চয়ই উদ্ধার লাভ হয়।

বিবৃতি ঃ একটি নামের একবার উচ্চারণ যদি প্রসঙ্গক্রমেও হইয়া পড়ে–প্রসঙ্গক্রমে বাক্যের অর্থ ঃ নাম করা মোটেই উদ্দেশ্য নয়, অন্য কথা বলিতে বলিতে কথাচ্ছলে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ হইয়া গেল। ধরুন, স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্য লইয়া কেহ পুরী গিয়াছিল সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বন্ধুর নিকট গল্পচ্ছলে কাহারও শ্রীজগন্নাথের নাম জিহ্বায় আসিয়া পড়িল। কিংবা সেই একটি নাম কোনও ভাবে কাহারও কর্ণ কিংবা মনকে ঈষৎ

---

* বাচিগতং প্রসঙ্গাদ্বাঙ্‌মধ্যে প্রবৃত্তমপি, স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃ স্পৃষ্টমপি। শ্রোত্রমুলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি। শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং বক্ষ্যমান নারায়ণশব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং যৎ। যদ্বা যদ্যপি হলং রিক্তমিত্যাদ্যুক্তৌ হকাররিকারয়োর্বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব তথা রাজমহিষীত্যত্র রামনামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যং; তথাপি তত্তন্নামমধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশ ব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ।

স্পর্শ করে, এবং এইরূপ ঈষৎ উদয় যদি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, ব্যবহিত বা রহিত ভাবেও হয়,তবে সেই নাম বক্তা শ্রোতা সকলকেই উদ্ধার করিয়া থাকে। নামের শুদ্ধ উচ্চারণ হইল কৃষ্ণ, নারায়ণ ইত্যাদি; অশুদ্ধ উচ্চারণ হইল কাহ্নু, নারাণ ইত্যাদি। ব্যবহিত শব্দের অর্থ হইতেছে – নামের একাংশ উচ্চারণের পরই অন্য একটি শব্দের দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত, যেমন 'রাম'নাম উচ্চারণে প্রবৃত্ত হইয়া 'রা' বলিবার পরই 'জ' অক্ষরের দ্বারা ব্যবহিত হইয়া পরে 'ম' অক্ষর উচ্চারিত হইল, যথা 'রাজম'। আর রহিত শব্দের অর্থ হইল নামের প্রথম অংশ উচ্চারিত হইবার পর আর বাকী অংশ উচ্চারিত হইল না, যথা—'নারায়ণ' নামের 'নারা' বলিবার পর আর বাকী অংশ 'য়ণ' উচ্চারিত হইল না।

এরূপভাবেও নামগ্রহণে পাপ-অপরাধ এমন কি সংসার হইতেও উদ্ধার লাভ হয়, ইহা সত্যই। কিন্তু নাম-সেবনের যে মুখ্য ফল তাহা সদ্য লাভ হয় না—কিঞ্চিৎ বিলম্বেই হয়।

যদ্বা ব্যবহিতঞ্চ তদ্রহিতঞ্চানি বা; তত্র ব্যবহিতং নাম্নঃ কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাবশিষ্টাক্ষরগ্রহণমিত্যেবংরূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতমিত্যর্থঃ। রহিতং পশ্চাদবিশিষ্টাক্ষরগ্রহণবর্জিতং কেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব সর্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব। কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং তন্নসদ্য সম্পদ্যতে।—শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ শ্রীসনাতন গোস্বামীর টীকা।

নামাভাস সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ

কথঞ্চিদ্ভগবন্নামাভাসস্যাপি স সিধ্যতি ।
সকৃদুচ্চারমাত্রেণ কিংবা কর্ণ-প্রবেশতঃ ॥

—শ্রীবৃ° ভা° ২।২।১৭৩

অর্থাৎ কোন প্রকার নামাভাসেও উচ্চারণ মাত্র কিংবা শ্রবণ মাত্র মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

বিবৃতি—শ্রীভগবানের একটি নাম উচ্চারণের ইচ্ছাবশতঃ একবার উচ্চারণের মহিমা কি বলিব, তাহার নামের যে আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্ববৎ অনুকারক শব্দ ও কোন প্রকার পরিহাস অবহেলাদি ভাবে একবার উচ্চারণ কিংবা শ্রবণতাতেই মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে । যথা ষষ্ঠস্কন্ধে—'মহাপাপী অজামিল মুমূর্ষু অবস্থায় পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া আহ্বান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল ।' এইটি হইল অন্যত্র সঙ্কেতে নামাভাসের উদাহরণ । আবার শ্রীবরাহপুরাণে সত্যতপ উপাখ্যানারম্ভে কথিত আছে—'এক ব্রাহ্মণ জলে দাঁড়াইয়া আহ্নিকাদি নিত্যকৃত্য করিতেছিলেন—এমন সময় তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য এক ব্যাঘ্র আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল—দূরে এক ব্যাধ তাহার ধনুকে শর যোজনা করিয়া বসিয়াছিল,—অবসর বুঝিয়া ব্যাধ শরনিক্ষেপে ব্যাঘ্রকে আহত করিলে—মৃত্যুসময়ে ব্যাঘ্র সেই ব্রাহ্মণের কণ্ঠ-নিঃসৃত শ্রীহরিনাম শ্রবণে মুক্তিলাভ করিয়াছিল ।' এইটি হইল নামের ঈষৎ উদয়রূপ নামাভাস ।*

* তথাপি কিং তৎ সাধনমিত্যপেক্ষায়াং ভক্তিমাহাত্ম্যনির্বাচনায়ৈব

নামাভাস সম্বন্ধে শ্রীরূপপাদ

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিতভবধ্বান্ত বিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি প্রণয়িনীম্ ।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম তরণে ।
কৃতি তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ?

—শ্রীনামাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক—

অর্থাৎ—হে শ্রীভগবন্নামসূর্য ! যে আপনার উদায়াভাসও প্রকাশিত হইতে হইতেই সংসারদাবানলের নির্বাপন করিয়া, শ্রীনামের স্বরূপ-তত্ত্বাদি বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিগণকেও ভক্তিতে অনুরাগিণী দৃষ্টি প্রদান করেন; সেই আপনার অপার মহিমা নিঃশেষে বলিতে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তিই বা সমর্থ হয় ?—অর্থাৎ কেহই সমর্থ হয় না ।

ভগবদ্ভক্তানামনায়াসেনৈব মোক্ষঃ সিধ্যতীত্যাহুঃ—কথঞ্চিদিতি। অস্তু তাবং ভগবন্নাম্নাং সেবয়া, ভগবন্নাম্নো যঃ আভাসঃ প্রতিবিম্ববদনুকারক-শব্দস্তস্যাপি কথঞ্চিৎ কেনাপি পরিহাসাবহেলাদিপ্রকারেণাপি সকৃৎ বার-মেকমপি উচ্চারণ মাত্রেণ জিহ্বাগ্রে করণেন। কিংবেতি পক্ষান্তরে তস্যৈব কথঞ্চিৎ কর্ণয়োঃ প্রবেশাৎ স মোক্ষ সিধ্যতি, তদুক্তং ষষ্ঠস্কন্ধে (শ্রীভাঃ ৬৷৩ ২৪)—'বিক্রুশ্য পুত্র মঘবান্ যদজামিলোঽপি নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ 'ইয়ায় মুক্তিম' ইতি। তথা শ্রীবরাহপুরাণেসত্যতপউপাখ্যানারম্ভে—'কিঞ্চিজ্জলে মগ্নং জপপরং ব্রাহ্মণং ভক্ষয়িতুমাগতস্য ব্যাঘ্রস্য তেনৈব ব্যাধেন হতস্যাকস্মাহৃদগতভগবন্নামশ্রবণেনৈব মুক্তির্জাতা'। ইতি দিক্।—শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদের টীকা বৃঃ ভাঃ ২৷২৷১৭৩।

উপরোক্ত শ্লোকে শ্রীনামের দুরূহ-অদ্ভুত বীর্যের কথাই কৈমুতিক ন্যায়ে প্রকাশ করা হইয়াছে, কাজেই এখানে আভাসের অর্থ মুক্তপ্রগ্রাহবৃত্তিতেই করিতে হইবে, এবং সেইভাবে অর্থ করিলে অন্যত্র সঙ্কেতে এবং ভজনে প্রবৃত্ত সাধকের চিত্তে নামের উদয়ারম্ভে,—এই দুই প্রকার নামাভাসেই ভক্তিতে অনুরাগিণী দৃষ্টি লাভের কথাই এখানে পাওয়া যায়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল উপাখ্যানের উপসংহার—'অজামিলোঽপ্যগাদ্ধামম্—(ভা০ ৬।২।৪৯) অর্থাৎ অজামিলও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং শ্রীভাগবতের (৬।২।২০) শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভের টীকার 'বিলম্বেন প্রাপয়তি' অর্থাৎ বিলম্বে ভগবল্লোক প্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি বাক্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার সংক্ষেপ-সার

উপররোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতেছি, নামাভাসকে নিম্ন তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়; যথা—

(১) ক্ষেত্র—নিরপরাধ যেমন অজামিল।

নামাভাসের প্রকার—(ক) অন্যত্র সঙ্কেতে—যেমন অজামিল পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া আহ্বান করিল। ফল—পাপ-পুণ্যাদি এবং তাহার মূল সংসার-বাসনা পর্যন্ত ক্ষয় হয় এবং বিলম্বে শ্রীভগবল্লোক প্রাপ্তি হয়।*

---

* কথং সদ্য এব পার্ষদৈর্বৈকুণ্ঠং ন নিন্যে? ইতি তদ্বাক্যাদিশা বিলম্বেন প্রাপয়তি। তদেবং সত্যজামিলোঽপায়মারোপিত তন্নাম্নঃ পুত্রস্য

(খ) বিরুদ্ধভাবে নামের উচ্চারণ—উপহাসে বা হেলায়।

ফল— মুক্তি, কিন্তু ভগবল্লোকপ্রাপ্তি হয় না।

(২) ক্ষেত্র – নিরপরাধ এবং অল্প অপরাধ।

নামাভাসের প্রকার-নিরপেক্ষভাবে গীতালাপাদি পূরণে।

ফল—পাপ-পুণ্য-সংসারবাসনা এবং অপরাধ সবকিছু হইতে মুক্তি প্রাপ্তি এবং বিলম্বে শ্রীভগবল্লোকপ্রাপ্তি।

(৩) ক্ষেত্র—নিরপরাধ এবং অল্প অপরাধ।

নামাভাসের প্রকার—শ্রীভগবানের নাম অনুশীলনে প্রবৃত্ত সাধকের চিত্তে নামের প্রথম উন্মেষ।

ফল পাপ-পুণ্য ও সংসার বাসনা পর্যন্ত অপরাধ সবকিছু হইতে মুক্তি প্রাপ্তি এবং বিলম্বে শ্রীভগবল্লোকপ্রাপ্তি।

উপসংহার : এই প্রকরণে শ্রীনামের দুরূহ-অদ্ভুত বীর্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই কৈমুতিক ন্যায়ে নামাভাসের কথা আলোচিত হইল, নামাভাসে প্ররোচিত করা ইহার উদ্দেশ্য নয়; ইহার উদ্দেশ্য হইল নামের অদ্ভুত শক্তি জানাইয়া নামে প্রলোভিত

সম্বন্ধেন তন্নাম্নাপি স্নিহ্যতি স্ম, তস্মিন্ স্ব-নাম্নি শ্রীভগবতোঽপ্যভিমানঃ সান্দ্রো দৃশ্যতে,—(১০ম শ্লোক "যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ" ইত্যত্র। যতঃ পার্ষদা ন যপি মহানেব তত্রাদরো দৃষ্টস্তস্মাৎ স্নেহসম্বলনয়া গৃহীত স্বনাম্নি সত্যপি তস্মিন্নুৎকণ্ঠাপর্বক-সাক্ষান্নিজকীর্তনাদি দ্বারা সাক্ষান্নিজস্নেহং প্রকৃষ্টং দত্ত্বা তং নেতুমিচ্ছতি প্রভুরিতি জ্ঞাত্বা সহসা নাত্মভিঃ সহ তং নীতবন্ত ইতি সর্বং সমঞ্জসম্। —ভা০ ৬।২।২০ ক্রমসন্দর্ভ।

করা। এখানে ন্যায়টি হইল শ্রীনামের আভাসেই অর্থাৎ অস্পষ্ট ছায়ার মত কিঞ্চিৎ উদয়েই যখন এত ফল, তখন স্পষ্ট সম্পূর্ণ একটি নাম একবার ভজনে প্রবৃত্ত সাধকের দ্বারা উচ্চারিত হইলে যে আরও অধিক উৎকৃষ্ট ফললাভ হইবে তাহা আর বলিবার কি আছে? শ্রীনামের অদ্ভুত শক্তির প্রচারের দ্বারা জীবচিত্তে শ্রীনামের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও আদরবুদ্ধির উন্মেষ করাই এখানে পরমকরুণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

কলির যুগাধিদেবতা শ্রীগৌরহরির নিজের দ্বারা যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন প্রবর্তিত ও প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া এখন সকলেই ইচ্ছা-মাত্র নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেছে। কিন্তু অন্য যুগে এই নাম উচ্চারণে পাপী অপরাধী জীবের ক্ষমতার অভাব পরিলক্ষিত হইত। রত্নাকর দস্যু (শ্রীবাল্মীকি) শ্রীনারদ ঋষির উপদেশে রামনাম জপ করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমে সক্ষম হন নাই এবং শ্রীগৌরচরণাশ্রিত হওয়ার পূর্বে কাশীতে শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীও প্রথমে 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে সক্ষম হন নাই। তখন অবস্থা ঐরূপই ছিল—অপরাধীর মুখে পরমস্বতন্ত্র শ্রীহরিনাম উদিত হইতেন না; কিন্তু শ্রীগৌরকরুণায় বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। আমাদের মত প্রচুর অপরাধগ্রস্ত জীবও এখন ইচ্ছা-মাত্র শ্রীহরিনাম করিতে পারিতেছে। জীবকল্যাণে শ্রীগৌরের ইহাই শ্রেষ্ঠ অবদান। এখন মানুষ মাত্রেই সম্পূর্ণ শুদ্ধবর্ণে স্পষ্টা-ক্ষরেই যথা 'হরে' 'কৃষ্ণ' এইভাবে নাম করিবার অধিকার পাইয়াছে,

শ্রীগৌরকরুণায়। কিন্তু এত সহজে বিনা পরিশ্রমে এত বড় অবদান লাভ হইয়াছে বলিয়াই আমরা ইহার প্রকৃত মূল্য দিতে না পারিয়া অবহেলা করিয়া নূতন নূতন অপরাধের সৃজন করিয়া নিরয়গামী হইতেছি।

ভগবান্ শ্রীগৌরহরি নিজমুখে ও তাঁহার শ্রীচরণানুচর গোস্বামিগণ রাজমন্ত্রিত্ব ও কুবেরসম বৈভব ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে এক এক বৃক্ষের নীচে এক এক দিন বাস করিয়া ও চানা চিবাইয়া জীবনরক্ষা করিয়া নিজেদের অনুভবের উপাদানে গড়িয়া যে শ্রীনামভজন-কৌশল (Technique) জগতে প্রকাশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা যদি সর্বশ্রেষ্ঠত্ব বোধে অত্যাদরে শ্রীনামপ্রভুকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইতে পারি, তবেই পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিব এবং কলির পতিত জীব হইয়াও ব্রহ্মাদি-দুর্লভ ও সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর এবং অন্য কলিতে অপ্রাপ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রজপ্রেম (যাহার উপরে জীবের প্রাপ্য কিছু নাই) লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারিব।

শ্রীনামের মাহাত্ম্য যাহা কিছু শুনিলাম তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, শুধু যে বই-এর পাতায় লেখা আছে তাহাই নহে, বিশেষজ্ঞগণের ইহা অনুভব বেদ্য। পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে ইহাও দেখা গিয়াছে যে শ্রীনামাভাসের শক্তির অদ্ভুত প্রকাশ-ক্ষেত্রটি সর্বত্রই নিরপরাধ কিংবা অল্প অপরাধ যুক্ত।

নামাপরাধ

পদ্মপুরাণের 'নমৈক যস্য বাচি' শ্লোক অনুসারে আমাদের একটি নামেই শ্রীভগবৎস্ফূর্তি হয় না কেন, তাহার উত্তর ঐ পদ্মপুরাণেরই পরবর্তী শ্লোকে ["তচ্চ দেহ দ্রবিন"] প্রচুর নামাপরাধ ও তৎফলে বিষয়ে অস্বাভাবিক ভোগাভিনিবেশকেই কারণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীজীবপাদও বৈষ্ণবতোষণীতে নামাপরাধময়ী সংসারবাসনাকেই প্রতিবন্ধক রূপে নির্দেশ করিয়াছেন।* 'ফলেন ফলকারণমনুমিয়তে' অর্থাৎ ফলের দ্বারাই বৃক্ষের পরিচয়। কাজেই নামের ফলে সদ্য সদ্য আমাদের শ্রীভগবদ্ অনুভব হইতেছে না দেখিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয় আমরা আধুনিক বা পূর্ব পূর্ব জন্মের অর্জিত প্রচুর অপরাধগ্রস্ত জীব।

'এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥

---

* "নন্ন তৎক্রিয়া চেত্তদনুভবস্য হেতুস্তর্হি কথং প্রথমত এব স ন স্যাৎ? উচ্যতে, অস্যাত্র নামাপরাধময়ী সংসারবাসনা প্রতিবন্ধিনী; সা চ তদাবৃত্ত্যৈবাপগচ্ছতি"—বৈষ্ণবতোষণী—১০।২।৩৬-৩৭।

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

— চৈ° চ° আ- ৮।২৬-৩০

বাজারের সেরা বীজ আনিয়া জমিতে ফেলা হইল, অথচ বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে না, এ অবস্থায় বুদ্ধিমান্ মালী যেমন জমিতে কি দোষ ঘটিয়াছে তাহাই প্রথমে অনুসন্ধান করে এবং সেই দোষটি দূর করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হয় তেমনি দুরূহ-অদ্ভুত বীর্য নাম, যাহার আভাসেই মহাপাপী অজামিলাদি শ্রীবৈকুণ্ঠ লাভ করিল, সেই নামের বহুবার কীর্তনেও আমার কিছুই হইল না, বিষয়াসক্তি যেমন ছিল তেমনি রহিল, তখন অবশ্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন কোন্ দোষে এমন হইতেছে। অজামিলাদির সঙ্গে আমার পার্থক্য কোথায়। অজামিলের অপরাধ ছিল না - শ্রীনামের অসন্তোষ হইতে পারে এমন কার্য সে জন্ম-জন্মান্তরেও কোনদিনই করে নাই। **পরমস্বতন্ত্র নামের অসন্তোষই অর্থাৎ অপরাধই একমাত্র কারণ যাহা নামের অপরিমিত শক্তি-প্রকাশের পথে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। জন্ম-জন্মের শত সহস্র পাপ তো নামাভাসেই এক নিমেষে চলিয়া যায়। কাজেই আমাদের প্রতি নামের ফল না দেখিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয় আমরা প্রচুর অপ-রাধগ্রস্ত জীব।**

['অপরাধ' = অপ—বিযুক্ত + রাধ—রাধা ।-শ্রীকবিকর্ণপুর । অয়ারাধিতো নূনং (ভা° ১০।৩০।২৮) শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তিরূপ করে অনারাধনে । অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥ —চৈ° চ°]

তাহা হইলে যাহার অসন্তোষে আমাদের এই দুর্গতি তাহার সন্তোষবিধানে সর্বপ্রথমে যত্নপরায়ণ হওয়াই আমাদের বুদ্ধিমানের কার্য হইবে ।

যে সকল কার্যদ্বারা নামের অসন্তোষ হয় সেই **দশবিধ নামাপরাধের** কথা নিয়ে আলোচনা করা যাইতেছে, যথা—

(১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে,
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্ ।
(২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণ-নামাদি সকলং,
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥
(৩) গুরোরবজ্ঞা, (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্,
(৫) তথার্থবাদো, (৬) হরিনাম্নি কল্পনম্ ।
(৭) নাম্নো বলাদ্‌যস্য হি পাপবুদ্ধি, র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥
(৮) ধর্ম ব্রত-ত্যাগ-হুতাদিসর্ব-শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ ।
(৯) অশ্রদ্ধধানে বিমুখেঽপ্যশৃন্বতি, যশ্চোপদেশঃ শিব নামাপরাধঃ ॥
(১০) শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ ।
অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥

—পদ্ম° সর্গ° ৪৮।৪৬।৪৯

নামাপরাধ সম্বন্ধে শ্রীজীবচরণ

—ভা° ২।১।১১ শ্লোকের টীকা-শ্রীক্রমসন্দর্ভের তাৎপর্য্যার্থ ঃ

(১) সাধুনিন্দা—শ্রীনামাশ্রয়ী ও শ্রীনামের মাহাত্ম্য বিস্তার-কারী সাধুগণের নিন্দা কিংবা তাঁহাদের প্রতি যে-কোন বিদ্বেষ-ভাব-পোষণ সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ। এই কারণেই এইটিকেই প্রথমে বলা হইল। সাধুনিন্দা শ্রবণেও দোষ।*

(২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবকে স্বতন্ত্র মনন—'একামেবা-দ্বিতীয়ং' শ্রীভগবানের অংশের অংশ শ্রীশিব হইলেন শ্রীভগবানের শক্তি পরিণতি—দুগ্ধ-স্থানীয় শ্রীভগবান্ হইতে দধি-স্থানীয় শ্রীশিব ব্যক্ত হন। এই শিবকে যাহারা স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব মনে করে

শ্রীক্রমসন্দর্ভে সামাপরাধ—ভা° ২।১।১১

* (১) অথ সতাং নিন্দেত্যনেন [সতাং দ্বেষ]—হিংসাদীনাং বচনা-গোচরত্বং দর্শিতম্। নিন্দাদয়স্তু—যথা স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগীরথ সংবাদে—'নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে॥ হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্।' ইতি। তন্নিন্দাশ্রবণেঽপি দোষ উক্তঃ—(ভা° ১০।৭৪।৪০) "নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥" ইতি। ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্যৈব; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা; তত্রাপ্য-সমর্থেন তু স্বপ্রাণপরিত্যাগঃ কর্ত্তব্যঃ। যথোক্তং দেব্যা (ভা° ৪।৪।১৭) "কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্যদকল্প ঈশে, ধর্মাবিতর্য্যশৃনিভির্নৃভিরস্যমানে। জিহ্বাং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেচ্ছিন্দ্যাদসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্মঃ॥" ইতি।

তাহারা নামাপরাধ করে। শ্রীশিবকে শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত-রূপে দর্শন ও সম্মান করা উচিত। হরিহর একাত্মা,—ইহা প্রিয়তায়।*

---

* (২) অথ 'শিবস্য শ্রীবিষ্ণোঃ' ইত্যত্রৈবেদমনুসন্ধেয়ম।—শ্রূয়তে হি- (গী° ১০।৪১) 'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম' ইতি; (ভা° ১০।৬৮।৩৭) "ব্রহ্মা ভবোঽপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ" ইতি; (ভা° ৩ ২৮ ২২) "যৎ পাদ ঃসৃত সরিৎপ্রবরোদকেন, তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যাধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ" ইতি; (ভা° ২ ৬ ৩২) "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥" ইতি তথা মাধ্বভাষ্য দর্শিতানি বচনানি ব্রহ্মাণ্ডে- 'রুজং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ। ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥ পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ। শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্বসংরোধনাদ্ধরঃ। কৃত্ত্যাত্মকমিম দেহং যতো বস্তে প্রবর্ত্ত-য়ন্। কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ। বৃংহনাদ্ব্রহ্ম নামা সাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥ এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ। বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥' ইতি; বামনে—'স তু নারায়ণা-দীনং নাম্নামন্তত্র সংশয়ঃ। অন্যনাম্নাং গতিবিষ্ণুরেক এব প্রকীর্তিতঃ॥' ইতি; স্কান্দে -'ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। অদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্ত্তে স্বকং পুরম্॥' ব্রাহ্মে—চতুর্মুখঃ সতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি। উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ। বিশেষ নামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ॥" ইতি। তদেবং শ্রীবিষ্ণোঃ সর্বাত্মকত্বেন প্রসিদ্ধাত্তস্মাৎ সকাশাচ্ছিবস্য গুণনামাদিকং ভিন্নং শক্ত্যান্তরসিদ্ধমিতি যো ধিয়াপি পশ্যেদিত্যর্থঃ। দ্বয়োরভেদ—তাৎপর্য্যেণ ষষ্ঠস্তত্ত্বে সতি শ্রীবিষ্ণো-

(৩) শ্রীগুরুর অবজ্ঞা—শ্রীগুরুদেব পারমার্থিক জগতের শিক্ষক, পালক ও বন্ধু—স্নেহে পিতা হইতেও অধিক। শ্রীগুরু-দেব তত্ত্বতঃ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্। শ্রীভগবানই কোনও রতিমানভক্ত আধারকে অবলম্বন করিয়া শিষ্যের জন্য গুরুরূপে প্রকাশিত হন। রাগানুগা ভজনে ঐশ্বর্যাংশ অপগমে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখি মঞ্জরীরূপে মধুর দর্শন হয়। [সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ রুক্তস্তথা ভাব্যতে এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং॥ —শ্রীবিশ্বনাথ] অবজ্ঞার অর্থ হইল অনাদর। এ হেন স্নেহময় পারমার্থিক পিতাকে অনাদর একটি নামাপরাধ।*

(৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা—শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দা, অবহেলা বা অবিশ্বাস হইল চতুর্থ নামাপরাধ। ['শাস্ত্রা-বিশ্বাসিনং নামাপরাধিনং'—শ্রীভা° ১০।৩৩।৪৯ শ্রীবিশ্বনাথ]★

(৫) অর্থবাদ—শাস্ত্রে নামমাহাত্ম্য যাহা আছে তাহা স্তুতি-মাত্র এইরূপ মনে করা একটি নামাপরাধ।V

শেচত্যপেক্ষ্য চ শব্দঃ ক্রিয়তে; তৎ প্রাধান্য বিবক্ষয়ৈব শ্রীশব্দশ্চ তত্রৈব দত্তঃ অতএব 'শিবনামাপরাধঃ' ইতি শিব শব্দেন মুখ্যতয়া শ্রীবিষ্ণুরেব প্রতি-পাদিত ইত্যভিপ্রেতম্। সহস্রনামাদৌ চ স্থাণুশিবাদি শব্দাস্তথৈব।

* (৩) অথ গুরোরবজ্ঞানাদরঃ।

★ (৪) অথ শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনম্; তথা পবেগমার্গেণ বুদ্ধদত্তত্রেয়র্ষভ দেবোপাসকানাং পাষণ্ডিনাম্।

v (৫) অথার্থবাদঃ স্তুতিমাত্রমিদমিতি মননম।

(৬) শ্রীহরিনামে কল্পনা—শ্রীনামের মাহাত্ম্য গৌণ করিবার জন্য গত্যন্তরের চিন্তা, অর্থাৎ নামে কাজ হইতেছে না দেখিয়া কেহ যদি নিজের অপরাধের দিকে দৃষ্টি না দিয়া মনে করেন ঔষধ যেমন অনুপান সহযোগেই কার্যকারী হয় সেইরূপ নামকে কার্যকারী করিতে হইলে অন্য কোন প্রক্রিয়া, যথা—দেহ-মন শুদ্ধ, ন্যাস-প্রণয়ামাদি কিংবা স্মরণমননাদির সাহায্য প্রয়োজন আছে। সর্বৈশ্বর্যশালী সাক্ষাৎ শ্রীহরি হইতে অভিন্ন তাঁহার নামের অপরিসীম শক্তির প্রতি আস্থা হারাইয়া অন্য আশ্রয়ের সন্ধান করা হইল নামের প্রতি ষষ্ঠ অপরাধ।*

(৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি—যে ভগবানের নামের বলে পরমপুরুষার্থস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল প্রাপ্ত হওয়া যাইত সেই নামের বলে পাপ বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করা, নামের উপর পরম দৌরাত্ম্য। ইহা শ্রীশ্রীশালগ্রামের দ্বারা বাদাম ভাঙ্গার মতই মনোবৃত্তির পরিচয়। শ্রীনাম বা শাস্ত্র

---

*(৬) হরিনাম্নি কল্পনং তন্মাহাত্ম্যগৌণতাকরণায় গত্যন্তরচিন্তনম্; যথোক্তং কৌর্মে ব্যাসগীতায়াম্,—'দেবদ্রোহাদ্ গুরুদ্রোহঃ কোটিকোটি গুণাধিকঃ। জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকম্॥' ইতি। যত্তু শ্রীবিষ্ণুপার্ষদেভ্যঃ শ্রুতনাম মাহাত্ম্যস্যাপ্যজামিলস্য—(ভাঃ ৬।২।২৯) "সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে" ইত্যেতদ্বাক্যম্, তৎ খলু স্বদৌরাত্ম্যদৃষ্ট্যা নাম মাহাত্ম্যাদৃষ্ট্যা অগ্রে বক্ষ্যতে, (ভাঃ ৬।২।৩২ ৩৩) "অথাপি মে দুর্ভগস্য" ইত্যাদি দ্বয়ম্।

কাহারও প্রতি কোন শ্রদ্ধা নাই শুধু ব্যবসা বা চাকুরী-দ্বারা অর্থ-উপার্জনের অক্ষমতায় বহুরূপীর মত সাধুর সাজ গ্রহণ করা হইল —ফোঁটা তিলক-মালাদির ঘটার অভাব কিছু রহিল না; লম্বা লম্বা শাস্ত্রের বুলিও আওড়ানো হইল; ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে হানা দেওয়া হইতে থাকিল—উদরপূরণ ও লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যথেষ্ট লাভ হইতে থাকিল। এইটি একটি ভীষণ অপরাধ। এই শ্রেণীর লোকের কথাই এখানে বলা হইয়াছে।★

(৮) শ্রীনামের অনুশীলনকে ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ ইত্যাদি সর্বশুভ-ক্রিয়ার সহিত সমান মনন হইল অষ্টম নামাপরাধ।

★ (৭) নাম্নো বলাদিতি; যদ্যপি ভগবন্নাম্নো বলেনাপি কৃতস্য পাপস্য তেন নাম্না ক্ষয়স্তথাপি যেন নাম্নো বলেন পরমপুরুষার্থস্বরূপং সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রং সাক্ষাচ্ছ্রীভগবচ্চরণারবিন্দং সাধয়িতুং প্রবৃত্তস্তেনৈব পরমঘৃণাস্পদং পাপং বিষয়ং সাধয়তীতি পরমদৌরাত্ম্যম্। ততঃ কদর্থয়ত্যেব তন্নাম চেতি পাপকোটিমহত্তমস্যাপরাধস্যাপাতো বাঢ়মেব। ততো যমৈর্বহুভির্যম-নিয়মাদিভিঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য ক্রমেণ প্রাপ্তাধিকারৈরনেকৈরপি দণ্ডধরৈর্বা কৃতদণ্ডস্য তস্য শুদ্ধ্যভাবোযুক্ত এব,—'নামাপরাধযুক্তানাম্' ইত্যাদি বক্ষ্যমাণানুসারেণ পুনরপি সন্তত-নামকীর্ত্তনমাত্রস্য তত্র প্রায়শ্চিত্তত্বাৎ, 'সর্বাপরাধকৃদপি' ইত্যাদ্যুক্ত্যনুসারেণ নামাপরাধযুক্তস্য ভগবদ্ভক্তি-মতোঽপ্যধঃপাতলক্ষণ—ভোগ নিয়মাচ্চ। তত্রেন্দ্রস্যাশ্বমেধাখ্য-ভগবদ্ যজনবলেন বৃত্রহত্যাপ্রবৃত্তিস্তু লোকোপদ্রবশান্তিং তদীয়াসুরভাবখণ্ডনঞ্চেচ্ছু নামৃষীণামাজ্ঞাকৃতত্বান্ন দোষ ইতি মন্তব্যম।

যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ধর্ম-ব্রতাদি সাধন সেই সাধ্য-বস্তুই শ্রীনাম—শ্রীনাম একধারে সাধন ও সাধ্য দুইই।—'কিং বক্তব্যং শ্রেষ্ঠং সাধনমিতি, সাধ্যমপি তদেব' বৃ° ভা° ২।৩।১৬৫ টীকা। আবার শ্রীনাম হইলেন সমস্ত ভজনাঙ্গের বীজস্বরূপ, ইহা হইতেই অর্চন-স্মরণাদি ভজনাঙ্গের উদ্গময় হয়,—'সর্বভক্তি সাধন-উদ্গম'—চৈ° চ° অ ২০।১৩। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমুখে বলিলেন—(চৈ° চ° অ ২০।৮) 'হর্ষে প্রভু কহেন শুন স্বরূপ রামরায়। নাম সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়॥' (চৈ° চ° অ ৪। ৭১)—'তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তন'। শ্রীরূপপাদ পদ্যাবলীতে এই নামকে বিশাল ধর্মবৃক্ষের বীজস্বরূপ বলিয়াছেন 'বীজং ধর্ম-দ্রুমস্য'। শ্রুতিতেও শ্রীনামসঙ্কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনরূপে নির্ণীত আছে, যথা—'এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং'। শঙ্করভাষ্য —'যত এবং অতএব এতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্ততমম্।' অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত প্রকার উপায় আছে তার মধ্যে শ্রীনামই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীনাম রাগভক্তির অঙ্গী বা আত্মা। রাগভক্তির মুখ্য অঙ্গ যে স্মরণ তাহারও এই নামকীর্তনের অধীনত্ব অবশ্য স্বীকার্য, কারণ কীর্তনেরই এই যুগে অধিকার হওয়াতে সর্বভক্তিপথে এবং সর্ব-শাস্ত্রে এই শ্রীনামকীর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়া আছে। ['অত্র রাগানুগায়াং যন্মুখ্যস্ত তস্যাপি স্মরণস্য কীর্ত্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্য-মেব কীর্ত্তনস্যৈব এতদ্‌যুগাধিকারত্বাৎ সর্ব্বভক্তিমার্গেষু সর্ব্বশাস্ত্রে স্তস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনাচ্চ'।—শ্রীরাগবর্ত্মচন্দ্রিকা]।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীনামের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—(বৃ° ভা° ২।১।২ টীকা)—'কৃষ্ণশ্রবণপাশাত্বং নির্যাতো ধ্যানরজ্জুভিঃ। গ্রাহ্যস্তাভ্যশ্চ নির্যাতো নামকীর্ত্তন-শৃঙ্খলৈঃ॥' অর্থাৎ হে শ্রীকৃষ্ণ! শ্রবণাঙ্গভক্তি তোমাকে বন্ধন করিতে পাশস্বরূপ কিন্তু সেই পাশ শিথিল হইয়া আসে ধ্যানরূপ দৃঢ় রজ্জুদ্বারা যখন তুমি ধৃত হও, আবার এই ধ্যানরূপ রজ্জু হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়া লইয়া নামকীর্তনরূপ লৌহশৃঙ্খল তোমাকে অতীব কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে। এখানে **শ্রবণাঙ্গ ভক্তি হইতে ধ্যান এবং ধ্যান হইতে নামকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব বলা হইল।** (বৃ° ভা° ২।৩।১৪৮) 'মন্যামহে কীর্ত্তন-মেব সত্তমং'—ধ্যানযোগী পিপ্পলায়নের স্মরণের শ্রেষ্ঠত্বপরবাক্য অনুবাদ করিয়া ('এবং পরমতমনূদ্য **স্বমতং** নির্দিশন্তি—মন্যামহ ইতি'—বৃ° ভা° ২।৩।১৪৮ টিকা) এখন 'মন্যামহে' শ্লোকে নিজে-দের মত বলিতেছেন,—আমাদের মতে চঞ্চল স্বভাব একমাত্র মানসে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত স্মরণাঙ্গ ভক্তি হইতে কীর্তনই উৎকৃষ্টতম। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—(ভ° র° সি° ১।২।২৩০ টীকা)—'নন্বত্র শাস্ত্রে ভক্তিরভিধেয়েত্যবগম্যত এব, তত্রাপি ভক্ত্যাঙ্গেষু মধ্যে মহারাজচক্রবর্ত্তিবৎ কিমেকং মুখ্যত্বেন নির্ণীয়তে তত্রাহ—নামানুকীর্তনমিতি। সর্বেষু ভক্ত্যাঙ্গেষু মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণানি মুখ্যানি 'তস্মাদ্ ভারত সর্বাত্মেতি' (ভা° ২।১।৫) শ্লোকেনোক্তানি। তেষু ত্রিষ্বপি মধ্যে কীর্ত্তনং, কীর্ত্তনেঽপি নাম-

লীলাগুণাদি-সম্বন্ধিনি তস্মিন্ নামকীর্ত্তনম্। তত্রাপ্যনুকীর্ত্তনং স্বভক্ত্যনু-রূপকীর্ত্তনং নিরন্তরকীর্তনং বা।' অর্থাৎ এই শাস্ত্রে ভক্তিকেই অভিধেয়রূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। সেই ভক্তির অঙ্গের মধ্যেও মহা-রাজচক্রবর্তিরূপে কোন একটি মুখ্যরূপে নির্ণীত আছে—সেই কথা বলিবার জন্যই মূলে 'নামানুকীর্তন' শ্লোকটি অবতারণা করা হইয়াছে। সর্বভক্তিঅঙ্গের মধ্যে শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ এই তিনটি মুখ্য—শ্রীভা° ২।১ ৫ শ্লোকের 'তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মেতি' ইত্যাদি বাক্যে উহাই বলা হইয়াছে। এই তিনটির মধ্যেও আবর কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ। আবর, নামলীলাগুণাদি কীর্তনের মধ্যে—নামকীর্তনই শ্রেষ্ঠ। আবার, নামকীর্তনের মধ্যেও নিজের প্রিয় নাম অথবা নিরন্তর কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এইরূপে শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রে যে 'নামে'র সর্বশ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়া আছে তাঁহাকে যদি আজ কেহ নিজের মস্তিষ্ক চালনার বলে বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বা অন্য কোন কারণে অন্য কোনও সাধন এমন কি অন্য ভঙ্গ্যঙ্গের সঙ্গেও সমান মনে করেন তাহা হইলে যে সে ব্যক্তি নামাপরাধগ্রস্ত হইবেন তাহা আর বলিবার কি আছে ?

অন্য ভক্ত্যঙ্গের সঙ্গে শ্রীনামের তুল্যত্ব চিন্তনও নামাপরাধ :

সাধারণ সংসারী লোকের নানা ক্রিয়া-কর্ম পূজা-ব্রতাদির সহিত শ্রীহরিনামে তুল্যত্ব চিন্তন তো একটি নামাপরাধই, এমন

কি ভক্তির অন্যান্য অঙ্গের, যথা—শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্রপঠন,শ্রবণ অর্চন-স্মরণাদির সহিতও শ্রীনামের তুল্যত্ব চিন্তন এই 'অষ্টম অপরাধের' মধ্যে গণিত করিয়াছেন শ্রীজীবচরণ তাঁহার ক্রম-সন্দর্ভের টীকায়। ফুটনোটে উদ্ধৃত টীকায় এই অষ্টম নামাপরাধের উদাহরণে পদ্মপুরাণের (উ° ৯।২৬) রামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রের 'বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ববেদাধিকং মতম্'ইতি(অর্থাৎ বিষ্ণুর একটি নামই সর্ববেদ হইতে অধিক) উদ্ধৃতি হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে। পদ্মপুরাণের উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা 'সর্বশুভক্রিয়া'র ভিতরে ভক্তি অঙ্গকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইল। সর্ববেদ অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদির অনুশীলনরূপ শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ হইতেও শ্রীনামের অনু-শীলনকে শ্রেষ্ঠ বলা হইল। এখানে 'সর্ববেদ' বাক্যের ব্যবহার উপলক্ষণেই হইয়াছে জানিতে হইবে অর্থাৎ অর্চন স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ হইতেও নামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিলে নামাপরাধগ্রস্ত হইতে হইবে।

---

* (৮) অথ ধর্ম ব্রত- ত্যাগেতি; ধর্মাদিভি; সাম্যমননমপি প্রমাদোঽপ-রাধো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব 'বেদাক্ষরাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ। তাবন্তি হরিনামানি কীর্তিতানি ন সংশয়।' ইত্যতিদেশেনাপি নাম্ন এব মাহাত্ম্যমায়াতি। উক্তং হি 'মধুরমধুরমেতৎ' ইত্যাদৌ 'সকলনিগমবল্লী-সৎফলম্' ইতি; তথা শ্রীবিষ্ণুধর্মে ঋগ্বেদো হি যজুর্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথ-র্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।' স্কান্দে পার্বত্যুক্তৌ— ,মা ঋচো মা যজুস্তাৎ মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং

(৯) শ্রদ্ধাহীন, বহির্মুখ এবং শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে হরিনামের উপদেশ করা একটি অপরাধ। যতক্ষণ পর্যন্ত অশ্রদ্ধাদির ভাব ব্যক্ত না হইতেছে ততক্ষণ জীবমাত্রেই অন্ততঃ নিরপেক্ষ, ইহা ধরিয়া লইয়া নামোপদেশ করিতে হইবে, কিন্তু অশ্রদ্ধাদির ভাব ব্যক্ত হইলেই উপদেশ বন্ধ করিয়া স্থান ত্যাগ করিতে হইবে।*

(১০) বিষয়ে অস্বাভাবিক ভোগাভিনিবেশ বশতঃ শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অনাদর হইল দশম নামাপরাধ। পূর্বসঞ্চিত অপরাধরূপ কারণের কার্যরূপে প্রকাশ হয় বিষয়ে অস্বাভাবিক ভোগাভিনিবেশ; আবার ইহাই কারণ হইয়া পরে নূতন নূতন অপরাধের সৃষ্টি করে।v

ভজন-চাতুরী

অপরাধই আমাদের সর্বনাশ করিতেছে—কাজেই এই সর্বনাশকর বিষয়ে আমাদের সর্বপ্রথম অবহিত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নূতন অপরাধের পথ বন্ধ করিয়াই তবে প্রাচীন ও আধুনিক সঞ্চিত অপরাধ ক্ষয়ের ব্যাবস্থা অবলম্বন করিতে

গায়স্ব নিত্যশঃ॥' পাদ্মে (উ০ ৯৬।২৬) রামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে—'বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ববেদাধিকং মতম্' ইতি।

* (৯) অথ 'অশ্রদ্দধানে' ইত্যাদিনোপদেষ্টুরপরাধং দর্শয়িত্বোপদেশ্যস্যাহ,

v (১০) শ্রুত্বেতি; যতোঽহংমমাদিপরমোহহন্তা মমতাদ্যেকতাৎপর্য্যত্বেন তস্মিন্ননাদরবানিত্যর্থঃ। (পাদ্ম০ স্বর্গ ৪৮।৫৫)—'নামৈকং যস্য বাচি স্মরণ-

হইবে, শুধু ক্ষয়ের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই চলিবে না। সেচের দ্বারা পুকুর জলশূন্য করিতে হইলে প্রথমে পুকুরটিতে নূতন জল আগমনের পথ বন্ধ করিয়া তবেই পাম্পিং মেশিন লাগাইতে হয়। অপর কথা পরমস্বতন্ত্র শ্রীনাম সাক্ষাৎভগবান্ হইতে অভিন্ন, পাম্পিং মেশিনের মত জড় বস্তুও কিছু নন যে কল টিপিলেই কাজ দিবে। অপরাধ চলিতে থাকিলে শ্রীনামপ্রভুর অপ্রসন্নতায় একেবারে কিছুই কাজ না হইতে পারে। সেইহেতু ভজনজগতে আমাদের সর্বপ্রথম কাজই হইবে এই নামাপরাধ বন্ধ করা। অনুকুল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকুল বিষয় বর্জননীতি যে কোন কার্যসিদ্ধির জন্য অবশ্য গ্রহণীয়; শুধু একদিকের সঙ্কল্প দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয় না। নামাপরাধ বর্জন করিয়াই নাম করিবার বিধি সর্বশাস্ত্র সম্মত এবং এই বিধি অবলম্বনে নামের প্রসন্নতা সম্পাদন হইয়া থাকে। তখন এই সুপ্রসন্ন নামের করুণায় অপ-রাধ ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া থাকে। যতটা যতটা অপরাধ ক্ষয় হইয়া থাকে ততটা ততটাই শ্রীনামের প্রসাদও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপরাধের সম্পূর্ণক্ষয়ে পূর্ণ প্রসাদ লাভ হয়।* তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুন্নি-বৃত্তি যেমন প্রতি গ্রাসে গ্রাসেই হয়—অল্প আহারে অল্প তুষ্টি

পথগতম্' ইত্যাদৌ দেহদ্রবিণাদিনিমিত্তক পাষণ্ড শব্দেন চ দশাপরাধা লক্ষ্যন্তে,—পাষণ্ডময়ত্বাত্তেষাম্।

* তেষামেবাপরাধক্ষয় তারতম্যেন তেষু তস্য প্রসাদতারতম্যঞ্চ। সর্বাপরাধক্ষয়ে প্রসাদ এব। - (ভাঃ ৬।২।৯-১০ শ্রীবিশ্বনাথ টীকা।)

এবং তৎফলে অল্প পুষ্টি এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে তেমনিই অল্প নামকীর্তনে অল্প অপরাধক্ষয় ও তৎফলে অল্প বিষয়বিরক্তি এবং নামের আস্বাদন লাভ হয়। বহুভজনে সম্পুর্ণ অপরাধ-ক্ষয়ে সম্পূর্ণ বিষয়বিরক্তি ও নামের পূর্ণ আস্বাদন অর্থাৎ মাধুর্য অনুভব হইয়া থাকে।* ভজন করিতে করিতে যদি মনে হয় অগ্রগতি কিছু হইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে কোনও রন্ধ্রে অপরাধের প্রবেশ হইতেছে। কাজেই অন্য কোনদিকে অনুসন্ধান না করিয়া এই রন্ধ্রটি বন্ধ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

এখন কথা হইতেছে—ইচ্ছা থাকিলেও উপরোক্ত দশটি অপরাধ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখা দুর্বল জীবের পক্ষে সম্ভব কি না। বর্তমানে কাল কলির দুর্দণ্ড প্রতাপ চলিতেছে। ভক্তি-পথে নির্বিঘ্নে চলা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। 'কালকলি-বলিন**শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধ" শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪৯। সাধারণ ব্যবহারিক জগতে কলি তো প্রায় সবাইকে কবলিত করিয়া জীর্ণ করিয়াছেই—হিংসা-দ্বেষ- কলহের বিষবাষ্পে সমাজ-দেহ কলুষিত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে। দু'চার জন মুষ্টিমেয়

---

* ভক্তি পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥
—(ভা° ১১।২।৪২)

লোক যাঁহারা মহাভাগ্যবলে কলির যুগধর্ম শ্রীনামপ্রভুর শরণে আসিয়া প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের ভিতরেও কলি আর কোন সুযোগ না পাইয়া নামাপরাধরূপে প্রবেশ করিয়া ভজনপথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছে। কলি তাহার এই শেষ অস্ত্র-প্রয়োগে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, কারণ নিরপরাধে নাম করিতে দিলেই শ্রীভগবান্ তাহাকে আশ্রয় দিবেন আর তাঁহাকে অধীনে রাখা যাইবে না। কলি কোন্ ছিদ্রে যে অপরাধ ঢুকাইতেছে তাহা সাধকের নিজেরও বুঝিবার প্রায় সাধ্য থাকে না—ইহা যেন উত্তাল তরঙ্গসমাকুল নদী সাঁতরাইয়া পার হওয়ার মত, কোন বলবান ব্যক্তি অতি ক্লেশে হয়ত পার হইলেও হইতে পারেন তবে হাঙ্গর-কুমীরের পেটে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী—দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে পার হওয়া তো কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

এরূপ অবস্থায় বুদ্ধিমানজন যেরূপ একটি সুপটু নৌকাকে আশ্রয় করিয়া অনায়াসে নদী পার হইয়া যায় সেইরূপ চতুর সাধক অপরাধসমুদ্র পার হওয়ার জন্যে একটি নির্ভরশীল আশ্রয় খুঁজিয়া লন। এই নির্ভরশীল আশ্রয়টি হইল শ্রীনাম নিজেই। আশ্রিতকে রক্ষা করা তাহার একটি প্রতিজ্ঞা—'ন মে ভক্তঃ প্রনশ্যতি।' গীতা।

শ্রীনামপ্রভু আশ্রিতকে সমস্ত অপরাধ হইতে রক্ষা করিয়া পরমকরুণায় হাত ধরিয়া লইয়া চলেন। এখন কথা হইতেছে এই আশ্রয় কাহাকে বলে?

'নামাশ্রয়' শব্দের অর্থ ঃ "এই যুগে সর্বভজনের কারণ-রূপে নামেরই একমুখ্যতা থাকায় (নাম বিনে কলিকালে ধর্ম নাহি আর'—চৈ০ চ০ ১।৩।৯৯) অপর সমস্ত ভজনাঙ্গের অঙ্গী বা কারণ রূপে গ্রহণপূর্বক, সেই নামেরই কার্যরূপে সমস্ত সাধ-নাঙ্গের বিকাশ হইতেছে ও হইবে এই বোধে, নামকেই প্রেমো-দয়ের পরম উপায় জানিয়া অত্যাদর-বুদ্ধিতে যে নামগ্রহণ, তাহা-কেই 'নামাশ্রয়' বলা হয়। যুগপৎ একাধিক সমবিষয়ে আনু-গত্যকে আশ্রয় বলা যায় না। সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরমমুখ্যবোধে একান্তী হইয়া একেরই আনুগত্যের নাম 'আশ্রয়'। *

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাঁহার নামাষ্টকে বলিলেন—'পরি-তস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি' অর্থাৎ হে হারিনাম! আমি তোমাকে সর্বতোভাবে একান্তভাবে আশ্রয় করিতেছি। এখানে বীপ্সায় অর্থাৎ অত্যাদরে 'সর্বতোভাবে' ও একান্তভাবে' এই একই অর্থ-সূচক দুইটি বাক্যের একসঙ্গে প্রয়োগ হইয়াছে।

শ্রীরূপপাদ তাঁহার উপদেশামৃতে জীবকল্যাণের জন্য ভজনরহস্য এই ভাবে ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন—

স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা
পিত্তোপতপ্ত-রসনস্য নরোচিকানু
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূল-হন্ত্রী ॥

---

* শ্রীশ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী-কৃত শ্রী ভক্তিরহস্য-কণিকা ৪২৫ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ পিত্তরোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে মিছরিখণ্ড যেমন তিক্ত বোধ হয় এবং রুচিকর হয় না তেমনি পাপ-অপরাধাদি দ্বারা মলিন চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি স্বভাবতঃ মধুর হইতেও অতীব মধুর হইলেও রুচিকর হয় না—তবে পিত্তরোগী যেমন তিক্তবোধে মিছরিখণ্ড ফেলিয়া না দিয়া অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরমর্শ মত উহা চুষিয়া রোগমুক্ত হইয়া ক্রমশঃ মিছরির আস্বাদন লাভ করে তেমনি পাপ অপরাধাদির দ্বারা মলিনচিত্ত ব্যক্তিও সাধুগুরুশাস্ত্রের নির্দেশ মত **আদরের সহিত নিরন্তর** এই নামের সেবা করিতে থাকিলে ক্রমশঃ অপরাধ যতটা যতটা মার্জিত হইবে ততটা ততটা নামের আস্বাদন করিতে পারিবে।

এই 'আদর' কথাটিই সমস্ত ভজন জগতের খেই বলিয়া শ্রীরূপপাদের মত মিতভাষী লোকও 'স্থূনানিখনন' ন্যায়ে বার বার এই কথাটি বলিয়াছেন। গুটি সূতায় জট্ পাকাইয়া গেলে যেমন এলোমেলো টানাটানি করিলে তাহা না খুলিয়া জট্ আরও বেশী করিয়া পাকায় তেমনি ভজন জগতের এই খেইটি না ধরিতে পারিলে ভজনে অগ্রগতি না হইয়া আরও অপরাধাদি ও তৎফলে বিষয়াদির আগমনে অধোগতি হইয়া থাকে। হিন্দুধর্মাশ্রিত কর্মী-জ্ঞানী ইত্যাদি বহু প্রকার সাধকের মধ্যে কে'ই বা নামের অনুশীলন না করেন? যে-কোন ক্রিয়া-কলাপে পুরোহিত গৃহে আসিয়া প্রথমেই আচমন করিবে 'ওঁ বিষ্ণু' বলিয়া। এখানে তিনি শ্রীভগবানের নামই উচ্চারণ

করিয়া যে শুভকর্ম আরম্ভ করিলেন তাহার ফলরূপে প্রাপ্ত হই-তেছেন অতি তুচ্ছ নশ্বর স্বর্গ। ["তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।" গীতা ৯।২১]

যে নাম উচ্চারণে ভগবৎ প্রেমলাভ করিয়া নিত্য-শাশ্বত-আনন্দ-ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয়,সেই নাম উচ্চারণ করিয়া এই কর্মিগণের এত অল্পলাভ হইল কেন, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। বিচার করিলে দেখা যাইবে—কর্মমার্গে নামে শ্রেষ্ঠত্ব বুদ্ধি নাই—সেখানে যজ্ঞ বা অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপাদিই মুখ্য। নাম গৃহীত হয় গৌণরূপে কর্মের সিদ্ধির জন্য, কারণ ভক্তির আশ্রয় ভিন্ন কোন কর্মের স্বতঃ ফলদানের সামর্থ্য নাই। কর্মী-দের নামেতে আদর বুদ্ধি নাই,—ইহাদের আদর কর্মে। নামের সহিত অন্য কোন শুভক্রিয়ার সমত্ব চিন্তন পূর্বোক্ত নামাপরাধের মধ্যে অষ্টম নামাপরাধ—কর্মীরা সমত্ব তো দূরের কথা শ্রীনামকে গৌণ অর্থাৎ ছোট রূপেই চিন্তা করিতেছেন কাজেই নামাপরাধের ফলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফলপ্রাপ্তি হ্রাস হইয়া ঐ স্বর্গ পর্যন্ত থাকিল। কর্মী-জ্ঞানীরা তো নামকে গৌণ করিবার ফলে ক্ষতি-পূরণ দিতেছেনই, শ্রীনামের পিতা ('সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ'—চৈ০ ভা০ আ০ ১।১) শ্রীগৌরহরির প্রবর্তিত সম্প্রদায়ে কালের প্রভাবে বহু ক্ষেত্রে আজকাল শ্রীনামের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও অত্যাদর বুদ্ধি হ্রাস পাইতে দেখা যাইতেছে। ইহা কাল কালিরই প্রভাব। কে কত বেশী নাম-সংখ্যা পূরণ করিলেন ইহাই বড় কথা নয়—

বড় কথা হইল কা'র চিত্তে কতটা নামেতে আদর-বুদ্ধি হইয়াছে। আদর-বুদ্ধির সহিত একটি নামেও অগ্রগতি হইবে আর নামকে সম বা ছোটবুদ্ধি হইতে জাত অপরাধের সহিত লক্ষ লক্ষ নামেও লক্ষ্যের দিকে একপাও অগ্রগতি হইবে না। জীবনভোর নাম করা হইল, অথচ যে বিষয় সেই বিষয়ই আছে, কোন উন্নতি হয় নাই। উপরন্তু হয়ত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি কিছু জঞ্জাল জুটিয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে ঐ অষ্টম অপরাধটি হইতে যদি আমরা সাবধান হইতে পারি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিতে অত্যাদরে একমুখ্যতায় শ্রীনামপ্রভুকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইতে পারি তবে শ্রীনামপ্রভুই বাকী নয়টি অপরাধ হইতে তাঁহার আশ্রিতকে রক্ষা করিয়া লইয়া চলিবেন, আর নামাপরাধের ভয় থাকিবে না।

নূতন অপরাধের পথ বন্ধ করিয়া নামের শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ যে কোন প্রকার অনুশীলন করিলেই সঞ্চিত অপরাধরূপ চিত্তমল ক্ষয় হইতে থাকিবে। তবে বিভিন্ন প্রকার অনুশীলনের মধ্যে শ্রীনামের সঙ্কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ; আবার শ্রীভগবানের বহু রূপের মধ্যে যেমন স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কৃপাশক্তি, তেজ ইত্যাদি গুণের সর্বাধিক প্রকাশাতিশয্য আছে তেমনি তাঁহার 'কৃষ্ণ' নামটিও রাম নৃসিংহ ইত্যাদি নাম হইতে অধিক শক্তি-সম্পন্ন। সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে বার বার* শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তনের জয়ধ্বনি করিয়াছেন।

---

* 'চেতোদর্পণ-মার্জনং' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সর্বাত্মস্নপনং' পর্যন্ত

শ্রীপদ্মপুরাণের 'নামৈক যস্য বাচি' শ্লোকের প্রথম চরণে বলা হইল—নামের আভাসই সূতার বন্ধনের মত খুব অল্প অপরাধ ক্ষেত্রে অপরাধ ও তৎসঙ্গে সমস্ত পাপমুক্তি অনায়াসলব্ধ হয়। এইকথা বলিবার পর দ্বিতীয় চরণে লৌহ-শৃঙ্খলের বন্ধনের মত কঠিন অপরাধের কথা বলা হইতেছে নিম্ন বাক্যে,—

তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিন-জনতালোভ-পাষণ্ড মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥

—প০ প০ স্বর্গ ৪৮ অ০

অর্থাৎ কিন্তু সেই নাম যদি দেহ, ধন, জন, বল ইত্যাদির প্রতি লোভ অর্থাৎ অস্বাভাবিক ভোগাভিনিবেশ জনিত পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিতে নিক্ষিপ্ত হয় তবে শীঘ্র ফলজনক হয় না।*

এরূপ অতি শোচ্য ক্ষেত্রেও নাম কখনই ফলজনক হন না, এরূপ কথা বলা হইল না, শুধু বলা হইল শীঘ্র ফলজনক হন না। ইহারই পরবর্তী শ্লোকে এরূপ ক্ষেত্রেও শ্রীনাম কখন ফলজনক হন তাহাই বলা হইতেছে।

প্রত্যেকটি পদের সঙ্গে 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং' পদের অন্বয় আছে, কাজেই 'বার বার' বলা হইল।

* 'দেহাদি লোভার্থং যে পাষণ্ডা গুর্ব্বাজ্ঞাদি দশাপরাধযুক্তাস্তন্মধ্য ইত্যর্থ:—শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৫২। নামবলে পাপ বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে অপরাধ সঞ্চিত হইতে থাকে আবার অপরাধ বাড়িলেই বিষয়ভোগের অভিনিবেশ বাড়িতে থাকে। এইভাবে এই দুইটি পরস্পরে যেন প্রতিযোগিতায় বাড়িতে থাকে। ঘনীভূত অপরাধে চিত্ত পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়।

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্ ।
অবিশ্রান্তি প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরানি চ ॥
—প০ প০ স্বর্গ ৪৮০ অ০

অর্থাৎ নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদের নামই পাপ-অপরাধাদি সমস্ত দূর করিয়া থাকে; নামের অবিশ্রান্ত অনুশীলন তাহাদের পক্ষে ফলকারক হয় ।

অপরাধ বাড়িতে বাড়িতে যখন বজ্রলেপের মত কঠিন হয়, তখন অবিশ্রান্ত নামের অনুশীলনেরই প্রয়োজন, দর্পণে ধূলি কঙ্করাদির আবরণ একবার দুবার বস্ত্রখণ্ডদ্বারা ঘর্ষণেই পরিষ্কার হইয়া যায় কিন্তু সেই দর্পণ যদি একখানি প্রস্তরের দ্বারা আবরিত থাকে তবে সেই প্রস্তর ক্ষয় করিতে প্রচুর সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় । সময় ও পরিশ্রম প্রচুর প্রয়োজন হইলেও অপরাধ ক্ষয় করিতে হইলে এই নাম ব্যতীত অন্য গতিও আর কিছু নাই । মূল শ্লোকে নামের পর 'এব' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝানো হইল ।

সর্বসার কথা হইল—আমাদের মত অপরাধী জীবের অন্য কোন গতি নাই, একমাত্র গতি হইতেছে—সর্বশ্রেষ্ঠ-বুদ্ধিতে অত্যাদরে এক-মুখ্যতায় শ্রীনামকে হৃদয়ে বরণ করিয়া অবিশ্রান্ত নাম করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যতটা সম্ভব বেশী নামসঙ্কীর্তন করা । এইভাবে চলিলে রতির ভূমিকায় পৌঁছিলে নিরন্তর নামকীর্তনের সামর্থ্য হইবে এবং তখন সম্পূর্ণ নামাপরাধক্ষয়ে প্রেম

ও তৎফলে শ্রীভগবৎ-অনুভব লাভ করা যাইবে। চিত্তে যদি প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে বুদ্ধিযোগ পরমকরুণ শ্রীনামপ্রভুই দান করিয়া থাকেন। জয় শ্রীনামপ্রভুর জয়।

ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপনং

সাধকের ভজনের প্রত্যেক স্তরে এবং সিদ্ধিতে—সর্ব-অবস্থায় শ্রীনাম সঙ্কীর্তন চলিতে থাকে। সাধন অবস্থায় যে 'নাম' অপরাধ-ক্ষয় করিতেছে তাহাই সিদ্ধ অবস্থায় প্রেমিকের প্রেম-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠাইতেছে।* সর্ব অবস্থাতেই নামাশ্রয়ীর জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে শ্রীনাম বিরাজমান থাকেন।

পাপ-অপরাধাদিরূপ কঠিন আবরণে জীব এমন জড়প্রায় হইয়া যায় যে তখন দুঃখ আসিলেও সম্মুখের এই জড় দেওয়াল-টির মতই সেই দুঃখের কোন বোধশক্তি তাঁহার প্রায় থাকে না। এইরূপ জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে বলিয়াই সংসারী জীবের সুখের আশায় নিশ্চিন্ত আরামে সংসারে বাস করা সম্ভব হইতেছে। নতুবা নিরন্তর যে জ্বালায় সে জ্বলিতেছে তাহাতে নিশ্চিন্ত আরামে সংসার করা চলিত না। কিন্তু নামসঙ্কীর্তনের ফলে যখন চিত্তমল পরিষ্কার হইতে থাকে তখন ক্রমশঃ সংসার দুঃখের অনুভূতিও

---

* তস্মাৎ সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোরিতি অনুদিনমিদমাদরেণ শৃণ্বন্নিত্যাদিষু ভক্তেরনে কেষামঙ্গানাং শ্রদ্ধাবৃত্তিসম্ভৃত্যাদেরপি যদ্বিধানং তন্নিরপরাধানাং প্রেমবৃদ্ধ্যর্থম্; নামাপরাধবতাং তু নামাপরাধক্ষয়ার্থঞ্চ।

—ভা° ৬।৩।২৪ শ্রীবিশ্বনাথ টীকা

বাড়িতে থাকে। চিত্তমল ক্রমশঃ অপসারণে এই দুঃখের অনুভূতি বাড়িতে বাড়িতে রতির ভূমিকায় যখন সীমায় পৌঁছায় তখন সংসারের প্রকৃতরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। জড়ভাবে আচ্ছন্ন জীবের যে-সংসার সুখের আগার বলিয়া মনে হয়, তাহ ই শুদ্ধচিত্ত জীবের নিকট মহাদাবানল সদৃশ মনে হইতে থাকে। বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ হইতে সঞ্জাত অগ্নিকণা হইতে প্রজ্জ্বলিত বৃহৎ অগ্নিতে বনভূমি যখন দগ্ধ হইতে থাকে, তখন বনের পশুপাখী নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া থাকে না তখন কপোতী কপোত-মুখচুম্বন ভুলিয়া, হরিণ হরিণীর প্রতি তাহার দীঘল কালো নয়নের চাহনি ভুলিয়া—সকলেই প্রাণভয়ে ত্রস্তব্যস্ত হইয়া পলায়নের জন্য যত্নপরায়ণ হয়। পাপ-অপরাধাদির অপগমে চিত্ত যেই শুদ্ধ হয়, অমনি সংসারের ভীষণ তাপ অনুভূতিতে জীব আকুল হইয়া পড়ে এবং সেই তাপশান্তির জন্য আরও আর্তির সহিত নামসঙ্কীর্তন করিতে থাকে, আর অমনি সেই সংসার-দাবানলও শ্রীনামরূপ অমৃত বর্ষণে নির্বাপিত হইয়া যায়।

দাবানল যেরূপ বনের নিজেরই বক্ষে বর্ধিত বৃক্ষের পরস্পর সংঘর্ষ হইতে উত্থিত হয়—ইহা বহিরাগত কিছু নয়, তেমনি জীবের সংসার-তাপও তাহার নিজের বক্ষেই বর্ধিত নানাপ্রকার কামনা বাসনার সংঘর্ষ হইতেই উত্থিত হয়, ইহা বহিরাগত কিছু নয়। এইজন্য এই তাপকে দাবানলের সহিত উপমিত করা হইয়াছে।

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ।
স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ।

—অধ্যাত্মরামায়ণ অযো° কা° ৬ সর্গ-৬

তাৎপর্যার্থ—সুখ ও দুঃখের কেহ দাতা নয়—পরে দেয়, এরূপ যে মনে করে সেই কুবুদ্ধিগ্রস্ত। তাহা হইলে এই সুখ-দুঃখ কোথা হইতে আসে? ইহা কি আমার পুরুষাকারের দ্বারা অর্জিত, না এরূপ বলিতে পারো না, ইহাও বৃথাভিমান। পরেও দেয় না, পুরুষাকারের দ্বারাও অর্জিত নয়; তবে আসে কোথা হইতে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'পূর্বজন্মের কর্মফল যাহা বিধাতাপুরুষ কর্তৃক দত্ত হয় এই জীবনে ভোগের জন্য তাহাই যথাকালে সুখ-দুঃখরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। দুঃখ যেরূপ বিনা অনুসন্ধানে আসিয়া যায় সুখও যথাকালে তেমনি বিনা অনুসন্ধানেই আসে। ইহার জন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন পড়ে না।

শ্রীশিক্ষাষ্টক—দ্বিতীয় শ্লোক

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-

স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি

দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অর্থাৎ—হে কৃষ্ণ! স্বয়ং কর্তৃস্বরূপে আপনি বহুপ্রকার (কৃষ্ণ গোবিন্দ ইত্যাদি) নিজ নামসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাতে নিজের সর্বশক্তি নিত্যসিদ্ধভাবে স্থাপন করিয়াছেন। আরও সেই নামের শ্রবণ-কীর্তনস্মরণাদির জন্য দেবপূজাদির ন্যায় কোন বিশেষ কালও নির্দিষ্ট করেন নাই, (যে-কোনও সময় নাম করা যায়)। আপনার এতই করুণা কিন্তু আমার এমনই দুর্দৈব যে সেই নামে আমার অনুরাগ হইল না।

অনেক নামের প্রচার

অনেক লোকের বাঞ্ছা—অনেক প্রকার।

কৃপাতে করিল **অনেক নামের** প্রচার॥

—চৈ০ চ০ অ০ ২০।১৭

শ্রীভগবানের নাম দুই জাতীয় আছে, এক আজানিক, আর আধুনিক।* উপরোক্ত শ্লোকে এই আজানিক নামের কথাই বলা হইয়াছে।

---

* কোনও ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা প্রণীত আধুনিক

আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল আজানিক নাম। আজানিক শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হইল যাহার উৎপত্তি নাই, যাহা নিত্যসিদ্ধ। শ্রীভগবানের নিঃশ্বাসরূপে উদ্ভূত বেদাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ নিজেই এই সব নাম প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। একই সচ্চিদানন্দরসাদিরূপ তত্ত্ব দুইভাবে আবির্ভূত হন, যথা—এক 'স্বরূপে', অপর 'নামরূপে'। এই দুই আবির্ভাবের মধ্যে কোন ভেদ নাই।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

—ইতি পাদ্মে

অর্থাৎ নাম ও নামীর অভিন্নতা বশতঃ চৈতন্য-রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নামও চিন্তামণিস্বরূপ এবং পূর্ণ (Infinity) শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত।

অবতারী স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন অসংখ্য 'স্বরূপ'-অবতার'* ব্যক্ত হয় তেমনি তাহা হইতেই অসংখ্য 'নাম-রূপ-অবতার'ও (পরমাক্ষরাকৃতিও) ব্যক্ত হয়। এই নিত্যসিদ্ধ

নাম যথা—'গড' (God) ইত্যাদি শ্রীভগবানের সঙ্গে অভেদ নয়। কাজেই শ্রীভগবানের স্মরণ-নিরপেক্ষভাবে এই সব নামের অনুশীলনে কাজ হয় না। তবে এইসব নাম উচ্চারণের সময় শ্রীভগবৎস্মরণ হইলে কার্যকরী হয়। যা হোক এই আধুনিক নাম আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

* স্বরূপ অবতার—মানুষ বা অন্য জীবের আকৃতি বিশিষ্ট অবতার

'নামরূপ-অবতার'* সমূহ, শ্রীকৃষ্ণের 'স্বরূপ-অবতার'রাম নৃসিংহাদির এবং শ্রীকৃষ্ণের 'নিজ স্বরূপের[v]' রূপ-গুণ-লীলাদিভেদে' বিবিধ প্রকার আছে।

যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥

—ভা০ ৩।৯।১৫

অর্থাৎ যাঁহার **অবতার-গুণ-কর্ম সূচক নাম** মৃত্যুকালে অবশে গ্রহণ করিয়াও অনেক জন্মের পাপরাশি হইতে সহসা মুক্ত হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি সেই অজ শ্রীভগবানের শরণাগত হইলাম।

অবতার সূচক নাম—কৃষ্ণ, রাম নৃসিংহ ইত্যাদি
গুণসূচক নাম—দয়ালু, দীনবন্ধু, করুণানিধি ইত্যাদি
কর্মসূচক নাম—গোবিন্দ, গিরিধারী, মধুসূদন কালিয়-দমন ইত্যাদি।★

---

* নামরূপ অবতার যথা—'কৃষ্ণ' এই অক্ষরাকৃতি অবতার।

v শ্রীকৃষ্ণের নিজ স্বরূপ—ব্রজের যশোদা তনয়।

★ অত্রাবতার-বিড়ম্বনানি নৃসিংহ ইত্যাদিনী, গুণবিড়ম্বনানি ভক্ত-বাৎসল্যাদীনি, কর্মবিড়ম্বনানি গোবর্দ্ধন ধরেত্যাদীনি চ।

—ক্রমসন্দর্ভঃ ভাঃ ৩।৯।১৫

আবার এই স্বরূপ-অবতার রাম নৃসিংহাদিতে যেমন যেমন শক্তির প্রকাশ তাঁহাদের নামেও তত্তুল্য শক্তির প্রকাশই হইয়া থাকে*; সেইজন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে যে সহস্র বিষ্ণুনামে যে ফল এক রাম নামে সেই ফল হয়।v

কৃষ্ণনামের বিশেষ

পূর্বে দেখানো হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর হইলেন পরতত্ত্বসীমা ও অবতারী, যাঁহা হইতে অসংখ্য অবতারের প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য-কৃপা-মাধুর্যাদি গুণেরও সীমা-প্রাপ্ত প্রকাশাতিশয্যও হইয়া থাকে শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীগৌরহরিতেই। সমস্ত অবতারাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরের এই বৈশিষ্ট্য সর্বক্ষণই মনে রাখিতে হইবে, নতুবা অপরাধের কারণ হইবে, সেইজন্য সূত গোঁসাই শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যান্য অবতারের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গণনা করিলেও পরে আবার শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ করিয়া লইয়া আসিয়া তাঁহার স্বয়ংভগবত্তা অর্থাৎ অবতারিত্ব স্থাপন করিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের 'এতে চাংশকলাঃ' শ্লোকে।

---

* অবতারাদি সদৃশানি তত্তুল্য শক্তীনীতার্থঃ।

v রাম রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রাম নাম বরাননে॥
সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলং
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈক তৎপ্রযচ্ছতি॥
—হ° ভ° বি° ১১।৪৮৮

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥
তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয় ।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥

—চৈ০ চ০ আ০ ২।৬৮-৬৯

অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব অবতংস ॥

—চৈ০ চ০ আ ২।৬৮।৭০

নাম ও নামী অভেদ এবং নামীর সমস্ত শক্তি নামেতে আছে বলিয়া উপরোক্ত বিচার নামের বেলায়ও রাখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীগৌরনামের ঐশ্বর্য-কৃপা-মাধুর্যাদিগুণের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সর্বশাস্ত্র ও মহৎ-অনুভবসিদ্ধ। আবার, শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজে পূর্ণ-তম এবং পুরীদ্বয়ে ও পরব্যোমে পূর্ণতর ও পূর্ণ* তেমনই শ্রীকৃষ্ণের নামের বিষয়েও জানিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে জন্ম-কর্ম-লীলা-সূচক নাম হইল সর্বৈশ্বর্য মাধুর্য প্রকাশের দ্বারা পূর্ণতম। এইজন্য শ্রীভগবান্ ভক্তিরসিক-শিরোমণি শ্রীনারদঋষিকে বর চাহিতে বলিলে তিনি এই বর চাহিলেন —

---

* ব্রজে কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য প্রকাশে পূর্ণতম ।
পুরিদ্বয়ে পরব্যোমে 'পূর্ণতর' 'পূর্ণ' ॥

— চৈ০ চ০ মধ্য ২০।৩৯৬

পায়ং পায়ং ব্রজজনগণ-প্রেমবাপীমরাল
শ্রীমন্নামামৃতমবিরতং গোকুলাব্ধ্যুত্থিতং তে।
তত্তদ্বেশাচরিতনিকরোজ্জৃম্ভিতং মিষ্টমিষ্টং
সর্বাল্লোঁকান্ জগতি রময়ন্ মত্তচেষ্টো ভ্রমাণি ॥

—বৃ° ভা° ১।৭।১৪৩

অর্থাৎ—হে ব্রজজনগণের প্রেমসরোবরে ক্রীড়াশীল রাজ-হংস! আমি যেন গোকুলরূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে উত্থিত সেই সেই গোপবেশ ও লীলাদির দ্বারা বিকশিত মধুর হইতেও সুমধুর আপনার সর্বশোভাযুক্ত নামামৃত অবরিত পান করিতে করিতে উন্মত্তের মত দেহ-দৈহিক সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইয়া জগতের সর্বলোককে আনন্দিত করত সর্বত্র বিচরণ করিতে পারি।

বিবৃতি ঃ সেই নামামৃত কিরূপ তাহা শ্রীসনাতন গোস্বামি-পাদ উপরোক্ত শ্লোকের টীকায় এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—মধুর শ্রীবিষ্ণু, শ্রীনারায়ণ, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীমথুরানাথ, শ্রীযাদবেন্দ্র ইত্যাদি নাম হইতেও অতীব মধুর সেই নাম। আচ্ছা, *এই সকল নাম হইতে গোকুলাব্ধি-সমুত্থিত নামাবলী* সুমধুর কেন? গোকুলে সেই সেই পরমানির্বচনীয় বেশভূষা ও লীলাদির দ্বারা বিস্তারিত নামাবলী স্বভাবতই অতীব মধুর।

তাহার মধ্যে বেশের দ্বারা প্রকাশিত নামাবলী—(১) শিখিপিঞ্ছমৌলি, (২) গুঞ্জাবতংস,(৩) কদম্বভূষণ ইত্যাদি। লীলার

দ্বারা প্রকাশিত নামাবলী—(১) পূতনাপ্রাণনাশন, (২)শকটভঞ্জন, (৩) কালিয়দমন ইত্যাদি। ব্রজজনের সঙ্গে সম্বন্ধসূচক নামাবলী —(১) শ্রীনন্দনন্দন, (২) শ্রীযশোদাবৎসল, (৩) শ্রীগোপিকা-মনোহর, (৪) ব্রজজনানন্দ ইত্যাদি।

স্বসুখ-বাসনাহীন প্রেম এক ব্রজ বিনা অন্য কোথাও নাই। নিত্যসিদ্ধ ব্রজজন ও তাঁহাদের অনুগত জনের নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করিবার বলবতী আকাঙ্ক্ষা আছে এবং ইহার কার্যরূপে তাঁহাদের ভিতরে প্রকাশ পায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য আস্বাদনে তন্ময়তা। এই ব্রজপ্রেম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরহরি বিনা অন্য কেহ জীবকে দান করিতে পারেন না। ব্রজপ্রেমদানে যেমন ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরহরির অধিকার তেমনি গোকুলাব্ধি-উত্থিত শ্রীকৃষ্ণের নামাবলীর ও শ্রীগৌরহরির নামাবলীরই এই বিশেষ অধিকার আছে। শ্রীরাম-নৃসিংহ-মথুরানাথ-যাদবেন্দ্র নামকীর্তনে প্রেমলাভ হইলেও ব্রজপ্রেম লাভ হইবে না। তবে এখানে একটি বিশেষ কথা হইল এই যে নামী ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণতেই যেমন সমস্ত অব-তারাবলী অবস্থান করে তেমনি ব্রজ হইতে উত্থিত শ্রীকৃষ্ণের নামের ভিতরে সমস্ত অবতারাবলীর নামের পর্যবসান। এইজন্য ভগবানের যে কোন নাম-কীর্তনে ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে, যদি চিত্ত ব্রজের ভাবে ভাবিত থাকে অর্থাৎ ব্রজবিহারী যদি সেই সেই নামে লক্ষিত হন। শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার অনুগত জনের

দ্বারা হরি-কৃষ্ণ ইত্যাদি নামের অর্থ প্রকাশেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। শ্রীগৌরহরি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানেন নাই।

প্রভু কহে—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন—এই মাত্র জানি॥

—চৈ০ চ০ অ ৭৮১

'কৃষ্ণ' শব্দ শ্রবণমাত্র শ্রীগৌরহরির চিত্ত অধিকার করিয়া বসে ব্রজবিহারী শ্রীযশোদানন্দন। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে মনে করিবার অবসর কোথায়?

শ্রীলক্ষ্মীধরের নাম-কৌমুদীতে উপরোক্ত অর্থ ই প্রকাশিত আছে—

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রুচিরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণনামের প্রসিদ্ধ অর্থ 'শ্যামসুন্দর শ্রীযশোদা-তনয়' বলিয়া সমস্ত শাস্ত্রেই নির্ণীত আছে।

মহামন্ত্রের অর্থপ্রকাশঃ

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘনানন্দবিগ্রহম্।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা॥

আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥
বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্বং মূর্ত্তিলীলাধিদৈবতম্।
রাধিকাং রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ **হরেঃ** (ক) চিদ্‌ঘনানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্‌কে জানাইয়া জীবের অবিদ্যা ও তৎকার্য পাপাদি হরণ করেন বলিয়া হরি,—হরি শব্দের সম্বোধনে হরে। অথবা, (খ) আনন্দস্বরূপিণী দেবী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন বলিয়া হরা শব্দ বাচ্য, এই হরা শব্দের সম্বোধনে হরে—কাজেই হরে শব্দে শ্রীরাধাই উদ্দিষ্ট হইতেছেন।

[অথবা, (গ) ভক্তচিত্তের ভাবানুসারে 'হরে'শব্দে শ্রীরাধার চিতচোরা হরি, শ্রীগোবিন্দও উদ্দিষ্ট হইতে পারেন।]

কৃষ্ণঃ পুঞ্জীভূত আনন্দস্বরূপ, শ্যামলবর্ণ, কমলনয়ন, গোকুলবাসীর আনন্দনিকেতন, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

রামঃ ব্রজে গোপীজনের সঙ্গে সুখক্রীড়ার মূর্তিমান্ অধিদেবতা, কলাবিলাসে অদ্বিতীয়া শ্রীরাধাতে রমণশীল ব্রজ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণই রাম নামে অভিহিত হন।

কৃষ্ণ নামের অর্থ মথুরানাথ ও যাদবেন্দ্র, হরি নামের অর্থ ভক্তজনদুঃখহর্তা শ্রীভগবান্, রাম নামের অর্থ সীতাপতি রাম সাধারণভাবে করা যাইতে পারিলেও ব্রজপ্রেমের অভিলাষী ভক্তের নিকট এই সব নামের যে বিশেষ অর্থের স্ফুরণ হয় তাহা উপরে আলোচনা করা হইল।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের ১৩ শ্লোকের আনন্দিটীকা-অনুসারে মহামন্ত্রের অর্থ প্রকাশ : শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের মিলিত তনুই শ্রীগৌরহরি; তাই তিনি কখনও কৃষ্ণভাবে 'রাধে রাধে' ইত্যাদি কীর্তন করিতেছেন, আবার কখনও বা রাধিকাভাবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কীর্তন করিতেছেন।

আরও মহামন্ত্র-প্রচারেও এই ক্রমই দেখা যায় : শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কৃষ্ণভাবে প্রাণপ্রেয়সীকে সম্বোধন করিতেছেন—'হরে !' অমনি আদরে গলিয়া গিয়া নিজেই আবার রাধাভাবে তাঁহার প্রাণধনের নাম ধরিয়া সম্বোধনে উত্তর দিতেছেন—'কৃষ্ণ' ! এই-রূপে কীর্তন হইতেছে 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ'। যখন আবার রাধা-ভাবে প্রাণপ্রিয়তমকে পরমাদরে বার বার সম্বোধন করিতেছেন—'কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !' অমনি কৃষ্ণভাবে পরমাদরে বার বার সম্বোধনে উত্তর হইতেছে—'হরে ! হরে !' এইরূপে অতি নিগূঢ়ভাবে মধুর প্রেমবিলাসচাতুরী চলিতে থাকে। কৃষ্ণের মনোহরণ করিয়া রাধা হইলেন 'হরা'। মহামন্ত্রের পরের চরণেরও এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

আবার, ব্রজের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রসের মধ্যে যে ভক্ত যে রসের সাধক তাঁহার নিকট সেই রসের উদ্দীপক নামই প্রিয় হইয়া থাকে। যেমন সখ্যরসের ভক্তের নিকট 'বলানুজ', শ্রীদামসখা' নামই অধিক প্রিয়, এবং মধুররসের ভক্তের নিকট

'শ্রীরাধানাথ', 'শ্রীরাধারমণ', 'শ্রীরাধাবক্ষোমণি' নামই অধিক প্রিয় হইয়া থাকে।

যাঁহার যে নাম প্রিয় তাঁহার সেই নামে সত্বর কার্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।* শ্রীগোস্বামিগণের কাঁহারও কোন বিশেষ নামে আবেশ আছে বলিয়া বুঝা যায়।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের প্রিয় নাম ঃ

শ্রীকৃষ্ণ ! গোপাল ! হরে ! মুকুন্দ ! গোবিন্দ !
হে নন্দকিশোর ! কৃষ্ণ !
হা শ্রীযশোদাতনয় ! প্রসীদ, শ্রীবল্লবীজীবন ! রাধিকেশ !

শ্রীরূপগোস্বামিপাদের প্রিয় নাম ঃ

গোকুলানন্দ ! গোবিন্দ ! গোষ্ঠেন্দ্রকুলচন্দ্রমা !
প্রাণেশ ! সুন্দরোত্তংস ! নাগরাণাং শিখামণে !
বৃন্দাবনবিধো ! গোষ্ঠযুবরাজ ! মনোহর !
ইত্যাদ্যা ব্রজদেবীনাং প্রেয়সি প্রণয়োক্তয়ঃ ॥

উপরোক্ত আলোচনাকে দৃঢ় করিবার জন্য এই সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের অভিমত নীচে দেওয়া যাইতেছে। শ্রীগোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বলিয়াছেন—

---

* সর্ব্বেষাং ভগবন্নাম্নাং সমানো মহিমাপি চেৎ।
তথাপি স্বপ্রিয়েণাশু স্বার্থসিদ্ধিঃ সুখং ভবেৎ ॥ বৃ° ভা° ২।৩।১৬০

অর্থাৎ সব ভগবৎ নামেরই সমান মহিমা হইলেও নিজ প্রিয় নামকীর্তনেই শীঘ্র স্বপ্রয়োজন সিদ্ধিতে প্রেমানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেষ্বপি ।
কৃষ্ণস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোঽপি কস্যচিৎ ॥
—হ° ভ° বি° ১১।২৫৭

অর্থাৎ সমস্ত নামের মাহাত্ম্য সমান হইলেও স্বয়ংরূপ অবতার যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অবতারের মধ্যে যেমন কাহারও কোন বিশেষ আছে তেমনি তাঁহাদের নামের মধ্যেও আছে ।

শ্রীসনাতনের টীকার অনুবাদ—সামান্যভাবে সমস্ত নামের মাহাত্ম্য একসঙ্গে লিখিয়া এখন তাঁহার বিশেষ লিখিতে যাইয়া নামমাহাত্ম্যের অভেদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণনামের কিঞ্চিৎ বিশেষ দৃষ্টান্তের দ্বারা স্থাপন করা যাইতেছে । শ্রীভগবানের অথবা অশেষ শোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্ত নামসমূহের মধ্যে কোনও নামের (কৃষ্ণ-নামের) কোনও মাহাত্ম্যবিশেষ আছে । চিন্তামণির মত সব ভগ-বৎনামেরই সমান মহিমা হওয়াই উচিত এইরূপ পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া দৃষ্টান্তদ্বারা অভেদের মধ্যেও কিঞ্চিৎ বিশেষ দেখাইতেছেন উপরোক্ত শ্লোকের 'কৃষ্ণস্যৈব' চরণে । যথা—শ্রীনৃসিংহ-রঘুনাথাদি মহাবতারগণ ভগবত্তা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ হইলেও 'শ্রীকৃষ্ণই কিন্তু স্বয়ং ভগবান্' শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইলেও যে সাক্ষাৎ ভগবান্ (অংশী),এই বিশেষটুকু দেখানো হইয়াছে । শ্রীধর-স্বামিপাদও এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন । শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা

হইয়াছে। পূর্বে বহুপ্রকার কামনার দ্বারা হতচিত্ত ব্যক্তিগণের তত্তৎ কামনা-সিদ্ধির জন্য তত্তৎ নামবিশেষের মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে, এখানে সর্বফলসিদ্ধির (পুরুষার্থশিরোমণি মধুর ব্রজপ্রেম পর্যন্ত) জন্য কোনও নামবিশেষের (কৃষ্ণনাম) মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে। এখানেই ভেদ লক্ষ্য করিতে হইবে।

গৌরনামের বিশেষ ঃ

করুণায় ও উদারতায় শ্রীগৌরহরির চিত্তচমৎকারী-বৈশিষ্ট্য সর্বশাস্ত্রসম্মত। এই বৈশিষ্ট্য তাঁহার নামেও আছে কিনা ইহাই এখন বিচার করা হইতেছে।

নাম ও নামীতে অভেদ বলিয়া এবং নামীর সমস্ত শক্তিই তাঁহার নামে অর্পিত হয় বলিয়া শ্রীগৌরহরির স্বরূপের এই করুণা ও উদারতাগুণের সর্বাতিশায়ী আতিশয্য তাঁহার নামেও অবশ্যই স্বীকার্য। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে বলিলেন—

অদ্যাপিহ দেখ—চৈতন্য-নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥

—চৈ০ চ০ আ০ ৮।২২

'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

—চৈ০ চ০ আ০ ৮।২৪

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥
—চৈ০ চ০ আ০ ৮।৩১

মৎকৃত 'শ্রীগৌরকরুণা-চন্দ্রিকা-কণা'তে উপরোক্ত পয়ারের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের সময় পর্যন্ত যখন গৌরপার্ষদগণ প্রকট ছিলেন,তখন গৌরনাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের উদয় হইত। প্রচুর অপরাধও সেই সময় গৌরনাম উচ্চারণে এক নিমেষে চলিয়া যাইত এবং প্রেমের উদয়ে ভক্তের অঙ্গে অশ্রু-ধারাদি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইত। অগ্নিপুঞ্জ নির্বাপিত হইলেও যেমন তাহার তাপ কিছুক্ষণ পর্যন্ত থাকিয়া যায় এবং যত সময় যাইতে থাকে তত তাপ হ্রাস পাইতে থাকে, ঠিক তেম-নই শ্রীগৌরহরি অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিলেও তাঁহার দ্বারা প্রজ্বলিত গম্ভীরার মহাপ্রেমাগ্নিপুঞ্জের তাপ বহুদিন পর্যন্ত শান্ত হয় নাই—তাঁহার পার্ষদগণ ঐ প্রেমাগ্নিপুঞ্জকে সঞ্জীবিত রাখিয়া-ছিলেন। পার্ষদগণের অপ্রকটে ধীরে ধীরে ঐ প্রেমাগ্নি কালের প্রভাবে হ্রাস পাইতেছে। হ্রাস পাইলেও এখনও সাধকভক্তেরও 'হা গৌর—হা গৌর' বলিতে বলিতে নীলাচল-গম্ভীরার প্রেম-বিহ্বল সোনারচাঁদ গোরারায়ের করুণ মুখখানি কখনও কোন ভাগ্যে মনে পড়িয়া যায়। বিরহবিধুরা রাইকিশোরীর ভাবে তিনি বিনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করিতেছেন—

'কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ।
কাঁহা করেঁা, কহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর হুঃখ ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥
—চৈ° চ° মধ্য ২।১৫-১৬

শ্রীগৌরহরির স্মরণে ঐ মহাবিরহ-দাবাগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সমূহের স্পর্শ সাধকচিত্ত অদ্যাপিও পাইয়া থাকে এবং সেই স্পর্শে সাধকের হৃদয় শীঘ্র প্রেমবিহ্বলতা লাভ করে। গৌরনামের এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যস্বীকার্য এবং অদ্যাবধি প্রযোজ্য। সাধকমাত্রেই ইহা অনুভবও করিয়া থাকেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর গাহিয়েন—

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলকশরীর ।
হরি, হরি, বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥

এই পয়ারে শ্রীগৌরনামের বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হইয়াছে। কীর্ত্তন আসরে প্রথমে শ্রীগৌরহরির নাম উচ্চারণেই শীঘ্র প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরনাম দ্রুত জীবের অনাদিসঞ্চিত কলুষকালিমা ধৌত করিয়া চিত্তটি শুদ্ধ করিয়া দিলে সেই শুদ্ধচিত্তে ভাবরূপ কুমুদের বিকাশে ভক্তের অঙ্গে ধূমায়িত সাত্ত্বিকের লক্ষণ পুলক-শিহরণ দেখা যায়। তখন সেই ভক্ত তাহার কলুষকালিমাহারী দয়াল দাতার (শ্রীগৌরহরির) স্মরণে অত্যাদরে (বীপ্সায়) বার বার 'হরি হরি' ধ্বনি করিয়া উঠে। এইরূপে প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে

ভাসিতে তাঁহার নয়নে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের লক্ষণ অশ্রুধারা নামিয়া আসে। আবার, এই প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে সে যখন সেই প্রেমরসসাগরে ডুবিয়া যায়, তখনও সে শ্রীরাধার চিতচোরা হরির স্মরণে ব্রজের কুঞ্জদ্বারে যাইয়া অত্যাদরে ঐ 'হরি হরি' ধ্বনিই করিতে থাকে।

গৌরপ্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা।

উপরোক্ত কারণেই আমাদের দেশে যে-কোন কীর্তনের আরম্ভে 'গৌরচন্দ্রিকা'গাহিবার প্রথা প্রচলিত আছে। সঙ্কীর্তনের পিতা হইলেন গৌর [সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ—চৈ° ভা° আ ১।১]; সর্বপ্রথমে এই পিতার স্মরণে দ্রুত কার্যসিদ্ধি হয় বলিয়া ইহাই বিধি হইয়াছে।

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রিয় নাম ঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসূত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম॥
—চৈ° চ° মধ্য ৬।২৫৮

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের প্রাণগৌর ঃ

জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা।
শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়নতারা॥

শ্রীবাসুঘোষের প্রাণগৌরাঙ্গ ঃ

'গৌরাঙ্গ' বলিয়া না গেল গলিয়া কেমনে সেধেছে সিধি।
বাসুঘোষ হিয়া পাষাণে মিশিয়া গড়ল কোন বা বিধি॥

সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ

শ্রীভগবান্ স্বরূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যপূর্ণ তত্ত্ববিশেষ। পরমানন্দ শ্রীভগবানের স্বরূপ; প্রভুতা বা শক্তি হইল শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য, আর শ্রীভগবানের মাধুর্য হইল তাহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির দ্বারা মনোহারিতা। শ্রীভগবানের পরমাক্ষরাকৃতি 'নাম' স্বরূপে, ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে শ্রীভগবানের স্বরূপ 'নামী' হইতে সর্ববিষয়েই অভিন্ন।

নাম-নামী স্বরূপে অভিন্ন ঃ

বস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান হইল 'স্বরূপ'। নাম ও নামী উভয়ই একই ঘনীভূত উপাদানে গড়া। নাম ও নামীর স্বরূপের অভিন্নতা 'নামশ্চিন্তামণিঃ' শ্লোকের 'চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ' বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে! নামী শ্রীকৃষ্ণ যেমন চৈতন্য রসবিগ্রহ, তাঁহার নামও তেমনি চৈতন্য-রসবিগ্রহ। চিত্তচমৎকারী আনন্দই হইল রস-শব্দ-বাচ্য। আবার, ইহা জড় আনন্দের বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট চিৎ-আনন্দ। চিৎ-আনন্দই ঘনীভূত হইয়া বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন—এক নামীরূপে, অপর নামরূপে,—দুইই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—পুঞ্জীভূত আনন্দ।

নাম-নামী ঐশ্বর্যে অভিন্ন

দ্বিভুজ মুরলীধর যশোদাতনয় শ্রীকৃষ্ণে যে শক্তি আছে তাঁহার নামেও সেই শক্তি যথাযথ আছে। নামী শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ঃ

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

—ভাং ১।২।২১

অর্থাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপের দর্শনে সংসারবাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়। সমস্ত সংশয়ের অবসান হয়; এবং প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সমস্ত কর্ম নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণনামের শক্তি* ঃ

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃ শ্লোক নাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥

—ভাং ৬।২।১৮

অর্থাৎ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের 'নাম' নামীস্বরূপের স্মরণ সহ কিম্বা সম্পুর্ণ নিরপেক্ষরূপে, যেভাবেই হউক কীর্তন করিলে অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে দহন করে, ঠিক সেইরূপ সমস্ত পাপরাশি নিঃশেষে দহন করে।

---

* গৃহীতং কেনাপীন্দ্রিয়েনেত্যর্থঃ..... তত্রান্তঃকরণৈস্তস্য গ্রহণং নামাক্ষরাদিচিন্তনরূপং, বাহ্যেন্দ্রিয়ৈশ্চ যথাযথমুহ্যম্।......চক্ষুষা চ কুত্রাপি কেনচিল্লিখিতস্য নামাক্ষরস্য দর্শনরূপম্।

নাম নামী মাধুর্যে অভিন্ন

ব্রজগোপীগণের নামী শ্রীকৃষ্ণ-রূপমাধুর্য-দর্শনের অতৃপ্তি শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ আছেঃ 'অটতি যদ্ভবানহ্নি' ইত্যাদি—(ভা° ১০।৩১।১৫)। অর্থাৎ—

না দিলেক লক্ষকোটি,　　সবে দিলা আঁখি দুটি;
তাতে নিমেষ আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন,　　রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন,　　তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে,　　কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার॥

—চৈ° চ° মধ্য ২১।১৩৩-১৩৪

নামমাধুর্য-আস্বাদনের অতৃপ্তি শ্রীবিদগ্ধমাধবে এইরূপ আছেঃ

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়ে কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটি যদি জিহ্বায় নটীর ন্যায় নৃত্য-শীলা হয় তাহা হইলে অসংখ্য অসংখ্য জিহ্বার জন্য স্পৃহা জাগায়, যদি কর্ণক্রোড়ে অঙ্কুরিত হয় তাহা হইলে অর্বুদ অর্বুদ

কর্ণের স্পৃহা জাগায়, আর যদি চিত্তপ্রাঙ্গণে আবির্ভূত হয় তাহা হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে পরাজয় করে, অতএব জানিতে পারিতেছি না কত অমৃত দিয়ে 'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুইটি নির্মিত হইয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বোঝা গেল নাম ও নামী স্বরূপে, ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে অভিন্ন।

এই অভিন্নতার মধ্যেও 'নামী' হইতে 'নামে' কিছু বিশেষ আছে। এই বিশেষ হইল নামে করুণাগুণের প্রকাশাতিশয্য। নামী হইতেও নাম অধিক করুণাময়; যথা—'পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।' —শ্রীরূপপাদ

নামগ্রহণে কাল-দেশ নিয়ম নাই ঃ

শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি অনুশীলনে কালাকালের কোন নিয়ম নাই। স্নেহময়ী মাতার অঙ্কারোহণে শিশুর এবং আলো বাতাস গ্রহণে জীবমাত্রেরই যেমন কোন সময়ের প্রতীক্ষা নাই, তেমনি জীবের পরমাশ্রয় শ্রীনামের অনুশীলনে কোনও বিধি-নিষেধের বেড়া (বেষ্টনী) নাই। খাইতে, শুইতে, শৌচে, অশৌচে যে-কোন অবস্থায় নামকীর্তনাদি করাই বিধি।

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল নিয়ম নাই সর্বসিদ্ধি হয়॥

—চৈ০ চ০ অ০ ২০।১৮

খাইতে শুইতে নামকীর্তনাদির শাস্ত্রবিধি ঃ

স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজং স্তিষ্ঠন্ন্ত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা ।
যে বদন্তি হরের্ণাম তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ ॥

—হরিভক্তিবিলাস ১১।২০০ শ্লোকে
ধৃত নারায়ণ ব্যূহ স্তব

অর্থাৎ খাইতে, শুইতে, চলিতে, বসিতে, উঠিতে, বাক্যালাপের সময়ও যাঁহারা হরিনাম করেন তাঁহাদিগকে বার বার নমস্কার।

'কাল-দেশ নিয়ম নাই' সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি ঃ

ন দেশ নিয়মস্তস্মিন্ ন কাল নিয়মস্তথা ।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি শ্রীহরের্ণাম্নি লুব্ধকে ॥

—হ০ ভ০ বি০ ১১।২০২
ধৃত স্কান্ধে বৈশাখ মাহাত্ম্যে ।

অর্থাৎ হে লুব্ধক ! অনির্বচনীয় মাহাত্ম্যযুক্ত সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীনামকীর্তনে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদিতেও নিয়ম নাই।

আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ

এইশ্লোকে সাধনভক্তির (আসক্তি পর্যন্ত) স্তরের সাধকের চিত্তে দৈন্যের উদয়ে উৎকণ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। এখানে 'অনুরাগ' শব্দে নামে অত্যাদর বুদ্ধিকে বুঝানো হইয়াছে—নামে অত্যাদর-বুদ্ধিই ভজনজগতের খেই। অত্যাদর-বুদ্ধিতে শ্রীনামকে

এক-মুখ্যতায় আশ্রয় করিবার ভাগ্য যাঁহার হয়, তাঁহাকে শ্রীনাম-প্রভুই কৃপা করিয়া সাধনজগতে যাহা কিছু প্রয়োজন যথাসময়ে সব দান করিয়া থাকেন। কাজেই এই বুদ্ধিটি জাত না হওয়াই জীবের সত্যকারের দুর্দৈব—অন্য যাহা কিছু দুর্দৈব তাহা এই দুর্দৈবেরই অধীন। সেইজন্যই শ্রীগৌরহরি আর কিছুকে দুর্দৈব-রূপে নির্দিষ্ট না করিয়া 'নামে অনুরাগ' না থাকাকেই একমাত্র দুর্দৈবরূপে ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীশিক্ষাষ্টক—তৃতীয় শ্লোক

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

অর্থাৎ তৃণ হইতেও সুনীচ, বৃক্ষসম সহিষ্ণু ও অমানি মানদ হইয়া সদা হরিনাম কীর্তন করিবে।

তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥
কাটিলেও তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয় ॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত-বৃত্তি, কিম্বা শাক-ফল খাবে ॥
সদা নাম লবে, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এই মত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ ॥

—চৈ০ চ০ আ০ ১৭।২৬-৩০

উপরোক্ত 'বিধিবাক্য' পালনের সামর্থ্য অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের নাই। কারণ এইটি হইল লক্ষ্যস্থল অর্থাৎ সাধ্য—ইহা সাধনার সিদ্ধিতে লভ্য। উপরোক্ত শ্লোকে লক্ষণের দ্বারা 'রতিস্তর'কে

প্রকাশ করা হইয়াছে। [রতির লক্ষণ—ক্ষান্তি, মানশূন্যতা, নামগানে সদা রুচি ইত্যাদি—ভ° র° সি° ১।৩।২৫-২৬]। সাঁতার শিখিবার জন্য জলে নামিবারই প্রয়োজন, জলে না নামিয়া কেহ সাঁতার শিখিতে পারে না। তেমনি উপরোক্তভাবে সদা কীর্তনের সামর্থ্যলাভের জন্য সাধনে প্রবৃত্ত জীবের কর্তব্য হইল—ঐভাবগুলি গ্রহণের জন্য চেষ্টাশীল থাকিয়া যতটা সম্ভব বেশী সময় নিরপরাধে নামকীর্তন করা। এইরূপ সাধনে ভাবগুলি ক্রমশঃ চিত্তে দৃঢ় হইতে থাকে এবং রতির ভূমিকায় সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় হয়। তখন হরি-কীর্তন সদা চলে এবং এক কৃষ্ণনামেই কৃষ্ণ-পদে প্রেম হয়; যথা—'এইমত হইয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়। শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়॥'—চৈ° চ° অ° ২০।২৬

তৃণাদপি সুনীচেন ঃ

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। —চৈ° চ° আ ২০।১৭

নিরপরাধে নামসঙ্কীর্তন করিতে করিতে আসক্তির ভূমিকায় চিত্তমল—পাপাদি এবং তাহার মূল অবিদ্যা—(প্রায়) সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া গেলে সেই নির্মল চিত্তে রতির উদয় হয়। অবিদ্যা-গ্রস্ত জীবের জড়বিষয় দেহ-গেহাদিই প্রিয় হইয়া থাকে এবং তাহাদের সেবাতেই সে নিরন্তর মত্ত থাকে। এই অবস্থায় সংকুল বিদ্যা ও ধনাদির অহঙ্কার তাহাদের বুদ্ধিনাশ করিয়া থাকে। তখন তাহাদের নিজের শক্তির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর হইয়া থাকে। অসত্য বস্তুকেই তাহাদের সত্য বলিয়া মনে হয়। প্রতিক্ষণে

পরিণামশীল জড়বস্তুকেই তাহারা অজর-অমর বলিয়া মান্য করে —'অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাইপদ পাসরিয়া অসত্যের সত্য করি মানে।' নিজস্বার্থসিদ্ধির জন্য হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া তাহারা মহাপাপজনক পরদ্রোহাদি দুষ্টকর্মে সদা নিরত থাকে। পরের দুঃখ তাহাদের চিত্তকে স্পর্শ করে না।

রতির ভূমিকায় চিত্তমল অবিদ্যার অপগমের সঙ্গে সঙ্গে জীবচিত্তের উপরোক্ত ভাবেরও তিরোধান হয়। নির্মলচিত্ত ভক্ত তখন কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সত্যের উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সে তখন উপলব্ধি করে—আমি অনুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য কৃষ্ণের দাস। এই জগতের সব কিছুই আমার প্রভুরই বিভূতি—তাঁহার দ্বারাই চালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই ব্যাপারে আমার মত ক্ষুদ্র জীবের শক্তির কোনই মূল্য নাই। দাসের কাজ শুধু প্রভুর সেবা করিয়া যাওয়া। একটি তৃণগুচ্ছও শ্রীভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত নড়ে না—অনন্ত কোটী জীব তাঁহার নিয়মাধীন কালস্রোতে ভাসমান হইয়া একের পর এক চলিয়া যাইতেছে—কাহারও এই সংসারে এক মুহূর্ত দাঁড়াইবার অবসর নাই। কাল-বশে কত রাজা কত ধনী কত রাষ্ট্রনেতা চলিয়া যাইতেছে—আবার সেই স্থান নূতনের দ্বারা পূরণ হইতেছে। এই স্রোতে ভাসমান আমার মত মরণশীল কর্মবশ জীবের কতটুকু শক্তি আছে? যে শক্তি লইয়া আজ আমি অহঙ্কারে মত্ত হইয়াছি, এই কালের শক্তির কাছে তাহা কত ক্ষুদ্র তাহা সহজেই অনুমেয়।

যে ইন্দ্রিয়দ্বারা কার্য সম্পাদন হয় সেই ইন্দ্রিয়গুলিই তো আমার বশ নয়, তাহারা কাম-ক্রোধাদি রিপুর বশ হইয়া আছে। ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে এক মুহূর্ত স্থির করিবার চেষ্টা করিতেই আমার যে কতটুকু ক্ষমতা, তাহা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় আমার অহঙ্কারের আছে কি-যে অহঙ্কার করিব? তাই সত্যদ্রষ্টা নিজের অহমিকাকে দূরে সরাইয়া তাহার প্রভুর ইচ্ছার সঙ্গে তাহার ইচ্ছাকে মিলাইয়া দিয়া দেহ-দৈহিকাদির আবেশ এবং ঐহিক-পারত্রিক সাধ্য-সাধনাদি বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া সদা নামসঙ্কীর্তন করিতে থাকে। এই ভক্ত সর্বসদ্‌গুণযুক্ত হইলেও নিজের প্রতি জগদ্‌বিলক্ষণ অসাধারণ অশক্ত অর্থাৎ বস্তুতঃ কিছুই করিতে সমর্থ নহে, এবং অধম-অপকৃষ্টবুদ্ধি হইয়া থাকে।*

সর্বার্থদাতা শ্রীনামচিন্তামণির করুণায় রতির ভূমিকায় ভক্তের চিত্তে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব গাঢ় হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। চিত্তের এই অবস্থাটি হইল সাধ্য অর্থাৎ লক্ষ্য। এই অবস্থাটি প্রাপ্ত হইতে সাধনার প্রয়োজন আছে। ভজনের আদিতে সাধক-চিত্তে শ্রদ্ধার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভজনের অনুকূল বিষয় গ্রহণের ও প্রতিকূল বিষয় বর্জনের সঙ্কল্প করিতে হয়, তবেই শ্রদ্ধাটি ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে রতির ভূমিকায় পৌঁছাইতে

* দৈন্য—অসাধারণো জগদ্‌বিলক্ষণঃ অশক্তঃ কিঞ্চিদপি কর্তুম-সমর্থঃ। অধমশ্চাপকৃষ্ট ইতি বুদ্ধিরাত্মনি যেন সদা স্যাৎ।

—বৃং ভাং ২।৫।২২২

পারে। রতি দৈন্যমূলক বলিয়া চিত্তের এই 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবটি ভজনের অনুকূল বিষয়, কাজেই সাধকমাত্রেরই এই ভাবটিকে যত্নের সহিত রক্ষা করা প্রয়োজন।

রতির ভূমিকায় পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত, বিশেষতঃ শ্রদ্ধার তরল অবস্থায়, এই ভাবটি রক্ষা করা সব সময় সম্ভব না হইলেও বার বার প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য। সাধকের চিত্তে যত্ন থাকিলে শ্রীনামপ্রভুই করুণা করিয়া ইহার রক্ষার ব্যবস্থাও করিয়া দিবেন; সাধকের এই দৈন্য সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

যয়া বাচেহয়া দৈন্যং মত্যা চ স্থৈর্য্যমেতি তৎ।
তাং যত্নেন ভজেদ্বিদ্বাং স্তদ্বিরুদ্ধানি বর্জয়েৎ॥

—বৃ° ভা° ২।৫।২২৩

অর্থাৎ অতএব যে বাক্যের দ্বারা, যে চেষ্টার দ্বারা, এবং যে বুদ্ধিদ্বারা উক্ত দৈন্য স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, চতুর সাধক যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিবেন এবং তদ্‌বিরুদ্ধ আচরণ বর্জন করিবেন।*

শ্রীসনাতন টীকার অনুবাদঃ প্রেম দৈন্যমূলক বলিয়া

---

* প্রেম্‌ণো দৈন্যমূলকত্বাদবশ্যং যত্নতো দৈন্যং রক্ষণীয়মিত্যাহ—যয়েতি। ঈহয়া—কায়ব্যাপারেণেত্যর্থঃ, মত্যা মনোব্যাপারেণেত্যর্থঃ। তত্তুক্তপ্রকারকং দৈন্যং স্থিরং স্যাৎ। তাং বাচমীহাং মতিঞ্চ ভজেৎ শ্রদ্ধয়া শ্রয়েৎ। তস্য দৈন্যস্য তৎস্থৈর্যস্য বা বিরুদ্ধানি বাগাদীনি যত্নতো বর্জয়েৎ।

—বৃ° ভা° ২।৫।২২৩ টীকা

অবশ্য যত্নের সহিত দৈন্য রক্ষণীয়, এই জন্য উপরোক্ত শ্লোকে বলা হইতেছে 'যয়া'ইত্যাদি। 'ঈহয়া'—জিহ্বা-কর্ণাদি কায়িক ব্যাপার দ্বারা। যে প্রকারে দৈন্য স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, কায়-বাক্য-মনের সেইরূপ ব্যবহার শ্রদ্ধার সহিত আশ্রয় করা উচিত। আর দৈন্যের বিঘাতক কায়-বাক্য-মনের ব্যবহার যত্নের সহিত বর্জন করা উচিত।*

এইরূপে পুরুষ-প্রযত্নসাধ্য দৈন্যের কথা বলিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ আর একটি দৈন্যের কথা বলিতেছেন, যাহা শ্রীভগবদ্-প্রসাদলব্ধ।

দৈন্যন্তু পরমং প্রেম্ণঃ পরিপাকেন জন্যতে।
তাসাং গোকুলনারীণামিব কৃষ্ণবিয়োগতঃ॥

—বৃ° ভা° ২ ৫।২২৪

অর্থাৎ উত্তম দৈন্য প্রেমের পরিপাক অবস্থাতেই প্রকাশ পায়। ইহা গোকুলনারীগণের কৃষ্ণবিরহ-জাত দৈন্যের মত।

উপরোক্ত শ্লোকের শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের টীকার অনুবাদঃ এইরূপে পুরুষ-প্রযত্ন লৌকিক দৈন্যের কথা বলিয়া এক্ষণে শ্রীভগবদ্-প্রসাদজ লোকাতীত দৈন্যের কথা বলিতেছেন।

---

* শরণাগতি—১ আনুকূল্য সঙ্কল্প, ২ প্রাতিকূল্য বিবর্জন, ৩ তিনিই আমার রক্ষাকর্তা এতাদৃশ বিশ্বাস, ৪ গোপ্তৃত্বে বরণ, ৫ আত্মসমর্পণ, ৬ কার্পণ্য (আর্তি)।

পরমোত্তম দৈন্য ভগবৎ-বিষয়ক প্রেমের গাঢ় অবস্থায় প্রাদুর্ভূত হয়। অন্যথা সামান্যতর শ্রীকৃষ্ণবিরহ প্রায় সকল ভক্তেই কমবেশী বর্তমান রহিয়াছে। তথাপি তাদৃশ প্রেমের অভাববশতঃ তদনুরূপ দৈন্য কখনও উৎপন্ন হয় না। অতএব তাহাদের দুঃখ-হানি বশতঃ সুখলাভও হইতেছে না। মূলে 'তু' শব্দ দ্বারা ইহা অপেক্ষা পূর্বোক্ত দৈন্যের ন্যূনতা সূচিত হইতেছে। এই অলৌ-কিক দৈন্য কোথায় কি প্রকার, তাহাই বলিবার জন্য দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন,—'তাসাং' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গেলে বিরহে শ্রীরাধাদির যেরূপ দৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহবিশেষে তাঁহার মাধুর্য অনুভবের দ্বারা ভক্তের প্রেমসমুদ্রের উচ্ছলিত অবস্থায় বিরহে এই দৈন্য বিশেষের উদয় হইয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকাংশের ধ্বনি। আবার, প্রেম-তার-তম্যে এই অলৌকিক দৈন্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে।*

তরোরিব সহিষ্ণুনা

দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়॥

---

* এবং পুরুষপ্রযত্নসাধ্যং লৌকিকং দৈন্যমুক্ত্বা শ্রীভগবৎপ্রসাদজং লোকাতীতমপ্যাহ-দৈন্যমিতি।পরমমুত্তমন্তু দৈন্যং প্রেম্ণ ভগবদ্বিষয়ক-ভাব-বিশেষস্য পরিপাকেন পরমনিষ্ঠৈয়ৈব জন্যতে প্রাদুর্ভাব্যতে,অন্যথা সামান্যেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণ বিরহঃ প্রায়ঃ সর্বেষ্বেব বর্ততে, তথাপি দৈন্যং তাদৃশং নৈবোৎপদ্যতে, তচ্চ প্রেমাভাবাদেব। অতএব তেষাং দুঃখহানিঃ সুখা-

শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ।
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন ॥
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥

—চৈ০ চ০ অ ২০।১৭-১৯

চিত্তের এই অবস্থা হইল, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুরের অনুভাব 'ক্ষান্তির' অবস্থা; [ভ০ র০ সি০ ১।৩।২৫]। ক্ষোভের কারণ উপস্থিত থাকিলেও যে অক্ষুব্ধতা—তাহাকে ক্ষান্তি বলে। এই অবস্থায় ভক্ত প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নয়নে সুখদুঃখের প্রকৃত কারণ দর্শন করিতে পারে। সে দর্শন করে'সুখ-দুঃখের কারণ সে নিজেই, বাহিরের কিছু নয়, বাহিরের জন বাহক মাত্র। তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মের স্ব-অর্জিত কর্মই প্রকৃতপক্ষে তাহার সুখ-দুঃখের কারণ। তাহার নিজ অর্জিত অনাদি কর্মস্তূপ হইতে যতটুকু এই জীবনে ভোগ করিবার জন্য বিধাতা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই যখন যেটুকু ফলোন্মুখ হইতেছে, বাহিরের কোন জন বাহকরূপে তাহাকে ততটুকু পৌঁছাইয়া দিতেছে মাত্র। এ অবস্থায় বাহকের উপর ঐ

বাপ্তিশ্চ কদাচিদপি ন স্যাদিতি দিক্। তু-শব্দেনান্যাপেক্ষয়াপি পূর্বোক্ত দৈন্যস্য ন্যূনত্বং সূচিতম্। তচ্চ কুতঃ স্যাৎ, কিদৃশং বেত্যত আহ—তাসামিতি। কৃষ্ণস্য বিয়োগতঃ মথুরাগমনাদিবিরহতো হেতোঃ শ্রীরাধাদীনাং যাদৃশমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তেনানেন শ্রীকৃষ্ণস্যানুগ্রহবিশেষতঃ প্রায় স্তন্মাধুর্যানুভবাদিনৈব প্রেমবিশেষোদয়াত্তদ্বিরহে দৈন্যবিশেষো জায়ত ইতি ধ্বনিতম্। তত্র চ প্রেমতারতম্যেন দৈন্যস্যাপি তাদৃক্ত্বমূহ্যম্।

—বৃ০ ভা০ ২।৫।২২৪ টীকা

সুখদুঃখের কর্তৃত্ব আরোপ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বাজার হইতে গৃহস্বামীর ক্রীত ভালমন্দ বস্তু বাহক মস্তকে বহন করিয়া বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলে সেই সব বস্তুর গুণাগুণের জন্য সেই বাহকের প্রতি যেমন গৃহকর্ত্রীর চিত্তে অনুকূল-প্রতিকূল কোনরূপ ভাবেরই সৃজন হয় না তেমনি রতির ভূমিকায় উন্নত ভক্তকে কেহ মানের দ্বারা ভূষিত অথবা অপমানের দ্বারা জর্জরিত করিলে—উভয় অবস্থায়ই সেই মান বা অপমান দানকারী ব্যক্তির প্রতি তাহার চিত্তে অনুকূল-প্রতিকূল কোনরূপ ভাবেরই সৃজন হয় না। এইরূপ সুখদুঃখের প্রকৃত রূপ যাহার দর্শন করিবার সামর্থ্য হয় তাহার ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তে কোন ক্ষোভ হয় না! বৃক্ষ যেমন কাটিলেও কিছু বলে না সেইরূপ অতীব নির্দয় ভাবে পীড়িত হইলেও ভক্তের চিত্তে পীড়নকারীর প্রতি কোনও বিরুদ্ধভাবের উদ্রেক হয় না। আবার বৃক্ষ যেমন শুকাইয়া মরিলেও কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা করে না সেইরূপ নিজের ভরণপোষণের জন্য ভক্ত কাহারও দ্বারস্থ হন না। ভক্তের এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে তাঁহার যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা তাঁহার প্রভুর নিকট হইতেই যথাসময়ে অবশ্য আসিবে। ভক্তের এইরূপ একান্ত নির্ভরশীলতা আসিলে তাঁহার 'বোঝা' অবশ্য শ্রীভগবান্ বহন করিয়া থাকেন—তিনি গীতায় নিজমুখে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন [তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্—গীতা ৯।২২]

ভক্তের চিত্ত অতি কোমল হইয়া থাকে। পরের দুঃখে

তাঁহার হৃদয় কাঁদে। বৃক্ষ যেমন যাচককে অকাতরে আপন ধন ফুল-ফল ইত্যাদি দান করে ভক্তও তেমনি যে-কোনও যাচককে সাধারণ জাগতিক বস্তু তো দান করেনই, এমন-কি জীবের পরম মঙ্গলের বস্তু শ্রীভগবৎ-উন্মুখতা ও তাঁহার হৃদয়ের পরমাদরের ধন 'শ্রীকৃষ্ণনাম'কে শ্রদ্ধালু ব্যক্তি মাত্রকেই অকাতরে দান করেন —এমনই তাঁহার দয়া। ভক্ত জীবের সংসারদুঃখ দর্শনে কাতর হইয়া শ্রীনামপ্রভুর নিকট আকুল হইয়া প্রার্থনা করেন—'হা গৌর ! হা কৃষ্ণ ! হা পরমকরুণ শ্রীনামপ্রভু ! কখন তোমার এই ত্রিতাপক্লিষ্ট জীব তোমার আশ্রয়ে আসিয়া শ্রীনামসঙ্কীর্তনে মত্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিবে ?'

শ্রীকৃষ্ণরতির ভূমিকায় ভক্তের প্রারব্ধ কর্মফল থাকে না। ভক্তির দ্বারা প্রারব্ধ অতি অনায়াসে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় ভক্তের সুখ যাহা দেখা যায়, তাহা ভক্তিরই নির্ধারিত ফল, আর দুঃখ-দৈন্য যাহা দেখা যায়, তাহা আসে কোনও জগৎ-মঙ্গল কার্যের জন্য, ভক্ত ও শ্রীভগবানের ইচ্ছায়। যেমন শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের সর্পদংশনে মৃত্যুরূপ শাপ গ্রহণ। আবার, কখনও এই দুঃখ-দৈন্যরূপ সঞ্চারি-ভাবগুলি ভক্তের ভক্তিরসসাগরকে উচ্ছলিত করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়—যেমন পাণ্ডবদের দুঃখ-দৈন্য। ইহা শ্রীকৃষ্ণের করুণাই। [ভক্তিরস সঞ্চারি লক্ষণ ইত্যাদি প্রীতি সন্দর্ভ ১২০]

আসক্তির ভূমিকা পর্যন্ত ভক্তের কঠিন অপরাধোত্থ দুঃখ-

দৈন্য ও ভক্ত্যোত্থ সুখ উভয়ই বর্তমান থাকিলেও, ইহাদের বিষ থাকে না। এই সব সুখ-দুঃখ এই সাধক ভক্তকে বিচলিতও করে না। সে মনে করে স্নেহময় পিতা যেরূপ পুত্রের মঙ্গলের জন্য কখনও তাহাকে দুগ্ধ কখনও নিম্বপত্রের রস পান করান, কখনও আদর করেন আবার কখনও চপেটাঘাত করেন—সেইরূপ আমার পরমকরুণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণই আমার মঙ্গলের জন্য এই সব সুখ-দুঃখ ভোগ করাইতেছেন। আমার প্রকৃত মঙ্গল কিসে হইবে তাহা তিনিই জানেন, আমি তাহার কি জানি। ভজনের নিম্নস্তরে এই ভাবটি পোষণ করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হইয়া নিরপরাধে নাম-সঙ্কীর্তন করিতে থাকিলে শ্রীনামপ্রভু ক্রমশঃ তাহার এই ভাব পুষ্টি করিয়া তোলেন।*

অমানী

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।

—চৈ০ চ০ অন্ত ২০।২৫

আসক্তির ভূমিকাতেই সংসারের কারণ অবিদ্যা নিঃশেষে চলিয়া যায়; কাজেই রতির ভূমিকায় ভক্তের জড়বিদ্যা, প্রাকৃত ধন, গৃহ, কুল প্রভৃতিতে অহঙ্কার থাকে না—তাহারা জড় অভি-মানশূন্য হইা নিরন্তর শ্রীনামসঙ্কীর্তনে তন্ময় হইয়া থাকেন।

---

* বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতোদর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্‌॥

—ভা০ ১।৮।২৫

দেহেতে আত্মবুদ্ধিরূপ মায়ারচিত ভ্রান্তির উপরই জীবের দেহ ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে অভিমান প্রতিষ্ঠিত; কাজেই দেহাভিমান থাকা পর্যন্ত 'অমানীত্ব'-ভাব স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না। তবে সাধন-ভূমিকাতে চিত্তের ঐ অবস্থাটি 'আনুকূল্যস্য সঙ্কল্প' হিসাবে রক্ষার জন্য সাধক যত্নপরায়ণ হইয়া অত্যাদরে নামসঙ্কীর্তন করিতে থাকিলে শ্রীনামপ্রভু চিত্তকে ক্রমশঃ 'অমানী' করিয়া তুলেন।

ভক্ত সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের দাস্যাভিমানবশতঃ তাঁহার প্রভুর যশোগানে তন্ময় হইয়া থাকেন। তিনি জানেন যশ-সম্মান সবই তাঁহার প্রভুর প্রাপ্য, ইহাতে দাসের কোনও অধিকার নাই।* কাজেই ভক্তকে কেহ সম্মান করিলে সেই সম্মান তিনি আত্মসাৎ না করিয়া প্রভুর শ্রীচরণে পৌঁছাইয়া দিয়া নত হইয়া থাকেন। ভক্তিলতাতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠারূপ কতগুলি উপশাখার উদ্গম হয়। এই উপশাখাগুলিকে বাড়িতে দিলে মূল লতাটি নির্জীব হইয়া পড়ে; কাজেই এই উপশাখাগুলিকে প্রথমেই ছেদন করা প্রয়োজন। ভক্ত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা দেখিয়া ভীত হন—কারণ এই সব হইল ভক্তিদেবীর সাধককে বঞ্চনা করিবার মোহনাস্ত্র। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

---

* বিদ্যা-ধনাগার কুলাভিমানিনো দেহাদিদারাত্মজনিত্যবুদ্ধয়ঃ।
ইষ্টান্যদেবান্ ফলকাঙ্ক্ষিণো যে জীবন্মৃতাস্তে ন লভন্তে কৈবল্যম্।
—বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ

'প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা।'—চৈ° চ° মধ্য ৪।১৪৭। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রতিষ্ঠাকে ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন,—[প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী—শ্রীমনঃ-শিক্ষা শ্রীদাস গোস্বামী]। কারণ প্রতিষ্ঠার খপ্পরে একবার পড়িলে সাধকের আর রক্ষা নাই। সাধক সম্মান হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিবেন আর শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শাসনকে কল্যাণকর বলিয়া বহুমানন করিবেন।

'প্রতিষ্ঠাবাসনা ধৃষ্টা চণ্ডালরমণী।
নাচিছে হৃদয়ে মোর দিবস রজনী॥
হে মন, কেমনে শুদ্ধ প্রেম মহাজন।
স্পর্শিবেন মোর দুষ্ট হৃদয় ভবন॥'

—কোন ভক্তকৃত অনুবাদ

মানদ

"জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান।"

—চৈ° চ° অ। ২০।২৫

বৃক্ষলতাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্যন্ত স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জীবেরই ভিতরে আংশিক প্রকাশে পরমাত্মারূপে শ্রীভগবান্ আছেন। ইহার ভিতরে একটু বিশেষ হইলেন সাধু, যাঁহার ভিতরে শ্রীভগবান্ শুধু পরমাত্মারূপে নন, সাক্ষাৎভাবেই—পূর্ণ মাধুর্যমণ্ডিত শ্রীগোবিন্দরূপেই বিশ্রাম করেন।

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ ॥ —নরোত্তম

জীবমাত্রই শ্রীভগবৎ-মন্দির; এই দর্শনটি রতির ভূমিকায় স্বাভাবিক ও দৃঢ় হয় বলিয়া রতিপ্রাপ্ত ভক্ত শ্রীভগবৎ-মন্দির বুদ্ধিতে জীবমাত্রকেই যথাযথ সম্মান করিয়া থাকেন।

ভজনের সাধন-স্তরের প্রথম অবস্থায় উপরোক্তরূপ বুদ্ধি স্থির না হইলেও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকলের মধ্যেই অন্তর্যামিরূপে তাহার উপাস্য আছেন এইরূপ মনে করিয়া প্রণাম করা উচিত। কাহাকেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। ইহাতে শ্রীনামপ্রভুর সন্তোষ হইবে এবং তিনি কৃপা করিয়া অচিরে বুদ্ধি স্বাভাবিক ও স্থির করিয়া দিবেন।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অন্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ।
সর্ব্ব তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ ॥

ভা০—৬।৫।১৩

অর্থাৎ—সকল জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে শ্রীহরি বিরাজমান্ আছেন। অতএব আপনারা সকলকেই শ্রীহরি-মন্দির-রূপে দর্শন করুন। এইরূপ দর্শনেই আপনারা শ্রীহরির সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন।

সর্বভূতে অন্তর্যামী-দর্শন স্বাভাবিক ও দৃঢ় করিবার সাধন বলিতেছেন—

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥ —ভা° ১১।২৯।১৬

অর্থাৎ উপহাসকারী বন্ধু, দেহ-বিষয়ে উচ্চনীচ দৃষ্টি এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কুকুর, চণ্ডাল, গো, গর্দভ পর্যন্ত যাবতীয় জীবের দর্শনেই ভূমিতে দণ্ডবৎ-প্রণত হইবে।

জীবে অন্তর্যামী-বুদ্ধি স্বাভাবিক হইয়া গেলে মনে মনে দণ্ডবৎ করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ বুদ্ধি স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত তো কায়বাক্য-মনের দ্বারাই ইহা করিতে হইবে—['যাবৎ সর্ব্বেষু……বৃত্তিভিঃ॥ —ভা° ১১।২৯।১৭]।

সাধারণভাবে সর্বজীবে মানদানের কথা বলিয়া এইবার ভজনের বিশেষ কথা বলা হইতেছে ঃ সাধারণজীবে যে মানদান, সেখানে সেই জীবের প্রতি চিত্তের কোন অভিনিবেশ থাকে না, অভিনিবেশ থাকে মানদানকারীর উপাস্যের আংশিক প্রকাশ পরমাত্মায়, যিনি ঐ জীবের ভিতর আছেন। সেখানে খোলসটি অর্থাৎ ঐ জীবটি ভাল কি মন্দ এইরূপ কোনও বিচারও নাই, তাহার সহিত কোনও আদান-প্রদানও নাই। কিন্তু ভক্তের সহিত ব্যবহারে চিত্তের অভিনিবেশ থাকে ঐ ভক্তেই। এখানে আদান প্রদানের কথা আছে—প্রীতির কথা আছে।

শ্রীরূপপাদ তাঁহার উপদেশামৃতে বলিলেন—

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।

শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য
নিন্দাদিশূন্য হৃদমীপ্সিত সঙ্গলব্ধ্যা ॥

অর্থাৎ যাঁহার বাক্যে কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবে; যে ব্যক্তি দীক্ষিত হইয়া নিয়মিত কৃষ্ণকীর্তনে রত আছেন, তাঁহাকে বার বার প্রণতি দ্বারা আদর করিবে; ভজনবিজ্ঞ, নামে একনিষ্ঠ, অন্যের নিন্দাদিশূন্য সাধুর সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহাকে শুশ্রূষা দ্বারা সম্মান করিবে।

কুলিনগ্রামবাসীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগৌরহরি নামের অনুশীলনের তারতম্যেই ভক্তের তারতম্য বিচার দেখাইয়াছেন,— এখানেও সেই নিয়মই অবলম্বিত হইয়াছে। ভক্তের কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম স্তর অনুসারে তাঁহাকে মানদানেরও তারতম্য হইয়া থাকে। কোন্ ভক্তকে কি ভাবে মানদান করিতে হইবে তাহাই উপরোক্ত শ্লোকে উপদিষ্ট য়ইয়াছে।

সিদ্ধদেহের ভাবোচিত স্তবে ভজনবিজ্ঞ উত্তমভক্তের উল্লাস হয়—ইহাই তাঁহার উত্তম শুশ্রূষা, ইহাই তাঁহাকে প্রকৃষ্ট মানদান। শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী শ্রীরূপপাদকে এইরূপ স্তুতি দ্বারাই বিলাপ-কুসুমাঞ্জলিতে মানদান করিয়াছেন—

ত্বং রূপমঞ্জরি সখি প্রথিতা পুরেঽস্মিন্
পুংসঃ পরস্য বদনং নহি পশ্যসীতি।
বিম্বাধরে ক্ষতমনাগতভর্তৃকায়া
যত্তে ব্যধায়ি কিমুতচ্ছুকপুঙ্গবেন ॥

—বিলাপ কুসুমাঞ্জলি—১

তাৎপর্যার্থ—হে সখি ! রূপমঞ্জরি ! তুমি এই ব্রজমণ্ডলে সতী বলিয়া বিখ্যাত, কখনও পরপুরুষের মুখও সন্দর্শন কর না, তবে ভর্তার অবিদ্যমানতায় তোমার যে বিম্বাধরে ক্ষত ইহা কি শুকশ্রেষ্ঠ বিধান করিয়াছে ?

সদা নামসংকীর্তন

রতির ভূমিকায় ভক্তচিত্তে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবগুলি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় নামমাধুর্য এতটা আস্বাদন হইতে থাকে যে ভক্ত আর নামকীর্তন ছাড়িয়া একমুহূর্তও থাকিতে পারেন না। জাগরণে-শয়নে-স্বপনে সকল অবস্থায় শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম-রসিকের রসনা নামকীর্তনে সদা চঞ্চল থাকে। জল বিনা মীনের মত অনুক্ষণ নামকীর্তন বিনা তাঁহার প্রাণ বাঁচে না।

শ্রীশিক্ষাষ্টক—চতুর্থ শ্লোক

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

অর্থাৎ—হে জগদীশ ! আমি তোমার চরণে ধন প্রার্থনা করি না, লোকবল প্রার্থনা করি না, সুন্দরী পত্নী কিম্বা কাব্যযশও প্রার্থনা করি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা—জন্মে জন্মে যেন তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ মোরে কৃষ্ণ ! কৃপা করি ॥'

—চৈ০ চ০ অ-২০।৩০

এইটি হইল প্রেমের ভূমিকায় আরূঢ় ভক্তের দৈন্যভাবের উক্তি। শ্রীগৌরহরি নিজ আচরণ-দ্বারে ভজনের স্তর সরহস্য জগৎকে জানাইতেছেন।

রতির ভূমিকায় 'তৃণাদপি' শ্লোকের ভাব স্বাভাবিকতা ও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, এবং ইহার উচ্চসীমায় অপরাধ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়। এ অবস্থায় যেই একবার কৃষ্ণনাম করা হয় অমনি প্রেমের উদয় হয়।

এইমত হইয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥

—চৈ০ চ০ অ০ ২০।২৬

শ্রীনামপ্রভুর এই দুরূহ-অদ্ভুত ঐশ্বর্য বলিতে বলিতে গম্ভীরায় শ্রীগৌরহরির চিত্তে নামমাধুর্যের স্ফুরণ হইল।

ঐশ্বর্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্তি হইল।
মাধুর্যে মজিল মন, এক শ্লোক পড়িল॥

—চৈ০ চ০ মধ্য-২১।৯৯

ইহাতে প্রভুর প্রেমসাগর উচ্ছলিত-উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। প্রভুর এই প্রেমসাগরে তখন দৈন্যনামক ব্যভিচারি ভাব-তরঙ্গের সৃজন হইল।* এই ভাবের কার্য হইল চিত্তে দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদির উদয়ে নিজ বিষয়ে অতি নিকৃষ্টতা বুদ্ধি জন্মান।V এই

---

* বিশেষণাভি মুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।
বাগঙ্গ-সত্ত্ব-সূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ॥

—ভ০ র০ সি০ ২।৪।১—২

অর্থাৎ বিশেষ সাহায্য করত স্থায়িভাবের (রতি) প্রতি গমনশীল অথচ বাক্য, অঙ্গ বা অন্তঃকরণ ধর্মদ্বারা সংসূচিত হয় যাহারা, তাহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব বলে। তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রকেই বর্ধিত করত তাহাতেই লীন হইয়া যায়; তদ্রূপ ব্যভিচারী ভাবগুলিও স্থায়িভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থায়িভাবের বৃদ্ধি করত পরে তাহাতেই মিশিয়া যায়।

V দৈন্যম্—দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌর্জিত্যন্তু দীনতা।

—ভ০র০সি০ ২।৪।২১

দৈন্যভাবের উদয়ে প্রভুর মনে হইল তাঁহার চিত্তে প্রেম নাই, তিনি কৃষ্ণের নিকট 'শুদ্ধভক্তি' প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
'শুদ্ধভক্তি' কৃষ্ণ ঠাঁই মাগিতে লাগিলা॥
প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ'॥

ভক্তভাব-অঙ্গীকারী শ্রীগৌরসুন্দরের যে দৈন্যোত্থ-মনোভাব এই চতুর্থ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা এইরূপ ঃ

হে জগদীশ ! তুমি জগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। কাজেই তোমার করুণার ইঙ্গিতেই দেবতাগণের দ্বারা জগতের জীবের নানারূপ ভোগসামগ্রী লাভ হইতেছে। তোমার ইচ্ছামাত্রে আমি ধন-জন সবকিছু লাভ করিতে পারি,—ইহা আমি জানি; কিন্তু ঐসব ভোগ্যবস্তুতে আমার কিছুমাত্র কামনা নাই। আর তুমিও তো নিজ প্রিয়জনকে—যাঁহারা তোমাতে একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে এবং তুমিও যাঁহাদিগকে নিজজন বলিয়া স্বীকার করিয়াছ তাহাদিগকে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে যে সম্পদ বর্তমান রহিয়াছে,তাহা দান কর না। যেহেতু উহা হইতে শত্রুতা, উদ্বেগ, মনস্তাপ, গর্ব, কলহাদির উদ্ভব হইয়া থাকে।* শ্রীভগবানের নিষ্কপট কৃপার যেখানে প্রকাশ হয়,—সেখানে ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ বিষয়ের আর কোন চেষ্টা থাকে না। একান্ত শুদ্ধভক্তের

* 'পুংসাং কিলৈকান্তধিয়াং' —৬।১১।২২

যদি কোন কারণে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের প্রয়াস কখনও আসিয়াও যায়, তবে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাহা নাশ করিয়া থাকেন।* শুদ্ধাপ্রীতির উদয়ে ভক্ত ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একছত্র আধিপত্য এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি এমন-কি মোক্ষ-প্রাপ্তিও ইচ্ছা করেন না।

শুদ্ধভক্তের প্রাণ প্রবল উৎকণ্ঠায় সদা ব্যাকুল থাকে তার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ! সে শুধু চায় তার প্রাণ-প্রিয়কে সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা করিয়া সুখী করিতে,আর প্রিয়ের সৌন্দর্য-মাধুর্য-সৌস্বর্যাদি গুণ-লীলা-বৈদগ্ধ্যাদি দ্বারা নিজের সর্বেন্দ্রিয়কে আহ্লাদিত করিতে।

শুদ্ধভক্তি

শুদ্ধভক্তের মনের ভাব শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্ন শ্লোকে ব্যক্ত আছে—

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥ —ভা° ৬।১১।২৬

অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত শ্রীবৃত্র বলিতেছেন—হে কমললোচন ! অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, রজ্জুবদ্ধ বৎস যেরূপ ক্ষুধায় কাতর হইয়া মাতৃস্তন্যের জন্য

* 'ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎ' —৬।১১।২৩— ক্রমসন্দর্ভ টীকা

প্রতীক্ষা করে, প্রেয়সী যেরূপ বিদেশগত প্রিয়ের জন্য বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় মিলনের অপেক্ষা করে, আমার মনও একমাত্র তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

বিবৃতি—'অতি উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইলেও ভক্তের শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি শ্রীভগবানের স্বতন্ত্র ইচ্ছাতেই হইতে পারে;—ভক্তের শক্তিতে হয় না। এই আশয়ে তিনটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হইতেছে, যথা—অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক পেচকের দ্বারা ভীত অথবা ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া—মাতাকে কখন পাইব, এই-রূপে প্রতিক্ষণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া অবস্থান করে; বৃক্ষ পত্রের কিঞ্চিৎ সঞ্চালনেই—'এই বুঝি মাতা আসিল' এইরূপ মনে করিয়া কোমল কলকূজন করিতে করিতে চঞ্চুপুট প্রসারিত করে,—আর সেইক্ষণে তাহার মাতা যেমন আসিয়া পেচকাদি হইতে রক্ষা করে এবং শাবকদের জন্য স্বাভাবিক মাতৃস্নেহে পৃথক ভাবে আনীত ক্ষুদ্র কীটাদি শাবকদের চঞ্চুপুটে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদের ক্ষুধার উপশম করে, সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ও ত্রিতাপ হইতে এবং ইন্দ্রাদি শত্রু হইতে শ্রীবৃত্রাসুরকে রক্ষা করিয়া স্বর্গ ও ব্রহ্মপদাদি ভোগদানে তাহার অভীষ্ট-পূরণ করিবার জন্য যেন ইচ্ছা করিতেছেন—এইরূপ কথার আশঙ্কায় মনের অসন্তোষে বৃত্রাসুর বলিতেছেন—'তোমার সেবা ও মাধুর্য-আস্বাদন বিনা আমার আর কিছু অভীষ্ট নাই। আর তোমার প্রাপ্তির প্রতিকূল এই অসুর দেহ বিনা অন্য কিছু তাপও আমার নাই।' স্বার্থ-

প্রণোদিত প্রীতির দৃষ্টান্তে মতের অসন্তোষে অন্য একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইতেছে—'স্তন্যং যথা ইতি'। নবপ্রসূত গোবৎস গৃহস্থের গৃহে দামবদ্ধ অবস্থায় ক্ষুধায় মাতার স্তন্যপানের জন্য যেমন একতানমন হইয়া আর্ত হয়, সেইরূপ।—এখানেও দুগ্ধটি মাতার দেহজাত হইলেও গোবৎসের স্বসুখাভিলাষই দেখা যায়, মাতার কোন সেবার লিপ্সা এখানে নাই—তাহাতেই মনের অসন্তোষে বৃত্ত অন্য দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন,—'প্রিয়ং প্রিয়েব' ইত্যাদি। প্রীতিমন্ত পতি দূরদেশগত হইলে প্রেমবতী নারী যেমন বিরহে জর্জরিত হইয়া তাহার সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রিয় কান্তকে সেবা করিয়া সুখী করিবার জন্য এবং প্রিয় কান্তের সৌন্দর্য সৌস্বর্যাদি গুণ-লীলা-বৈদগ্ধ্যাদি দ্বারা নিজের সর্বেন্দ্রিয়কে সুখী করিবার জন্য উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া থাকে, সেইরূপ আমিও শ্রীভগবান্‌কে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা সেবা করিবার জন্য উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া আছি।' —শ্রীবিশ্বনাথ টীকা

এই সর্বশেষ দৃষ্টান্তটিতেই শুদ্ধভক্তের মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এইরূপ আছে ঃ

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

—ভ° র° সি° ১।১।১১

অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্মাদি দ্বারা অনাবৃত অথচ আনুকূল্যাত্মক শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলে।

শ্রীমুকুন্দগোস্বামী-টীকার তাৎপর্য ঃ অনুশীলন শব্দে—দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা অভ্যাসকে বুঝায়। 'কৃষ্ণ' শব্দ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মুখ্যতঃ প্রযুক্ত হইলেও ইহা অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপেরও বাচ্য। আনুকূল্য বিশেষণটি ভক্তিমাত্র সিদ্ধির জন্য; আনুকূল্য অর্থ—শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তি, 'শস্ত্রিগণকে আনয়ন কর' বলিলে যেমন শস্ত্র সহিত আনয়নই ধ্বনিত হয়,—তদ্রূপ এই ভক্তিমার্গে আনুকূল্য বিধানটিও উত্তমা ভক্তির অন্তর্গত বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে। অন্যাভিলাষিতাশূন্য প্রভৃতি পদদ্বয় উত্তমা ভক্তির তটস্থলক্ষণ। জ্ঞান—আধ্যাত্মিক জ্ঞান, কর্ম—স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক দান ব্রতাদি। মূলের 'জ্ঞান-কর্মাদি' পদের 'আদি' পদে আলস্যও গৃহীত। এই লক্ষণটি সাধন ভক্তি হইতে মহাভাব পর্যন্ত সর্বত্রই সঙ্গত।

শ্রীজীব ও শ্রীবিশ্বনাথ-টীকার তাৎপর্য* ঃ 'ক্রিয়া' শব্দে যেমন ধাতুর অর্থ মাত্রই সূচনা করে, তদ্রূপ 'অনুশীলন' শব্দও ধাতুর অর্থই অভিব্যক্ত করে। ধাতুর অর্থ দ্বিবিধ- প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মূলক। প্রথমটি— কায়িক ,বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপ। দ্বিতীয়টি—প্রবৃত্তিমূলক ধাত্বর্থ হইতে ভিন্ন – এস্থলে রতি-প্রেমাদি স্থায়িভাবরূপ; এবং সেবানামাপরাধাদিশূন্যতা। তাহা হইলে

* শ্রীভ° র° সি° – শ্রীহরিদাস দাস কৃত সংস্করণ হইতে গৃহীত।

'কৃষ্ণানুশীলন' শব্দে কৃষ্ণ-সম্বন্ধি এবং কৃষ্ণ-নিমিত্ত অনুশীলনই বোধ্য, যেহেতু ভক্তিশাস্ত্রে কৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তুমাত্র (কৃষ্ণপরিকরাদিও) বা কৃষ্ণার্থ বস্তুমাত্রই বলা হইয়াছে। এই লক্ষণে রত্যাদি স্থায়ি-ভাবে বা ব্যভিচারী ভাবে অব্যাপ্তি দোষ হয় না—যেহেতু শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়াদি সাধন সমূহে ভাবভক্তিও অন্তর্নিহিত আছে। এই কৃষ্ণানুশীলন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের কৃপা হইতেই লভ্য। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপ এই অনুশীলন দেহাদির বৃত্তিরূপে আবির্ভূত হয়। 'কৃষ্ণ' শব্দ স্বয়ং ভগবানের বাচক হইলেও অন্যান্য ভগবদবতারেরও বোধক। কৃষ্ণে এবং অন্যান্য অব-তারে তারতম্য অবশ্যই স্বীকার্য। প্রাতিকূল্য আচরণে ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া ভক্তির স্বরূপনির্ণয় করত বিশেষণ দিলেন—আনুকূল্যময়। আনুকূল্য বলিতে যদি ভক্তির বিষয়-আবলম্বন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিকেই বুঝায়, তবে অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ হয়; যেহেতু অসুরের সহিত যুদ্ধরসাস্বাদন শ্রীকৃষ্ণের রুচি কর হইলেও তাহাতে অসুরগণের দ্বেষরূপ প্রাতিকূল্য ভাব আছে বলিয়া ভক্তিরস হইল না। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ-উত্তারণের জন্য মা যশোদার গমন তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের রুচি-কর না হইলেও মা যশোদার প্রাতিকূল্য-ভাব না থাকতে, তাহা-তেই ভক্তিরসের পোষণ হইল। সুতরাং আনুকূল্য বলিতে প্রাতি-কূল্যশূন্যতাই শ্রীরূপপ্রভুর বিবক্ষিত। বিশেষণ আনুকূল্য-শব্দ-দ্বারাই যখন ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়, ভক্তি সামান্যই যখন শ্রীকৃষ্ণের

প্রীতিদায়ক, তখন আর বিশেষ্য অনুশীলনপদ রাখা কেন? একথাও বলা চলে না। যেহেতু সামান্য ঘটে প্রাতিকূল্যশূন্যতা আছে বলিয়া কি তাহাতে ভক্তিরসও আছে?

এক্ষণে উত্তমত্ব-সিদ্ধির জন্য অনুশীলন-পদের দুইটি বিশেষণ দিতেছেন—ভক্তি ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুতেই ফলাভিসন্ধি রহিত। ভক্তি-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৎকামনা অনভিপ্রেত নহে। মূলে অভিলাষ শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'অভিলাষিতা' পদের ব্যবহারের তাৎপর্য বলিতেছেন স্বভাবার্থ দ্যোতনা করিবার জন্য 'ইন্' প্রত্যয়টি ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'অভিলাষিতা' পদে নিত্য অভিলাষযুক্ত ব্যক্তির স্বভাবটিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ফলতঃ কোনও ভক্তের কখনও মরণসঙ্কট উপস্থিত হইলে যদি তিনি ভগবানের নিকট বিপত্তি ত্রাণের জন্য প্রার্থনাও করেন তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই, যেহেতু তৎকালীন স্বভাব বিপর্যয়ই ঐরূপ প্রার্থনার কারণ; কিন্তু এই ভাবটি তাহার স্বাভাবিক নয়। জ্ঞান বলিতে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানই বাচ্য, কিন্তু ভজনীয়তত্ত্বের অনুসন্ধান নিত্য অপেক্ষণীয় বলিয়া অবশ্যগ্রাহ্য। কর্ম—স্মার্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি, কিন্তু ভজনীয় বস্তুর পরিচর্যাদি কর্ম হইলেও কৃষ্ণানুশীলনাত্মক বলিয়া সর্বথাই আদরণীয়। 'আদি' পদে ফল্গু-বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্য প্রভৃতির অভ্যাস-ত্যাগই বোধ্য। 'অনাবৃত' পদের তাৎপর্য -এই ভক্তির আবরক জ্ঞান-কর্মাদিই নিষিদ্ধ, কিন্তু ভক্তির আবরক না হইলে তাহা তাহাই অভিপ্রেত।

ভক্তির আবরণ বলিতে শাস্ত্রশাসনে নিত্যকর্ম না করিলে প্রত্যবায় হওয়ার ভয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক কর্মজ্ঞানাদিতে প্রবৃত্তি এবং ভক্ত্যাদি ইষ্টপ্রাপ্তির সাধন-স্বরূপে শ্রদ্ধাপূর্বক তাহাতে প্রবৃত্তি। এই দুইটি শুদ্ধভক্তিতে ত্যাজ্য। কিন্তু লোকসংগ্রহের জন্য কোন মহানুভব ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধারহিত হইয়া পিত্রাদি শ্রাদ্ধও করেন, তাহাতে তাহার শুদ্ধভক্তির ব্যাঘাত হইতে পারে না। এখানে 'শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণভক্তি'—এই কথা বলা উচিত হইলেও ভাগবতাদি-শাস্ত্রসমূহে শুধু ভক্তি-শব্দের শ্রীকৃষ্ণভক্তিতেই পর্যাবসান হইতেছে দেখিয়া এ স্থানেও শুধু ভক্তি-শব্দই ব্যবহৃত হইল।

এই শুদ্ধভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ও রাগানুগা।

বৈধীভক্তি

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥
— ভ০ র০ সি০ ১।২।৬

তাৎপর্য সাধারণতঃ ভজনে প্রবৃত্তি হয় লোভের বশবর্তী হইয়া বা শাস্ত্রশাসনের দ্বারা চালিত হইয়া। যে ভক্তিতে লোভ প্রবর্তক না হইয়া শাস্ত্রশাসনই প্রবর্তক হয়—তাহাকে বৈধীভক্তি বলে। যথা, শাস্ত্রশাসন - প্রত্যহই বিষ্ণু-স্মরণ করিবে, কখনও যেন বিষ্ণু-বিস্মরণ না হয়। বিষ্ণুকে ভুলিলে বিস্মরণ-কর্তার সর্ব-নিষেধ প্রতিপাদিত অনন্ত নরকপাতই হইবে।

রাগানুগা ভক্তি

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥
—ভ° র° সি° ১।২।২৭০

তাৎপর্যার্থ—শ্রীমূর্তির দর্শন অথবা শ্রীভাগবতের দশম-স্কন্ধের লীলা-শ্রবণ হইতে ভজনে লোভবশতঃ শ্রীনন্দযশোদাদি ব্রজজনে প্রকাশ্যভাবে বিরাজমানা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামী হইয়া যে ভজন, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে।

এখানে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় হইল এই যে*—বৈধী ভক্তির অধিকারী জন রতির আবির্ভাবকাল পর্যন্ত শাস্ত্র ও অনুকুলতর্কের অপেক্ষা করে; কিন্তু রতির আবির্ভাবে উহা করে না। রাগভক্তিতে কিন্তু প্রথম প্রবৃত্তির পূর্বেই লোভোৎপত্তি হয় বলিয়া কখনই শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে না, অতএব ইহাই মহান্ উৎকর্ষ। কিন্তু লোভের বস্তু প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রাদির ও তদুক্ত সাধনের অনুসন্ধান অবশ্যই কর্তব্য। তাৎপর্য এইযে শাস্ত্রশাসনে ভজন বিধিমার্গ

---

* বৈধীভক্ত্যথ রাগ ঃ স্বাভাবিকী বৃত্তিশ্চ দ্বিবিধা—কস্যচিৎ শাস্ত্রশাসনেনৈব শ্রীগুরূপদিষ্টশুদ্ধভক্তৌ প্রবৃত্তিমতো ভজনাভ্যাস-পৌনঃপুন্যেন নিষ্ঠা রুচ্যাসক্তিভূমিকা অধিরূঢ়স্যেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তির্হরৌ স্বাভাবিকী ভবতি, যথা—প্রাকৃত লোকানাং পতি-পুত্রাদিষু।

রাগানুগা ভক্তিতে রাগ ঃ কস্যচিচ্চ প্রাচীনার্ব্বাচীন-তাদৃশ-মহৎসঙ্গ কৃপা জনিত বিলক্ষণ-সংস্কারবশেন গুরূপদেশাৎ পূর্বমেবানন্তরমেব বা

লোভবশতঃ বিধিমার্গে (শাস্ত্রবিধি অনুসরণে) ভজন রাগমার্গ। এই ভজনভেদে তুই জাতীয় রতির উদয় হয়। (ভ০ র০ সিন্ধু০ ১।২।২৯৩ শ্রীবিশ্বনাথ টীকা)। ইহার মধ্যে রাগভক্ত্যুত্থ-রতি জাতি ও পরিমাণে আধিক্যবশতঃ এবং ঐশ্বর্যজ্ঞানে অনাদরহেতু এবং শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের সম কিম্বা বড় জ্ঞানহেতু অতিশয় গাঢ় হইয়া থাকে। বৈধীভক্ত্যুত্থ-রতি জাতি ও পরিমাণে কিঞ্চিৎ ন্যূনতা বশতঃ এবং ঐশ্বর্যজ্ঞানস্পৃষ্ট মমতাবিশিষ্ট বলিয়া তাদৃশ গাঢ় হয় না। (—মাধুর্যকাদম্বিনী ৭ম বৃষ্টি)।

রাগানুগা-সাধনভক্তির পরিপাটি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর নিম্ন তিনটি শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে ঃ

১। কৃষ্ণং স্মরণ্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

—ভ০ র০ স০ ১।২।২৯৪

অর্থাৎ রাগনুগায় সাধক নিজাভিলষিত ভাবোচিত লীলাবিলাসী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে এবং স্বজাতীয়-ভাবযুক্ত ব্রজজনকে স্মরণ করিতে করিতে এবং তাঁহাদের কথায় রত থাকিয়া সাধক ও সিদ্ধ উভয় দেহ-দ্বারাই সর্বদা ব্রজে বাস করিবেন।

শাস্ত্রশাসনং বিনৈব স্বভাবত এবেন্দ্রিয়ানাং ভক্তিশাস্ত্রোক্ত আচরণবতী এব যা হরৌ বৃত্তিঃ সাপি স্বাভাবিক জ্ঞেয়া। পূর্বতু বৈধভক্তেঃ প্রমাণেনৈবোৎকর্ষঃ ...... পরন্তু রাগানুগায়াস্তু জাত্যৈবোৎকর্ষ .....অস্বাভাবিক্যাস্তু স্বাভাবিকাভ্যাং সকাশাৎ প্রমাণেন জাত্যা চ নিকর্ষঃ।
(—শ্রী ভা০ ৩২৫।৩২ শ্রীবিশ্বনাথ টীকা)

বিবৃতি ঃ ব্রজে ভক্তিমাত্রই রাগমার্গের ভক্তি, ইহা দুই প্রকার—এক সম্বন্ধানুগা, অপর কামরূপা। যে রাগাত্মিকায় পিতা মাতা-বন্ধু ইত্যাদি কোনরূপ 'সম্বন্ধ' কৃষ্ণ-সেবার প্রবর্তক হয় ও নিয়ামক হয় তাহাকে বলে সম্বন্ধরূপা। ব্রজের নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম সুবল ইত্যাদির শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি হইল সম্বন্ধরূপা। আর নিত্য-সিদ্ধরাগের বশবর্তী হইয়া যাঁহারা কৃষ্ণসুখতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনায় তন্ময় হইয়া সর্বনিরপেক্ষভাবে কোন সম্বন্ধের অপেক্ষা না রাখিয়া সেবা করেন তাঁহাদের ভক্তিকে কামরূপা রাগাত্মিকা বলে। ব্রজকিশোরীগণ এই কামরূপার আশ্রয়।

এই কামরূপার অনুগামিনী ভক্তিকে বলে কামানুগা ভক্তি—ইহাই আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয়, কারণ শ্রীগৌর-হরির প্রদত্ত নামসঙ্কীর্তন হইতে জীবচিত্তে সাধারণতঃ এই কামানুগাভক্তিরই উদ্গম হয়। কারণ এই বিশেষ বস্তুটি দেওয়ার জন্যই শ্রীগৌরহরির এবার আগমন—['অবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্' - চৈ০ চ০ আ০ ১।৪]

এই রাগানুগায় **স্মরণই মুখ্য সাধন**, কারণ রাগ মনের ধর্ম।* রাগানুগার মুখ্যসাধন এই স্মরণেরও দাতা হইলেন শ্রীনাম-প্রভু- শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় চিত্তের মলিনতা অপসারিত হইলেই

---

* অত্র রাগানুগায়াং যন্মুখ্যস্য তস্যাপি স্মরণস্য কীর্ত্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্যমেব, কীর্ত্তনস্যৈব এতদ্যুগাধিকারত্বাৎ সর্ব্বভক্তিমার্গেষু সর্ব্বশাস্ত্রেষু তস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদনাচ্চ। (রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা)।

স্মরণ সম্ভব হয়, কাজেই এই স্মরণেরও কীর্তনের অধীনতা অবশ্যস্বীকার্য্য ।

প্রেষ্ঠ অর্থাৎ নিজ ভাবোচিত লীলাবিলাসী বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে* এবং শ্রীকৃষ্ণের নিজবাঞ্ছিত প্রিয়জনকে স্মরণ করিবে–এই বাঞ্ছিত প্রিয়জন কিরূপ ? কামানুগা সাধকের অনুসরণীয় কামরূপার আশ্রয় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতিই সাধকের বাঞ্ছিত এই প্রিয়জন । শ্রীকৃষ্ণও অতি-বাঞ্ছিত, তবে তাঁহার প্রিয়জন এই শ্রীরাধাদির উজ্জ্বলভাবে একান্ত নিষ্ঠাহেতু তাঁহাদিগেতেই বাঞ্ছার আধিক্য থাকে । ইহা-দিগকে স্মরণ ও ইহাদের লীলাকথায় রত থাকিয়া সদা ব্রজে

---

* শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত রাগানুগাভক্তের নিজ ভাবোচিত শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ তাহা নীচের শ্লোকে পাওয়া যায় ।

বর্হোত্তংসবিলাসকুন্তলভরং মাধুর্য্যমগ্নাননং
প্রোন্মীলন্নবযৌবনং প্রবিলসদ্বেণু প্রণাদামৃতম্ ।
আপীনস্তনকুট্মলাভিরভিতো গোপীভিরারাধিতং
জ্যোতিশ্চেতসি নশ্চকাস্তু জগতামেকাভিরামাদ্ভুতম্ ॥

—কৃষ্ণকর্ণামৃতম্ । ৪

অর্থাৎ যাঁহার শিরোদেশ শিখিপুচ্ছ শোভিত, কুন্তল সুশোভিত, যাঁহার চন্দ্রবদন ঈষৎ হাস্যাদিতে মগ্ন, যাঁহার নবযৌবন প্রোন্মীলিত হইয়াছে । যিনি বেণুনাদামৃতে প্রকৃষ্টরূপে বিলাস করিতেছেন এবং যিনি গোপীগণের ঈষৎস্থূল স্তনকোরক দ্বারা পরিসেবিত, সেই জগতের অদ্ভুত রমণ স্বরূপ চিন্ময়জ্যোতি আমাদের চিত্তে প্রকাশিত হউন ।

বাস করিবে-- সাধক ও সিদ্ধ উভয় দেহেই ব্রজবাস অবশ্য কর্তব্য-রূপে নিরূপিত হইয়াছে। সাধক দেহে ব্রজবাস কোনও অনিবার্য করেণে যদি সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ মনের দ্বারা ব্রজবাস করিতে হইবে।

২। সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥
—ভ° র° সি° ১।২।২৯৫

অর্থাৎ সাধকরূপে যথাবস্থিতদেহে এবং সিদ্ধরূপে অন্ত-শ্চিন্তিত অভীষ্ট তৎসেবোপযোগী দেহে সেই ব্রজস্থ নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের রতি-বিশেষ লাভেচ্ছু ব্যক্তি—ব্রজলোকগণের অনুসরণ করত সেবা করিবেন।

বিবৃতি ঃ সাধকদেহে শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের এবং সিদ্ধদেহে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রমুখ ব্রজলোকের অনুসরণে সেবা করিবার কথাই এখানে বলা হইয়াছে—অনুসরণ অর্থে অনুকরণ নহে—চিত্তবৃত্তিতে মিলই এখানে ধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীগৌর-প্রদত্ত শ্রীনামসঙ্কীর্তন হইতে সাধকের চিত্তে যে ভাবটি অঙ্কুরিত হয়, তাহা হইল মঞ্জরীভাব—কামানুগার অন্তর্গত তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা ভক্তি।

মঞ্জরীভাব ঃ ব্রজগোপিগণের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে —তবে প্রীতির প্রকারভেদে ইঁহাদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক, যাঁহারা কৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ ইচ্ছা

করেন (শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী যূথেশ্বরীগণ); অপর, যাঁহাদের চিত্তে লেশমাত্র সম্ভোগ ইচ্ছা নাই—যাঁহারা নিজের সহিত সম্ভোগ হইতেও কোটিগুণ সুখলাভ করেন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলনে, নিত্য-সখী—আপেক্ষীক লঘু এই মঞ্জরীদের চিত্ত সুনির্মল দর্পণের মত —শ্রীরাধা-চিত্তের মহাভাবের হুবহু প্রতিফলন যাহা ললিতা-বিশাখাদি সখীগণের চিত্তেও হয় না—তাহা এই মঞ্জরীদের চিত্তে হয়। কাজেই শ্রীরাধাচিত্তের সুখামৃতসিন্ধুর পূর্ণ আস্বাদন একমাত্র ইঁহারাই পাইতে পারেন। ইঁহাদের চিত্তের মধুরারতি শ্রীকৃষ্ণের চুম্বন-আলিঙ্গনাদি (অনুভাবাদি) বিনাই রসতাপ্রাপ্ত হইতে কোন অসুবিধা হয় না, কারণ শ্রীরাধার চিত্তের উচ্ছলিত রসটিই ইঁহা-দের চিত্তে হুবহু প্রতিফলিত হইয়া ইঁহাদের রতিকে রসতাপ্রাপ্ত করাইয়া থাকে। এই নিত্যসখী মঞ্জরীদের ভাবের অনুগা ভাবটিই শ্রীগৌরহরি জীবকে দান করিলেন। এই ভাবের স্বরূপ হইল—'তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা কামানুগা রতি'। ইঁহাদের অভিলাষ শ্রীরাধার দাস্য। ইঁহাদের প্রাপ্য মহাভাবের সীমায় শ্রীরাধার চিত্তের উচ্ছ-লিত রসটির আস্বাদন।

সেবা মানে পরিচর্যা। সাধকদেহের সেবা—ফুল-তুলসী চন্দন, বিবিধ প্রকার নৈবেদ্য এবং অন্যান্য নানাপ্রকার সেবার উপযোগী বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহাদ্বারা শ্রীগৌরহরি ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরিচর্যা। মানস সেবা—মনে মনে নানারূপ উত্তম উত্তম সেবোপযোগী বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা সেবা; আরও

পাদসম্বাহন, বীজন, মাল্যগ্রন্থন ইত্যাদি নানাপ্রকার সেবা মানসে হইতে পারে।

৩। শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদিনী বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥

—ভ° র° সি° ১।২।২৯৬

অর্থাৎ বৈধভক্তিতে শ্রবণ-কীর্তনাদি (শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হইতে কার্তিকাদি ব্রত পর্যন্ত ৬৪ প্রকার অঙ্গ)* যে সকল ভক্ত্যঙ্গ

---

* ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ : গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন। সদ্ধর্ম-শিক্ষা পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন। কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস। যাবৎ নির্বাহ প্রতিগ্রহ,একাদশ্যুপবাস। ধাত্র্যশ্বত্থ গো বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন। সেবা নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জন। অবৈষ্ণবসঙ্গ ত্যাগ, বহু শিষ্য না করিব। বহু গ্রন্থ-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিব। হানি-লাভে সম, শোকাদির বশ না হইবে। অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব। বিষ্ণুবৈষ্ণব নিন্দা, গ্রাম্যবার্তা না শুনিব। প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন। পরিচর্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎনতি। অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি। পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্তন। ধূপ-মাল্য-গন্ধ-মহাপ্রসাদভোজন। আরত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্তি দর্শন। নিজপ্রিয় দান, ধ্যান, তদীয় সেবন। তদীয়—তুলসী-বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত। এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন। জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ। সর্বথা শরণাপত্তি, কার্তিকাদি ব্রত। 'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম মহত্ত্ব। —(চৈ° চ° মধ্য ২২।১১২-১২৪)

পূর্বে কথিত হইয়াছে তাহাই এই রাগানুগা ভক্তিরও অঙ্গ বলিয়া মনীষিগণ জানেন।

বিবৃতি ঃ শ্রীনামসঙ্কীর্তনই সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের কারণ বা অঙ্গী,তিনিই কৃপা করিয়া যে যে ভক্ত্যঙ্গের প্রকাশ করেন তাহাই পরমাদরে ভক্তচিত্তে গৃহীত হয়। কাহারও একটি, কাহারও দুইটি, কাহারও বা অধিক ভক্ত্যঙ্গের প্রকাশ হইতে পারে।

৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাঁচটি প্রধান। শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিলেন,—'সাধুসঙ্গ, নাম কীর্তন,* ভাগবত শ্রবণ। মথুরা-বাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥' আবার এই পাঁচের মধ্যে বীজধর্মী নামসঙ্কীর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব শ্রীগৌর-হরির মুখেই প্রকাশিত হইয়াছে; যথা—'তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তন'; 'হর্ষে প্রভু কহে শোন স্বরূপ রামরায়। **নাম-সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়॥'**

এখানে বিশেষ কথা হইল এই যে এই ভক্ত্যঙ্গগুলি আমাদের বিষয়াবিষ্ট চিত্তকে টিউন (Tune) করিয়া যথাকালে স্মরণাঙ্গ ভক্তিতে লইয়া যায়।

---

* এখানে অঙ্গী নামকীর্তনকেও ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে গণনা করা হইল। যেমন একটি বীজ বৃক্ষের কারণ বা অঙ্গী হইয়াও পাতা ফুল ফলাদি অঙ্গের মত আবার শত সহস্র বীজরূপ অঙ্গের প্রকাশ করে—ইহাও সেইরূপ।

শ্রীসনাতন-শীক্ষায় শ্রীগৌরহরি এই রাগানুগাভক্তির পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন—

রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসী-জনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে॥
ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে 'অবিষ্টতা' – তটস্থ-লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী-ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

—চৈ° চ° মধ্য ২২।১৪৫-১৫৯

এই পর্যন্ত রাগানুগাভক্তির পরিচয় দানের পর এইবার ইহার সাধন বলিতেছেন ঃ

বাহ্য অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্তন।
'মনে' নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥*

—চৈ° চ° মধ্য ২২।১৫২।১৫৫

* শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত রাগানুগাভক্তের উপাস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জগতে বৈধীভক্তি পর্যন্তই জানা ছিল—রাগানুগাভক্তি যাহা একমাত্র ব্রজের ধন—তাহা জগতে প্রায় দুর্লভই ছিল। আবার, রাগানুগাভক্তির মধ্যেও যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই উন্নত-উজ্জ্বলরসের কথা তো জগতে অবিদিতই ছিল; (অনর্পিতচরীং চিরাৎ চৈ॰ চ॰ ১।১।৩)। তাঁহার ভাণ্ডারের এই সর্বশ্রেষ্ঠ ধনটিই দাতার শিরোমণি গৌর দুহাতে জগতের আপামর জনসাধারণকে তাঁহার প্রকটকালে বিলাইয়াছেন এবং অপ্রকটেও এইটিই পাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—এই 'শিক্ষাষ্টকের' মধ্যে। তাঁহার দেওয়া শ্রীহরিনাম এই যুগে নিরপরাধে যে গ্রহণ করিবে, তাঁহারই ব্রজের মধুরারতিই লাভ হইবে। শ্রীগৌর-আগমনের পর আর বৈধী ভক্তি রহিল না। বর্তমান সময়ের এই মহান্ বৈশিষ্ট্য সর্বক্ষণই মনে রাখিতে হইবে।

তনু শ্রীগৌরসুন্দর এবং ব্রজের কুঞ্জে লীলাপরায়ণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীগৌর-সুন্দর-প্রবর্তিত ও প্রদত্ত 'নাম-প্রেমরূপ' অবদান প্রভাবে কলিজীবের পক্ষে উভয় লীলারসেরই আস্বাদন হইয়া থাকে। শ্রীগৌরলীলারসার্ণবে তদ্ভক্তরূপে সন্তরণকালে প্রেম বিলাস-বিবর্ত গৌরলীলা রসের ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনানন্দের অপূর্ব আস্বাদন ও রসমত্ততায় ডুবিয়া গেলে মঞ্জরীরূপে ব্রজের নিভৃত কুঞ্জে প্রেম বিলসিত ব্রজকিশোর কিশোরীর অন্তরঙ্গসেবা প্রাপ্তি হয়। জীবের 'সাধ্যসীমা' এইখানে—নিত্যকালের জন্য এই উভয় লীলায় যুগপৎ অবস্থানে।

শ্রীগৌর-আনীত প্রেমমন্দাকিনী ধারা-যে ব্রজের মধুর-রসের প্রবাহ, তাহা প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের লেখনীতে স্পষ্ট হইয়াছে —

অভুদ্ গেহে গেহে তুমুল হরিসংকীর্তনরবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ।
অপি স্নেহে স্নেহে **পরমমধুরোৎকর্ষপদবী**
দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি ॥

— শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ১১৪

অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিসঙ্কীর্তন রব উঠিয়াছিল, এবং তাহার ফলে দেহে দেহে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হইয়াছিল। এই কীর্তনে শ্রুতির অগোচর **ব্রজের মধুররস** উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আলোচ্য রাগানুগা-ভজনের সংক্ষিপ্তসার শ্রীরূপপাদের লেখনীমুখে এইভাবে প্রকাশিত আছে

"তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সংকীর্তনানু-
স্মৃত্যাঃ ক্রমেণ রসনাং মনসি নিয়োজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥"

অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-চরিতাদি মধুরস্বরে গীতাদি ছন্দে কীর্তন ও তৎপশ্চাৎ এই কীর্তনের অনুগতভাবে স্মরণ,

এইরূপ ক্রম অনুসারে জিহ্বা ও মনকে নিয়োজিত করিয়া শ্রীব্রজভূমিতে অবস্থান পূর্ব্ক কৃষ্ণ-অনুরাগী জনের অনুগামী হইয়া জীবনের সমস্ত সময় যাপন করিবে—ইহাই উপদেশ-সার ।

শ্রীশিক্ষাষ্টক—পঞ্চম শ্লোক

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

অর্থাৎ অয়ি নন্দতনুজ! বিষম সংসারসমুদ্রে পতিত তোমার দাসকে তুমি কৃপা করিয়া তোমার শ্রীচরণকমলের ধূলিতুল্য বিবেচনা কর।

অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান।
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান॥
তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন॥

—চৈ০ চ০ অ ২০।৩১, ৩৩, ৩৪

এই পঞ্চম শ্লোকটিতে বিস্রাবধূ অর্থাৎ প্রেমস্তরের উচ্ছলিত অবস্থার বর্ণনা হইয়াছে—শ্রীগৌরের মধুর প্রেমরসসমুদ্রে নাম-সঙ্কীর্তনরূপ-ঝঞ্ঝাবাতে নানারূপ বিচিত্র তরঙ্গ উঠিয়াছে। দাস্য-ভাবতরঙ্গে পড়িয়া তিনি বলিতেছেন—'তোমার নিত্যদাস মুঞি'।

নামসঙ্কীর্তনে দাস্যভাবের উদয়ঃ

শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনই ভক্তি। নামসঙ্কীর্তন একটি জিনিস, আর ভক্তি একটি পৃথক্ জিনিস—নামসঙ্কীর্তন হইতে ভক্তির

উদয় হয়,—এরূপ নয়। শ্রীভাগবতের 'এতাবানেব' (ভা° ৬।৩।২২) শ্লোকের টীকায় শ্রীক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবচরণ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—'তন্নামগ্রহণাদিভিরিতি তৃতীয়া প্রকৃত্যাভিরূপ ইতিবৎ।' অর্থাৎ 'এতাবানেব' শ্লোকে 'ভক্তিযোগের' সহিত 'নামগ্রহণে'র অভেদার্থেই 'নামগ্রহণাদি' বাক্যের পর তৃতীয়া বিভক্তিযোগে 'নামগ্রহণাদিভিঃ' পদটি হইয়াছে।

শ্রীনামসঙ্কীর্তন ভজনের প্রথম অবস্থায় ইন্দ্রিয়ব্যাপার-রূপেই প্রকাশ পায়, অর্থাৎ আমাদের জিহ্বা, কর্ণাদি জড় ইন্দ্রিয় দ্বারাই গৃহীত হয়। এই অবস্থায় ইহার নাম হয় সাধনভক্তি। এই নামসঙ্কীর্তনই ভজনের আসক্তিস্তর অতিক্রান্তে জীবের চিত্তে ভাব বা রতিরূপে উদিত হন। ইহাই হইল প্রেমের অঙ্কুর অবস্থা! ভাবই গাঢ় হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়। দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন—এই তিনে অভেদ।

> তত্ত্ব বস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
> নামসঙ্কীর্তন সর্ব আনন্দস্বরূপ॥
>
> —চৈ° চ° আ° ১ ৯৬

লাল-নীল বিভিন্ন রঙের কাচের আধারে জল যেমন বিভিন্ন রঙে প্রকাশিত হয়, তেমনি মহৎসঙ্গ হইতে জাত চিত্তের অবস্থা ভেদে একই প্রেম দাস্য, সখ্যাদি বিভিন্ন স্থায়িভাবরূপে

প্রকাশ পায়। আবার এই স্থায়িভাব গুলি বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রী মিলনে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্বিধ রসে পরিণত হয়।* জীবের স্বরূপ হইল নিত্য কৃষ্ণদাস। চিত্তের আবরণ উন্মোচনে রতির ভূমিকায় জীবের এই নিজ স্বরূপের স্ফূরণ হয়। এই দাস ভাবটিই হইল জীবের স্বরূপ-লক্ষণ অর্থাৎ উপাদান। কাচ যেমন রঙের দ্বারা রঞ্জিত হইলেও তাহার স্বরূপ-গত ধর্ম ত্যাগ করে না, তেমনি জীব মহৎসঙ্গ দ্বারা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর যে কোনও রঙেই রঞ্জিত হউক না কেন—সে তাহার নিত্যস্বরূপ দাস্যভাব, সেবাই যাহার প্রাণ, তাহা কখনই ত্যাগ করে না। এই দাস্যভাবটি দাস্যভাবের ভক্তে তো আছেই—সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের ভক্তেতেও আছে।

কৃষ্ণ প্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব॥

চৈ০ চ০ আ০ ৭।৫২

শাস্ত্র-দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

কোনও সত্য নির্ণয়ে ন্যায়শাস্ত্র দশবিধ প্রমাণ (যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্য, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা) স্বীকার করেন। এইগুলির মধ্যে একমাত্র শব্দ-

* শ্রীমন্মহাপ্রভুর দান শ্রীনামসঙ্কীর্তন হইতে ব্রজের দাস্য-সখ্যাদি চারটি ভাব হয়। ব্রজে শান্তরস নাই। কাজেই শান্তরসের কথা এখানে বলা হইল না।

প্রমাণ ব্যতীত আর সবগুলিই যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদুষ্ট তাহা একটু বিচার করিলেই বুঝা যায়। কাজেই ভক্তিশাস্ত্রে অপ্রাকৃত বস্তু নির্ণয়ে বেদ-পুরাণাদি শব্দ বা শাস্ত্র প্রমাণই একমাত্র নির্ভরশীল বলিয়া মান্য করা হয়। উপরোক্ত পয়ারে যে সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহার প্রমাণ স্বরূপে মহৎ-অনুভবসিদ্ধ শাস্ত্রবাক্যের অবতারণা করা হইতেছে। কারণ মহতের চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা উজ্জ্বল, সেখানে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ চতুষ্টয়ের স্থান নাই; কাজেই শাস্ত্রবাক্য-মহৎ অনুভব সিদ্ধ হইলে,—তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রাহ্য।

ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব, যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ॥

—চৈ০ চ০ আ০ ৬।৫৩

বাৎসল্যরসসমুদ্রে দাস্যভাবতরঙ্গ ঃ অন্যের কি কথা—মহৎ-শিরোমণি ব্রজরাজ নন্দবাবার শুদ্ধবাৎসল্য-রসসমুদ্রেও দাস্যভাবের তরঙ্গ উঠিতে দেখা যায়। 'শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তার। তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য অনুকার॥' চৈ০চ০আ০

ইহা তাঁহার নিজমুখ-বাক্যেই প্রকাশিত আছে; যথা—

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে উদ্ধবকে গোকুলে পাঠাইলেন, শ্রীনন্দযশোদাদি ব্রজজনকে তাঁহার বিরহে সান্ত্বনা দানের জন্য। উদ্ধব ভাবিলেন—যদি শ্রীনন্দযশোদাকে বুঝাইতে পারি—শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্, তাহা হইলে পুত্রবিরহ আপনিই চলিয়া যাইবে।

কারণ ভগবানের জন্য আর বিরহ কি ? তিনি তো সর্বত্রই আছেন। তাঁহার মত নিকটতম আর কে আছে ? তিনি সর্ব জীব-চিত্তে অতি প্রিয় বন্ধুর মত নিত্য অবস্থান করিতেছেন। কথায় কথায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল; কিন্তু নন্দযশোদার শোক অপনোদন হইল না। ইহার পর উদ্ধব কৃষ্ণসন্দেশ দানে গোপীকুলকে সান্ত্বনাদান পূর্বক যখন মথুরা যাইতেছেন, তখন নন্দাদি গোপগণ সাশ্রুনয়নে উদ্ধবকে বলিলেন—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু॥
—ভা° ১০।৪৭।৬৬

অর্থাৎ হে উদ্ধব! আমাদের মনোবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মাবলম্বিনী হউক, বাক্য শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন করুক এবং শরীর তদীয় প্রণামাদিতে রত থাকুক।

উপরোক্ত বাক্যে বাৎসল্য-রসাধার পিতামাতাদের ভিতরেও যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাবের স্ফুরণ হয়, তাহা প্রমাণিত হইল। এখানে সাধারণভাবে মনে হইতে পারে উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণেরভগবত্তার কথা শুনিয়া সেই অনুভবে ঐশ্বর্যজ্ঞানের উদ-য়েই উপরোক্ত কথাগুলি শ্রীনন্দাদি গোপগণ বলিতেছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।

শ্রীনন্দযশোদাদির মনের প্রকৃতভাব এইরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে ঃ হে আয়ুষ্মন্ উদ্ধব! তোমার বর্ণিত মহারূপগুণের

নিধি আমাদের বালকের প্রতি আমরা মহাকঠোর ব্যবহার করিয়াছিলাম—এখনও করিতেছি। তখন (শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিল) আমরা অতি স্নেহে যে-সব লালন-পালনাদি করিয়াছিলাম—তাহা যে সবই কৃত্রিম ছিল তাহা এখন বুঝিতেছি। তাহা না হইলে শ্রীকৃষ্ণবিরহে আমরা এখনও বাঁচিয়া আছি কি করিয়া? পিতা জগতে একজন ছিলেন,—সে 'দশরথ', যিনি পুত্র রামের বনগমন শ্রবণমাত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের তো সেই পুত্র কৃষ্ণে প্রেমগন্ধও নাই। এই কথা জানিয়াই তো আমাদের অভিজ্ঞচূড়ামণি পুত্র আমাদের মত নিষ্ঠুর পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া বসুদেব-দেবকী নামক অন্য দুইজনকে পিতামাতা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন—তোমার বর্ণিত পরমেশ্বরত্বের অবিতর্ক্য-অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা। অতএব ত্রিজগতের মধ্যে অতি দুর্ভাগা আমাদের ধিক্।

মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে শ্রীনন্দ-যশোদার কৃষ্ণপ্রেমসাগরে মহা-আবর্তের সৃষ্টি হইল—মহা অনুরাগোত্থ অতি দৈন্যের উদয়ে তিনি বলিতে লাগিলেন—'এ জন্ম তো গেলই; ভবিষ্যতের কোন জন্মে যেন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে রতি-মতি হয়;—ইহাই প্রার্থনা শ্রীনন্দযশোদার মনাদি সর্বেন্দ্রিয় নিয়ত শ্রীকৃষ্ণরূপাদিতে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও এইরূপ প্রার্থনার উদয়ে দৈন্যনামক সঞ্চারিভাবেরই মহাপ্রাবল্য বোঝা যাইতেছে। এখানে শ্রীনন্দযশোদাদির বিরহ-বৈবশ্য ও তাহাদের প্রতি

শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্য জ্ঞান-জনিত মহাদৈন্যে নিজ নিজ ভাববিচ্যুতি হইতেই এই **দাস্যভাবের উদয়** বুঝিতে হইবে।—(শ্রীবিশ্বনাথ টীকা)

সখ্যরসসমুদ্রে দাস্যভাবতরঙ্গ : কৃষ্ণপ্রেম গুরু, সম ও লঘুকে দাস্যভাব করায়—গুরুবর্গের দাস্যভাবের কথা বলিয়া এখন সখাদের দাস্যভাবের কথা বলা হইতেছে।

শুদ্ধমাধুর্যজ্ঞানযুক্ত শ্রীদামাদি ব্রজবালকগণ যশোদাতনয় শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রাণসখারূপেই জানে—এই কৃষ্ণ যে আবার পরমেশ্বর এরূপ কোন চিন্তাই তাহাদের মনে স্থান পায় না। তবু বস্তুস্বভাব বিনা-অনুসন্ধানে আপন কাজ করিয়া যায়; তাই কৃষ্ণ-প্রেমের প্রভাবেই কখনও কখনও এই সখাগণ দাস্যভাবের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদসম্বাহন করিয়া থাকেন—

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন—কেবল-সখ্যময়॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে—স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন॥

—চৈ০ চ০ আ০ ৬।৬১-৬২

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো* ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥

—ভা০ ১০।১৫।১৭

---

* ততস্তাদৃশ-তৎসেবান্তরায়রূপঃ পাপ্মাবৈরিত্যাত্মনমধিক্ষিপতি।

অর্থাৎ পরমভাগ্যবান্ কোন কোন সখা শ্রীকৃষ্ণের পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন, এবং অপর পাপশূন্য কেহ কেহ পাখাদ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন।

মধুররসসমুদ্রে দাস্যভাবতরঙ্গ ঃ কৃষ্ণপ্রেমে যাঁহারা সর্বাধিক গরীয়সী, যাঁহাদের প্রেমের মহিমা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া দ্বারকার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীউদ্ধব মহাশয় পদধূলি প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন সেই ব্রজগোপীগণের দাস্যভাবের কথা এইবার বলা হইতেছে।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান॥

—চৈ০ চ০ আ০ ৬।৬৫

তেষাং নিত্যতাদৃশত্বেঽপি অয়মাত্মাঽপহতপাপ্মা (শ্রী ভা০ ৮।১।৫) ইতিবৎ তৎপ্রয়োগঃ।—শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তাৎপর্যার্থ ব্রজবালকগণ নিত্যসিদ্ধ-পরিকর, তাঁহারা জীব নয়। ইঁহাদের সেবার অন্তরায় পাপ থাকিতে পারে না,—তবে যে এখানে পাপ যাওয়ার কথা বলা হইল, ইহা শ্রুতিতে যেমন 'অয়মাত্মা অপহতপাপ্মা' বাক্যে নিত্য আত্মার নিত্য পাপশূন্যতার কথা বলা হইয়াছে। এখানেও তেমনি গোপবালকদের নিত্য পাপশূন্যতা সূচিত হইতেছে।

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজ-জনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে **ভবৎকিঙ্করীঃ** স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয়॥
ভা° ১০।৩১।৬

অর্থাৎ হে ব্রজজনার্তি-বিনাশন ! হে বীর ! হে নিজজনের গর্ব-নাশক মৃদুহাস্যকারী ! হে সখে ! আমরা তোমার কিঙ্করী, আমাদিগকে ভজনা কর এবং তোমার মনোহর মুখকমল দর্শন করাও।

শ্লোক-তাৎপর্য ঃ অপরাপর গোপীগণ বলিলেন—'যোষিৎগণের মধ্যে যাহারা ব্রজবাসিনী তাহাদের কামপীড়া নিরাময় করিয়া থাক; কিন্তু আকাশচারী অন্যান্য দেবীগণের তাদৃশ ক্লেশ অপনোদন কর না। ৩৫ অধ্যায়ের—'ব্যোমযান-বনিতাঃ' ইত্যাদি—শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে। হে বীর ! দুর্বার মদন-প্রভাব জয়ী ! এত বীর হইয়াও তুমি আমাদের সৌভাগ্য গর্ব ও তাহা হইতে উত্থিত আমাদের বাম্যভাব মানও সহ্য করিতে পার না—এইজন্যেই অসহ্যবোধে মৃদু হাসি দ্বারা নিজজনের মান নাশ করিয়া থাক। যদি বল, শীঘ্র বর গ্রহণ কর,—তাহাতে বলিতেছি,—'**তোমার কিঙ্করী** আমাদিগকে ভজনা কর।' তোমরা যদি আমার কিঙ্করীই হইবে, তবে প্রভুর মত আজ্ঞা করিতেছ কিরূপে ? ইহার উত্তরে গোপীগণ বলিতেছেন—'তুমি আমাদের সখা, এই কারণেই আমাদিগকে ভজিতে বলিতেছি।' ভাল ! তাহা হইলে বল—তোমাদিগকে কিভাবে ভজনা করিব ?

তাহাতেই বলিতেছেন—তোমার মুখকমল দর্শন করাও ।—শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ।

এখানে **'তোমার কিঙ্করী'** পদে গোপীগণের দাস্যভাব সূচিত হইতেছে ।

ব্রজের অন্য গোপীগণ তো দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীমতীরাধিকাও দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন ।

তাঁ সবার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা ।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা ॥
তেঁহ যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥ চৈ০চ০আ০ ৬।৬৯

শারদীয় রাসের আরম্ভে কোনও লীলাকৌতুকের জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাসমঞ্চ হইতে অন্তর্ধান করিয়া প্রেয়সীশিরোমণি শ্রীরাধিকাকে লইয়া বনভ্রমণে বাহির হইলেন । নানা লীলাবিলাসে একাকী শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধার চিত্তে গর্বের উদয় হইল । তিনি কেশবকে বলিলেন—আমি বনভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর চলিতে পারিতেছি না, আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া চল । স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধার এই কৃত্রিম আলস্যাদিময় গর্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে অন্তর্হিত হইলে মহা বিরহের উদয়ে শ্রীরাধা বিলাপ করিতেছেন ।

হা নাথ ! রমণ ! প্রেষ্ঠ ! ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ !
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে ! দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ —১০।৩০।৩১

অর্থাৎ হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাভুজ! হে সখে! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? এই **দীনা দাসীকে** তোমার নিকট লইয়া যাও।

শ্লোক তাৎপর্য : 'নাথ' সম্বোধনের অভিপ্রায় হইল এই যে, তোমার বিরহদাবাগ্নিতে দহ্যমান এই দেহ হইতে প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইতে উদ্যত হইয়াছে। বহু যত্নেও আমরা ইহা রক্ষা করিতে পারিতেছি না, তুমি এই দেহের 'নাথ' তথা মালিক, অতএব শীঘ্র আসিয়া তোমার ধন তুমি রক্ষা কর। আমার নিজের স্বার্থের জন্য ইহা রক্ষার প্রার্থনা করিতেছি না; কিন্তু তোমার স্বার্থের জন্যই করিতেছি—তাই বলিতেছি 'হে রমণ' ইত্যাদি; সমস্ত গোপীদের ত্যাগ করিয়া রমণসুখবিশেষের জন্য যাহাকে এতদূরে নির্জনে লইয়া আসিলে, সেই আমি মরিয়া গেলে এই-প্রকার রতিসুখ অন্যত্র লাভ করিতে না পারিয়া আমার স্মরণে তুমিও দুঃখে বিলাপ করিবে। যদি বল—হউক আমার দুঃখ তাহাতে তোমার কি? সেইজন্য বলিতেছি 'হে প্রেষ্ঠ'! অর্থাৎ হে আমার একান্ত প্রিয়তম! তোমার দুঃখ কোটিগুণ হইয়াই আমার বুকে বাজে। আমার প্রাণকোটিনির্মঞ্ছনীয় তোমার পাদ-কমলনখাংশের দুঃখও আমি মরিয়াও সহ্য করিতে পারিব না। অতএব দয়া করিয়া তোমার নিকটে লইয়া আমার সেই দুঃখ দূর কর। যদি বল—নির্গতপ্রায় প্রাণ আমি কি করিয়া রক্ষা করিতে সমর্থ হইব? তদুত্তরে বলিতেছি—তুমি মহাভুজ।

তোমার মৃতসঞ্জীবনীতুল্য ভুজ-স্পর্শমাত্রেই এই দেহ সুস্থ ও সুশীতল হইবে; এবং তাহাতে প্রাণ নিজেই আসিয়া স্থির হইবে। যদি জানই যে আমা ব্যতীত তোমার এই অবস্থা হইবে তবে মহারাজকুমার পরম সুকুমার আদরণীয় আমাকে—'তোমার যেখানে মনে লয়, সেখানে আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া চল'—এইরূপ আদেশ করিলে কেন? ইহার উত্তরে, অতি-দৈন্যে ব্যগ্রতার সহিত বলিতেছেন—**'আমি তোমার দীনা দাসী'**। তৎকালীন বিলাসশ্রম জনিত নিদ্রালস্যে অভিভূত হইয়াই উক্তপ্রকার বলিয়াছি—আমাকে ক্ষমা কর।

এখানে 'তোমার দীনা দাসী' বাক্যে শ্রীরাধার দাস্যভাব সূচিত হইতেছে।

দ্বারকামহিষী-রুক্মিণ্যাদির কৃষ্ণদাসী-অভিমান শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮৩।৮) শ্লোকের 'তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চ্চনায়'—অর্থাৎ 'সেই **শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনিকেতন-চরণ-সেবা আমার চিরদিনের জন্য থাকুক**' এই বাক্যে ব্যক্ত আছে।

উপসংহার ঃ অন্যের কি কথা শ্রীবলদেব মহাশয়, যাঁ'র ভাব শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময় তিনিও আপনাকে দাস-ভাবনা করেন। আর শিব নিরন্তর কৃষ্ণদাস-অভিমান বশতঃ কৃষ্ণগুণ-লীলা গানে প্রেমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নিরন্তর নৃত্য করিতেছেন। কৃষ্ণদাস ভাব-বিনা আর কে আছে?

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো, সর্বদেব-অবতংস॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশা।
নিরন্তর কহে শিব, 'মুঞি কৃষ্ণদাস॥'
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয়॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৬।৭৭-৮০

শ্রীশিক্ষাষ্টক—ষষ্ঠ শ্লোক

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! সেদিন আমার কবে হইবে—যখন কৃষ্ণ বলিতে আমার নয়নে অশ্রুধারা নামিয়া আসিবে, বদন গদ্‌গদ বাক্যে রুদ্ধ হইয়া আসিবে, আর সমস্ত দেহ পুলকে আপ্লুত হইয়া যাইবে।

পুন অতি-উৎকণ্ঠা, দৈন্য হইল উদ্‌গম।
কৃষ্ণ-ঠাঁই মাগে সপ্রেম নাম-সঙ্কীর্তন ॥
প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥

—চৈ০ চ০ অ০ ২০।৩৫, ৩৭

শ্রীগৌরহরির প্রেমসমুদ্রে নামসঙ্কীর্তনরূপ-ঝঞ্ঝাবাতে দৈন্য নামক যে সঞ্চারি-ভাবের উদ্‌গম হইয়াছিল তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি অতি-দৈন্যে ও উৎকণ্ঠায় কৃষ্ণের নিকট দাসত্বের বিনিময়ে সপ্রেম-নামসঙ্কীর্তন ভিক্ষা করিতেছেন। দৈন্যের উদয়ে জীব-অভিমানে গৌরহরির এখন মনে হইতেছে তাঁহার চিত্তে প্রেম নাই,যে-প্রেমবিনা কৃষ্ণভ্রমরের অন্য কোন বস্তুরই প্রয়োজন হয় না। কাজেই তাঁহার ভাণ্ডারে কৃষ্ণসেবার উপকরণ কিছুই না পাইয়া নিজেকে অতি দরিদ্র মনে হইতে লাগিল। আবার যে

প্রেমে ব্রজরাজনন্দনের সেবা হইতে পারে, সেই ব্রজপ্রেম এক ব্রজরাজনন্দন বিনা অন্য কাঁহারও দানের শক্তিও নাই; তাই সেই সমর্থ-বদান্যের নিকটই তিনি ঐ বস্তুটি প্রার্থনা করিতেছেন 'দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন'।

শ্রীরাধার দাস্য (মঞ্জরীভাব) প্রার্থনা ঃ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের উপরোক্ত পয়ারে 'সপ্রেম নামসঙ্কীর্তন' ও 'দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন' বাক্য দুইটির অপূর্ব ধ্বনি আছে। সোজাসুজি প্রেমভিক্ষা চাহিলেই তো হইত, কিন্তু দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া তাহার বিনিময়ে প্রেম দিতে বলিতেছেন কেন? এই'কেন'র উত্তর একটু বিচার করিলেই পাওয়া যায়, যথা—নাম-সঙ্কীর্তন হইতে যে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদয় হয়, তাহাতে স্বসুখ-বাসনার কোন কথাই থাকে না, সেখানে থাকে শুধু কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা, যাহার প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন হয় কৃষ্ণদাসত্বে নিয়োজন। এই জাতীয় স্বসুখ-বাসনাহীন প্রীতি ব্রজের বাহিরে আর কোথাও নাই। মধুর রসাশ্রিত দ্বারকা-মহিষীদের ভিতরেও সুখবাসনা আছে। এই জাতীয় ভক্তিকে রাগমার্গের ভক্তি বলে, আর ইহার অঙ্গী বা আত্মা হইল শ্রীনামসঙ্কীর্তন। শ্রীগৌরহরি নামসঙ্কীর্তনের মাধ্যমে জগৎকে দান করিতেছেন এই রাগভক্তির মধ্যেও যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সেই উন্নতোজ্জ্বল-রসগর্ভা প্রেমভক্তি, যাহা ব্রজের কুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দের মধ্যে নিরন্তর উচ্ছলিত-উদ্বেলিত হইতেছে। ব্রজের নিত্যসিদ্ধ মঞ্জরীগণ ব্যতীত এই রসটির পূর্ণ

আস্বাদন আর কাহারও হয় না। শ্রীরাধার ভাবের হুবহু প্রতি-ফলন একমাত্র শ্রীরাধার দাসী এই মঞ্জরীদের সুনির্ম্মল স্বচ্ছ চিত্তেই হইতে পারে। শ্রীগৌরহরি এই মঞ্জরীভাব যাহা চিরকাল অনর্পিত ছিল তাহাই পরম করুণায় এই কলির জীবকে দান করিয়াছেন। আজ যে কেহ রাধার দাস্য অভিলাষ করিয়া প্রেমের সহিত শ্রীনামসঙ্কীর্তনপরায়ণ হইবেন, তিনিই ঐ ভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজে কুঞ্জসেবা লাভ করিবেন। এই দাসত্বের কথাই এখানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে; যথা,—

যে সর্ব্ব-নৈরপেক্ষ্যেণ রাধাদাস্যেচ্ছবঃ পরম্।
সঙ্কীর্ত্তয়ন্তি তন্নাম তাদৃশ প্রিয়তাময়াঃ॥

—বৃ° ভা° ২।১।২১

তাৎপর্যার্থ—যাঁহারা সর্বপ্রকার সাধ্য-সাধনে অপেক্ষা-রহিত ও তাদৃশ প্রেমের সহিত কেবল শ্রীরাধার দাস্য অভিলাষ করিয়া নামসঙ্কীর্তন করেন, তাঁহারা ব্রজের কুঞ্জে সেবাধিকার লাভ করেন।

নামসঙ্কীর্তনে ও প্রেমে অভেদ ঃ উপরোক্ত শ্লোকে শ্রীগৌরহরি 'নয়নং গলদশ্রুধারয়া' ইত্যাদি লক্ষণে অর্থাৎ বিশে-ষণে কোন একটি বিশেষ প্রেম-স্তরের কথা বলিয়া শ্লোকের শেষ চরণে সেইটি প্রাপ্তির অবশ্যম্ভাবি উপায়রূপে 'নামগ্রহণে'র উল্লেখ করিয়া এই দুইএর অভেদত্বই স্থাপন করিলেন। অত্যাদরে নাম-সঙ্কীর্তনে দ্রুত অবশ্য প্রেমপ্রাপ্তি হয়। এস্থলে প্রেম—কার্য,

আর নামসঙ্কীর্তন—কারণ। সাধারণতঃ, কারণই কার্যের পূর্বে স্থান পায়। কিন্তু এখানে প্রেমরূপ কার্যকে নামসঙ্কীর্তনরূপ কারণের পূর্বে স্থান দেওয়াতে চতুর্থ প্রকারের অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে—ইহার তাৎপর্য হইল যেখানেই নিরপরাধে নাম আছে সেখানেই প্রেম আসিয়াই গিয়াছে জানিতে হইবে; শুধু ইহার বহিপ্র্কাশে যেটুকু সময়াপেক্ষা। শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও দেখান হইয়াছে যে 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণপ্রেম' ও 'কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন' এই তিনে অভেদ; সেই কথাটিই এখানে শ্রীগৌরহরির মুখে ব্যক্ত হইল।

বৃহদ্ভাগবতামৃতের 'মন্যামহে' [বৃ০ ভা০ ২।৩।১৪৮] শ্লোক হইতে 'বিচিত্রলীলা' শ্লোক (বৃ০ ভা০ ২।৩।১৬৮) পর্যন্ত শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বৈকুণ্ঠপার্ষদদের মুখে নামসঙ্কীর্তনের সার্বভৌমত্ব অতি-উল্লাসের সহিত কীর্তন করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি ভক্তির ফল প্রেম ও সঙ্কীর্তনের অভেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সাধনস্তরে যে শ্রীনামসঙ্কীর্তন সাধন ভক্তিরূপে প্রকাশ পায় তাহাই রতির স্তরে ভাব ভক্তিরূপে উদিত হয়; যথা,—

তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ।
ভগবৎপ্রেম-সম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ॥

—বৃ০ ভা০ ২।৩।১৬৫

অর্থাৎ সেইজন্য ভক্তিরসিকগণ নামসঙ্কীর্তনকেই ভক্তির ফল প্রেম বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কারণ, নাসঙ্কীর্তনই

অব্যর্থ ভগবৎপ্রেমসম্পাত্তি প্রাপ্ত করান, ইহার কখনও অন্যথা-চরণ হয় না।

বিবৃতি—কর্ম এবং জ্ঞানের সাধন একটি, আর সাধ্য হয় আর একটি। কর্মের সাধন যজ্ঞ, আর প্রাপ্তি হইল স্বর্গ; জ্ঞানের সাধন 'জীবে ব্রহ্মে ঐক্য চিন্তন' সিদ্ধিকালে (ব্রহ্মসাযুজ্যলাভে) লোপ পায়, তখন জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা কিছুই থাকে না।

কিন্তু ভক্তিমার্গের একটি বৈশিষ্ট্য হইল এখানে সাধন ও সাধ্য অর্থাৎ সাধনের ফল এক। সাধনভক্তি হইতে সাধ্যভক্তি প্রেমের উদয় হয় [ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যাঃ]। শিক্ষাষ্টকের উপ্‌-রোক্ত শ্লোকে এই কথাটি ধ্বনিত হইয়াছে। বৃহদ্ভাগবতামৃতের 'তদেবমন্যতে' শ্লোকে ঐ কথাটিকেই আরও একটু বিস্তার করা হইয়াছে—এখানে বিশেষ কথা হইল এই যে সমস্ত প্রকার সাধনভক্তির প্রেমই ফল, ইহা সত্য কিন্তু **নামসঙ্কীর্তনরূপ সাধনভক্তিযাজনে সেই প্রেম অবশ্য লাভ হয়** বলিয়া উপ-চারে (লক্ষণ দ্বারা বোধিত) এই নামসঙ্কীর্তনকে তাহার ফল প্রেমের সহিত এক মনে করা হয়; যথা,—

সল্লক্ষণং প্রেমভরস্য কৃষ্ণে, কৈশ্চিদ্রসজ্ঞৈরুত কথ্যত তৎ।
প্রেম্ণোভরেনৈব* নিজেষ্ট নামসঙ্কীর্ত্তনং স্ফুরতি স্ফুটার্ত্ত্যা॥

—বৃ০ ভা০ ২।৪।১৬৬

---

* ভর—আধিক্য

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তনই কৃষ্ণপ্রেমের উৎকৃষ্ট লক্ষণ বলিয়া কোন কোনও নামসঙ্কীর্তন-লম্পট ভক্ত নামসঙ্কীর্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। যেহেতু স্ফুট আর্তি-ভরে নিজ প্রিয়ের যে নামসঙ্কীর্তন তাহা কেবল প্রেমের আধি-ক্যেই আবির্ভূত হয়।

শ্রীসনাতনপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলিলেন—এইরূপ নামসঙ্কীর্তনে প্রেম আবির্ভূত হয়, আবার প্রেমের দ্বারা সঙ্কীর্তনও সিদ্ধ হয়। অতএব নাম সঙ্কীর্তন ও প্রেম অন্যোন্যসিদ্ধ—উভয়ে উভয়ের কার্যকারণতা সম্বন্ধহেতু অভেদই সিদ্ধ হইল।[v]

নাম্নান্তু সঙ্কীর্তনমার্ত্তিভারান্মেঘং বিনা প্রাবৃষি চাতকানাম্।
রাত্রৌ বিয়োগাৎ স্বপতে রথাঙ্গীবর্গস্য চাক্রোশনবৎ প্রতীহি॥

—বৃ° ভা° ২।৩।১৬৭

অর্থাৎ বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতক ও রাত্রিতে পতিবিয়োগ বিধুরা চক্রবাকীর করুণ বিলাপের ন্যায় ভক্তসকল প্রেমভরে বিরহ-যাতনায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন করিয়া থাকেন।

শ্লোক তাৎপর্য ঃ কিন্তু প্রেমবিশেষের দ্বারাই নাম-সঙ্কীর্তন হইয়া থাকে। পরমার্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ-বোধেই নাম-সঙ্কীর্তনই হইয়া থাকে—ইহা বিশ্বাস কর। বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতকের ন্যায় আর্তস্বরে 'প্রিয়! প্রিয় হে! বলিয়া আক্রোশনের

---

v এবং নামসঙ্কীর্ত্তন—প্রেমণোঽন্যোঽন্যং কার্যকারণতা সিদ্ধা। ততোঽভেদোঽপি সিদ্ধ ইতি দিক্। —বৃ° ভা° ২।৩।১৬৬ টীকা

ন্যায় এবং রাত্রিকালে নিজপতি-বিরহে চক্রবাকীসমূহের করুণ আহ্বানের ন্যায় ভক্তসকলও পরম বিরহজ প্রেমার্তিতে প্রায় নামসঙ্কীর্তন করিয়া থাকেন।* ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ব্রজগোপীগণ। অক্রুর ব্রজগোপীর প্রাণধন গোবিন্দকে রথে করিয়া মথুরায় লইয়া চলিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে ব্রজদেবীগণ পাগলিনীর ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে রথাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে রথ হইতে অবতরণ করাইবার জন্য রথের দিকে ধাবিত হইলেন কিন্তু স্তম্ভাদি ভাবের উদ্গমে চলিতে না পারিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া ব্রজ-বৃদ্ধদের সম্মুখেই তাঁহাদের মনের ভাব-প্রকাশক নামসঙ্কীর্তনে আর্তস্বরে তাঁহাদের প্রাণনাথকে ডাকিতে লাগিলেন; যথা,—এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণ-বিষক্তমানসাঃ বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং, গোবিন্দ! দামোদর! মাধবেতি!॥—ভাঃ ১০।৩৯।৩১

---

* কিন্তু প্রেমবিশেষেণৈব নামসঙ্কীর্ত্তনম্ স্যাদিতি দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্তি—নাম্নামিতি। আর্ত্তেভারাদ্ গৌরবাদ্ধেতোরেব নাম্নাং সঙ্কীর্ত্তনং ভবতীতি প্রতীহি। কিমিব? প্রাবৃষি বর্ষাসু মেঘং বিনা চাতকানামাক্রোশনমার্ত্তস্বরেণ! প্রিয় প্রিয়েত্যাহ্বানমিব, তথা রাত্রৌ স্বপতিবিরহাৎ রথাঙ্গীবর্গস্য চক্রবাকীবর্গস্য চাক্রোশনবৎ। এবং বিরহজ-প্রেম্ণৈব প্রায়ো নাম-সঙ্কীর্ত্তনং স্যাদিত্যুক্তম্। বিরহদ্বারাবির্ভবতঃ প্রেম্ণশ্চ পরম-বৈশিষ্ট্যং পূর্বোপাখ্যানান্তে প্রায়োনোক্তমেবাগ্রেঽপি বক্ষ্যতে। এবং পরমার্ত্তা বিচিত্রমধুরগাথা-প্রবন্ধেন ভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তনম্ কার্য্যমিতি তাৎপর্য্যম্। 'সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তৎ' ইতি ন্যায়াৎ।

—বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৭ টীকা

অর্থাৎ এইরূপ বলিতে বলিতে অতিশয় বিরহাতুরা শ্রীকৃষ্ণ-গতচিত্তা ব্রজদেবীগণ লজ্জা ত্যাগ করিয়া 'হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !' বলিয়া উচ্চস্বরে করুণভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী এবং সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্যার্থ : 'হে গোবিন্দ' এই সম্বোধনের দ্বারা জানাইলেন তুমি গোকুলের ইন্দ্র, তুমি ভিন্ন এই গোকুল ক্ষণকালেব মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিম্বা হে গোবিন্দ, তুমি আমাদের শত সহস্র গো অর্থাৎ মন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে লাভ কর, অর্থাৎ তোমার সহিতই গমনশীলা ইহাদিগকে কৃপা পূর্বক গ্রহণ কর—তোমার মনো-বৃষভেন্দ্রের সহিত ইহাদিগকে সঙ্গম করাইয়া রক্ষা কর, উপেক্ষা করিও না। আমাদের শরীর তোমার সঙ্গের অযোগ্য বলিয়া মন্দভাগ্য—যদি তুমি না আস তবে ইহা এখানেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যদি স্ত্রীবধের পাপ এখন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না কর তবে আমাদিগকে গ্রহণ কর। তারপর সম্বোধন করিলেন 'হে দামোদর'—এই সম্বোধন দ্বারা জানাইলেন—যাঁহার প্রেমে তুমি বন্ধন স্বীকার করিয়াছ সেই মাতা যশোমতীকে তুমি ত্যাগ করিও না—যদি তুমি পরশ্ব না আস তাহা হইলে তিনি অবশ্য মরিয়া যাইবেন। তুমি মাতৃহন্তার ভাগী হইও না। তারপর সম্বোধন করিলেন, 'হে মাধব'—এই সম্বোধন দ্বারা জানাইলেন—'মা' শব্দে পরমা লক্ষ্মী শ্রীরাধা আর 'ধব' শব্দে পতি। হে রাধানাথ,

হে রাধার নয়নমণি, হে রাধার বক্ষোমণি—তুমি আমাদের কোটি দাবানল তুল্য এই বিরহানলে ফেলিয়া চলিয়া যাইও না। তোমার প্রাণপ্রিয় সুকুমারী রাধা এই দাবনল তাপ কি করিয়া সহ্য করিবে—তোমার অদর্শনে এই কুসুমকলিকা শুকাইয়া এই গোকুলের রজে ঝরিয়া পড়িবে—তোমার ধন রক্ষা করিবার দায়িত্ব তোমারই। তাই বলি আমাদের নিবেদন গ্রহণ কর। আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও না।]

এইরূপে দেখা যায় বিরহরূপ দ্বারকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভাবিত প্রেমের পরম বৈশিষ্ট্যের কথা শাস্ত্রে নির্ণীত আছে ; (এই বৈশিষ্ট্য হইল পরম আর্তিভরে প্রিয়ের নামসঙ্কীর্তন)। **'সিদ্ধের যাহা লক্ষণ সাধকের তাহাই 'সাধন' এই ন্যায় অনুসারে পরম আর্তিভরে বিচিত্র মধুরগাথা-প্রবন্ধে শ্রীভগবানের নামসঙ্কীর্তনই সাধকের কর্তব্য এবং ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য**।—শ্রীসনাতন টীকা

স্তর নির্ণয় ঃ শিক্ষাষ্টকের এই ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণরতির কোন্ অবস্থার কথা বলা হইতেছে তাহাই এখন বিচার করা হইতেছে।

এই বিচারের খেই ধরিতে হইবে ঐ 'গলদশ্রুধারয়া' বাক্যে। এখানে দুই-এক বিন্দু নয়, 'অশ্রুর ধারার' কথা বলা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কোন্ অবস্থায় 'অশ্রুর ধারা' নামিয়া

আসে, তাহাই শাস্ত্র হইতে মিলাইতে পারিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবই হইল ভক্তের দেহে চাঞ্চল্য জন্মানো ; যথা,—

প্রেমের স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায়॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥

—চৈ০ চ০ আ০ ৭।৮৮-৯০

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে 'সত্ত্ব' বলা হয়—এই 'সত্ত্ব' হইতে উৎপন্নভাবকে 'সাত্ত্বিক' বলা হয়। আর কতগুলি ভাব আছে যাহা 'সত্ত্ব' হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহাতে বুদ্ধির প্রবেশ আছে বলিয়া ইহাদের 'অনুভাব' নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে চিত্তের এই ভাবের বহিঃপ্রকাশ দুই প্রকার—(১) অনুভাব, (২) সাত্ত্বিকভাব।

(১) অনুভাব—নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গীত, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষারাহিত্য, লালাস্রাব,অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কা, স্মিত ইত্যাদি। (২) সাত্ত্বিকভাব—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

পাত্রভেদে প্রেমের কম-বেশী আছে, আবার একই চিত্তে অবস্থাভেদে সমুদ্রের মত প্রেমের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। প্রেমের তারতম্যে উপরোক্ত ভাবগুলির প্রকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। কখনও একটি-দুইটি বা অধিক আবার কখনও প্রেমের আধিক্যে সমস্তগুলিরই উদয় হইতে পারে। আবার এই ভাবগুলি প্রেমের মাত্রা অনুসারে কখনও স্তিমিত অবস্থায় আবার কখনও অতি উজ্জ্বল অবস্থায় প্রকাশ হইতে পারে। ইহারা প্রেমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর উত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত এই চারিভেদ প্রাপ্ত হয়।

ধূমায়িত অবস্থায়—দুইটি কি একটি সাত্ত্বিক ভাবের ঈষৎ উদয় হয়; (গোপন করিতে পারা যায়) যথা,—নয়নে দুই এক বিন্দু অশ্রু এবং দেহে ঈষৎ পুলক। জ্বলিত অবস্থায়—দুই তিনটি সাত্ত্বিকভাব যুগপৎ উদিত হয়, (কষ্টে গোপন করিতে পারা যায়)।

দীপ্ত—বৃদ্ধি প্রাপ্ত তিন চার বা পাঁচটি সাত্ত্বিকভাব যদি একই কালে উদিত হয় এবং তাহাদিগকে সম্বরণ করিতে না পারা যায় - তবেই দীপ্ত নামক সাত্ত্বিক ভাব হয়; যথা,—নয়ন অশ্রুব্যাপ্ত, বাক্য গদ্গদ ও শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

উদ্দীপ্ত—একই সময়ে পাঁচ ছয় বা সকল সাত্ত্বিক ভাবই উদিত হইয়া যদি পরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা উদ্দীপ্ত নাম ধরে। এই অবস্থায় ভক্ত স্বেদ, পুলক, স্তম্ভাদিতে আকুল হইয়া যায়। এই উদ্দীপ্ত ভাবই আবার মহাভাবের অবস্থায়

সুদ্দীপ্ত হয়, তখন সমস্ত ভাবগুলিই সীমাপ্রাপ্ত উৎকর্ষতা লাভ করে।

তাহা হইলে উপরোক্ত লক্ষণগুলির সঙ্গে শিক্ষাষ্টকের 'নয়নং গলদশ্রুধারয়া' শ্লোকের লক্ষণগুলি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে এই ষষ্ঠ শ্লোকে প্রেমের এমন একটি উৎকর্ষতা প্রাপ্ত অবস্থার কথা বলা হইতেছে, যে-অবস্থায় সাত্ত্বিকভাব দীপ্ত হইয়া প্রকাশপায়। প্রথম শ্লোকের ঐ 'আনন্দাম্বুধিবর্ধনং' বাক্যেরই অর্থ বিশ্লেষণ এই ষষ্ঠ শ্লোকেও চলিতেছে।

শ্রীশিক্ষাষ্টক—সপ্তম শ্লোক

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেন মে ॥

অর্থাৎ—শ্রীরাধার ভাবে গম্ভীরাবিলাসী শ্রীগৌরহরি বলিতেছেন—গোবিন্দ-বিরহে আমার নিমেষকালও একযুগের মত দীর্ঘ মনে হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষার ধারার মত অশ্রুবর্ষণ হইতেছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে ।

রসান্তরাবেশে হইল বিয়োগ-স্ফুরণ ।
উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্যে করে প্রলাপন ॥
উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ' সম ।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন ।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন ॥

—চৈ০ চ০ অ০ ২০।৩৮-৪০-৪১

শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা রাইকিশোরীর মত শ্রীগৌরহরি উদ্বেগ, বিষাদ ও দৈন্যে প্রলাপ করিতে লাগিলেন । শ্রীরায় রামানন্দের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তিনি কাতরস্বরে বলিলেন-'সখি বিশাখে ! আমার প্রাণনাথ কোথায়, তাহাকে কি আমি পাইব, আমার যে আর সময় কাটে না—এক নিমেষ কালও যে আমার একযুগ

দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছে, এই প্রলয়াগ্নি তুল্য দুঃসহ তাপ আমি যে আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। নয়নের জলই এখন আমার সম্বল হইয়াছে—নয়ন হইতে বর্ষার ধারার মত জল নামিয়া আসিয়া আমার বক্ষ প্লাবিত করিয়া দিতেছে, কিন্তু কই সখি ইহাতেও তো আমার বক্ষের বিরহতাপ নির্বাপিত হইতেছে না, আরও যেন বাড়িয়া যাইতেছে। বল সখি! আমি এখন কি করি, আমার বক্ষোমণি শ্যামসুন্দরের অভাবে আমার যে বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে—জগতের কিছুই আর ভাল লাগিতেছে না—সব শূন্য, অর্থহীন বলিয়া মনে হইতেছে। এত দুঃখে আমার মরণই যে ছিল ভাল, কিন্তু সখি, আমার কঠিন প্রাণ তো বাহির হইতেছে না—কি করি উপায়।

গুঞ্জে অলিপুঞ্জ বহু কুঞ্জে মন মাতিয়া।
মত্ত পিক দত্ত রবে ফাটে মঝু ছাতিয়া॥
বল্লীযুক্ত মল্লীফুল গন্ধসহ মারুতা।
কুন্দকলি-শৃঙ্গ অলিবৃন্দ কাঁহু নৃত্যতা॥
সখি মন্দ মঝু ভাঁগিয়া।
কান্ত বিনা ভ্রান্ত প্রাণ কাহে রহু বাঁচিয়া॥
ভস্মতনু পুষ্পধনু সঙ্গে রস পুরিয়া।
অঙ্গ মঝু ভঙ্গ করু প্রাণ যাকু ফাটিয়া॥
পশ্য মঝু দুঃখ হেরি রোয়ে পশু পাখিরে।
বল্লীনবকুঞ্জ ভেল তুঙ্গ-ভয় ভাজিরে॥

গচ্ছ সখি পুচ্ছ কিবা আনি দেহ নাহরে ।
স্পর্শ সুখ দর্শ লাগি লোচনক আশরে ॥

স্তর নির্ণয় ঃ শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে 'পূর্ণামৃতাস্বাদনং' বাক্যে সূত্রাকারে নামসঙ্কীর্তন হইতে প্রেমিকভক্তের রসাস্বাদনের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাই সপ্তম শ্লোকে বিস্তারিত হইতেছে ।

রোগীর দেহ-বিকারাদি যেমন তাহার ভিতরের কোন ব্যাধিরই ইঙ্গিত করে তেমনি প্রেমিকের দেহের বৈকল্যভাব এবং প্রলাপ-উক্তি তাঁহার অন্তরের ভাব-সম্পদেরই ইঙ্গিত করে। প্রেমময়ভাবে নামসঙ্কীর্তন করিতে করিতে প্রভুর মহাবিরহের উদয় হইল। পরমবিরহজ প্রেমবিশেষ ও নামসঙ্কীর্তনের কার্য-কারণ সম্বন্ধ—উভয়ে উভয়ের পোষক। নামসঙ্কীর্তন হইতে প্রেমবিরহের উদয় হয়,আবার এই বিরহার্তিতে নামসঙ্কীর্তন হইয়া থাকে। পূর্বেও ইহা আলোচিত হইয়াছে। এই বিরহজনিত প্রেম-বিশেষের যে কি গভীরতা কি মাহাত্ম্য তাহাই ইঙ্গিত করিবার জন্য এখানে প্রভুর অঙ্গে ভাবের কয়েকটি বহিঃপ্রকাশ বর্ণন করা হইয়াছে। 'নয়নে শ্রাবণের ধারার মত অশ্রুবর্ষণ', 'ক্ষণকল্পত্ব' ইত্যাদি অনুভাব অধিরূঢ়মহাভাবের 'মোহনকে' ইঙ্গিত করি-তেছে। প্রেমের সর্বোন্নত কক্ষায় অবস্থিত মাদন-ভাববতী শ্রীরাধার ভাবটি লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন শ্রীগৌরহরিরূপে। মাদনই শ্রীগৌরের স্থায়িভাব, এই স্থায়িভাবরূপ আস্তরণের উপর বিভিন্ন সময়ে স্নেহ-মানাদি বিভিন্নরূপ চিত্রের অঙ্কন ও বিলয়ন হইয়া

থাকে। এই শ্লোকে 'মোহন ভাবে' শ্রীগৌরহরির বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনের একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই রসাস্বাদনের পরিমাণ করা ভাষার অতীত—ইঙ্গিত মাত্র করা যাইতে পারে।

বিরহভাবের স্বরূপ ঃ প্রেমের দুই অবস্থা—এক মিলন, অপর বিরহ। পরমানন্দই প্রেমের উপাদান বলিয়া উভয় অবস্থাতেই ভক্ত পরমানন্দ সমুদ্রে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইতে থাকে। বিরহ বা বিপ্রলম্ভভাবের বহিঃপ্রকাশ দুঃখের মত দেখা গেলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে দুঃখ নহে, ইহা অলৌকিক অনির্বচনীয় পরমানন্দের সীমাপ্রাপ্ত অবস্থা-বিশেষ। প্রাকৃত জগতেও ইহার একটি তুলনা মিলে—অগ্নিপ্রতিযোগী বরফখণ্ডের স্পর্শে পাদাদি অঙ্গে মহাজাড্য উপস্থিত হইলে জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শবৎ প্রতীতি হয়; কিন্তু সেখানে জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শপ্রতীতি মিথ্যা—পরমমহাজাড্যই সত্য। তদ্রূপ বিপ্রলম্ভে দুঃখ-প্রতীতি মিথ্যা—সুখই সত্য।—শ্রীবৃ° ভা° ১।৭।২২৮ 'দুঃখবৎ প্রতীয়মানস্তেব' ইত্যাদি।

আরও গোপীপ্রেমের এক অদ্ভুত স্বভাব এই যে ইহাতে মিলনেও বিচ্ছেদ আশঙ্কা আসিয়া চিত্ত জুড়িয়া বসে—মিলন সুখকে স্থায়ী হইতে দেয় না। পূর্ণ-আলিঙ্গিত অবস্থাতেই বিরহবেদনার অস্থিরতা উঠে - ['বাসন্তীভিরয়ং ন মে কচভরঃ' ইত্যাদি শ্রীবিদগ্ধমাধব]। যদ্যপি পরমমধুর মহা-আনন্দঘনমূর্তি শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎ আলিঙ্গনাদি-দ্বারা বস্তুস্বভাবে তদনুরূপ পরমানন্দ-বিশেষও গোপীগণের চিত্তে কদাচিৎ কখনও উদিত

হইয়া থাকে তথাপি শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত প্রেমবিশেষের পরম-মহত্ত্ব আছে বলিয়া এবং ইহা চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত পরমসুখবিশেষময় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদপাত্রভূতা গোপীগণে প্রায় এই বিরহই উদিত হইয়া থাকে।*

অতএব আমরা বুঝিলাম, এই সপ্তম শ্লোকের বাহ্যার্থে বিরহ-দুঃখের মত যাহা দেখা যায়,তাহার গূঢ় তাৎপর্য হইল চরম-কাষ্ঠাপ্রাপ্ত পরমসুখবিশেষ।

যদিও সকল ভগৎভক্তেরই ভগবৎপ্রাপ্তির অভাবে বিরহদশা উপস্থিত হয়, তথাপি গোপীসদৃশ প্রেমের অভাববশতঃ বিরহার্তির সম্যক্ অনুদয়ে তাদৃশ মহাসুখ লাভ হয় না।

* যদ্যপি পরমমধুর মহানন্দঘনমূর্ত্তেঃ শ্রীনন্দনন্দনস্য সাক্ষাদালিঙ্গনাদিনা বস্তুস্বভাবতস্তদনুরূপপরমানন্দবিশেষোঽপি কদাচিত্তাসামাবির্ভবতি তথাপি তদীয়বিরহজপ্রেমবিশেষস্যৈব পরমমহত্ত্বাচ্চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তপরমসুখবিশেষময়ত্বাত্তন্মহাপ্রসাদবিশেষপাত্রভূতাসু তাসু প্রায়স্তথৈবাসাবুদেতীত্যূহ্যম্। —বৃঃ ভাঃ ১।৭।৯৬

শ্রীশিক্ষাষ্টক—অষ্টম শ্লোক

আশ্লিষ্য পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাম রায়কে বলিতেছেন—হে সখি বিশাখে! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদদাসী আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিতই করুন কিম্বা অদর্শনে মর্মাহতই করুন অথবা সেই লম্পট যেখানে সেখানে বিহারই করুন, তিনিই আমার প্রাণনাথ, অপর কেহ নহেন।

শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে 'সর্ব্বাত্মস্নপনং' বাক্যে যে কথা বলা হইয়াছে তাহারই সুগম্ভীর ভাষ্য হইল এই অষ্টম শ্লোক। যিনি কৃষ্ণপ্রেমরসসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন তাঁহার আর কৃষ্ণের দোষগুণ বিচারের অবসর কোথায়? চাতক যেমন একান্ত-নির্ভরতায় মেঘের পানে তাকাইয়া থাকে—মেঘ সুশীতল বারি দানে তাহার তৃষ্ণাই নিবারণ করুক বা বজ্রাঘাতে তাহার জীবনই নাশ করুক—চাতক যেমন মেঘ বিনা অন্য জলাশয়ের দিকে চাহিয়াও দেখে না, ঠিক সেইরূপ নবীননীরদাভ শ্যামসুন্দরের মাধুর্যে মগ্ন শ্রীরাধার অন্য দিকে তাকাইবার অবসর নাই।

শ্রীরাধার নির্মল চিত্তে যে প্রেম আছে তাহার স্বরূপ হইল —মহাভাবের 'মাদন'। উন্নতোজ্জ্বল রসগর্ভা প্রেমভক্তিরই সর্বোন্নত কক্ষায় অবস্থিত এইটি। এই রসের নায়ক হইলেন শ্রীযশোদাতনয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের সুখবাঞ্ছা বিনা আর কোন বাঞ্ছা শ্রীরাধার চিত্তে নাই—তাঁহার চিত্তের ভাব কামগন্ধহীন। নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধাই কৃষ্ণসেবার অধীরতায় অনন্তকোটি গোপীরূপে বিস্তার লাভ করিয়া কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তি করিয়া থাকেন।

নামসঙ্কীর্তনরূপ ঝঞ্ঝাবাতে শ্রীরাধাভাবে-বিভাবিত শ্রীগৌর-চিত্তের মহাভাব-সমুদ্রে ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য ইত্যাদি নানারূপ তরঙ্গ-বৈচিত্রীর উদ্ভব হইল। অতি উৎকণ্ঠায় তাঁহার চিত্ত আশা-নিরাশা রূপ সংশয় দোলায় দুলিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধা-চিত্তের এই তরঙ্গ-রঙ্গ দেখিতে ভালবাসেন। তাই তিনি দূরে দূরে থাকিয়া এই অদ্ভুত প্রেমবৈচিত্রী অবলোকন করিতেছেন—এই আস্বাদন চমৎকারিতায় তাঁহার বদনকমলে মৃদুমন্দ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে। এদিকে শ্রীরাধার বেদনাক্লিষ্ট শুষ্ক বদনকমল দেখিয়া সখীগণ সমবেদনায় অধীর হইয়া রাধাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন—'সখি! তুমি এক শঠের হাতে পড়িয়াছ, তাই তোমার এই গতি হইল,—শঠের সহিত সরল ব্যবহারে কাজ চলে না—'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। সেই শঠ তোমার প্রতি যেরূপ ঔদাসীন্য দেখাইতেছে তুমিও সেইরূপ ঔদাসীন্য দেখাও, তবে তখন সে নিজেই প্রেমভঙ্গের ভয়ে মিলনের জন্য অধীর

হইয়া উঠিবে,—নিজেই আসিয়া তোমার রাঙ্গা চরণকমলে লুণ্ঠিত হইবে।' দুঃখের সময় প্রিয়জনের সহানুভূতি সূচক বাক্য দুঃখকে আরও উচ্ছলিত করিয়া তোলে। সখীগণের বাক্য শ্রীরাধার অলৌকিক অনির্বচনীয় মাধুর্যমণ্ডিত মহাভাব-সাগরে ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয়রূপ অতি অদ্ভুত বৈচিত্র্যপূর্ণ সঞ্চারিভাব-তরঙ্গের সৃজন করিল। এত দুঃখেও প্রাণনাথের দেখা মিলিতেছে না দেখিয়া শ্রীরাধার আশঙ্কা হইল শ্রীকৃষ্ণ হয়তো চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়াছেন,—এই আশঙ্কা হইতে ঈর্ষার উদয় হইল। কিন্তু পরমমুহূর্তে উৎকণ্ঠা ও দৈন্যে প্রগল্‌ভার ন্যায় স্নিগ্ধ বাক্যে নিজ মনোভাব—শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যথা,

আমি—কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন, জারেন আমার তনুমন,,
তভু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর—কৃষ্ণ, অন্য নয়॥

** ** **

না গণি আপন-দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য।

মোরে যদি দিয়া দুঃখ,   তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য ॥

** ** **

কৃষ্ণ মোর জীবন,   কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ—মোর প্রাণের পরাণ।

হৃদয়-উপরে ধরোঁ,   সেবা করি সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥

মোর সুখ সেবনে,   কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেও দান।

কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি,   কহে মোরে 'প্রাণেশ্বরি'
মোর হয় 'দাসী'-অভিমান ॥

—চৈ০ চ০ অ০ ২০।৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৮, ৫৯

॥ জয় শ্রীগৌর-গোবিন্দ জয় ॥

অভিমত

অভিমত

[প্রণেতা- সম্পাদক শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহের
পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে]

শাস্ত্রৈক প্রাণ ভজনানন্দী রসবিদ্ পণ্ডিত শ্রীমৎদীনশরণ বাবাজী মহারাজ—শ্রীবৃন্দাবন

(১) শ্রীগৌরকরুণাচন্দ্রিকা কণা (২) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক (৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ঃ

*** গ্রন্থগুলি পাইয়া এবং পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ-আস্বাদন এবং উপকার লাভ করিয়াছি। এই সব গ্রন্থে গুহ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, সহৃদয়ত্ব এবং অনুভবশক্তি প্রচুরভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আমি এই সব গ্রন্থের বহুল প্রচার সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বাবু সুদীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই জাতীয় ভক্তিশাস্ত্র এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের গ্রন্থাদি প্রকাশ এবং প্রচার করেন ইহা ইচ্ছা করি। এই শুভকার্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্হেতু কৃপা তাঁহার সম্বল এবং সহায় হউক এই প্রার্থনা !

ভজনানন্দী রসবিদ্ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎপ্রেমানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ, বৃন্দাবন।

(১) শ্রীগৌরকরুণাচন্দ্রিকা-কণা ঃ শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহের

দ্বারা বিরচিত শ্রীগৌরকরুণা-চন্দ্রিকাকণা গ্রন্থখানার বহুস্থান গ্রন্থকার আমাকে নিজে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন—আস্বাদনে আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি আকর গ্রন্থের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সহজ সরল ভাষায় সর্বজন বোধ্য-ভাবে এই গ্রন্থখানা লিখিত। কোমল লীলাকথার অন্তরালে তত্ত্ব-সিদ্ধান্তগুলি অতি সুকৌশলে সজ্জিত হইয়াছে এই গ্রন্থে। তত্ত্ব সিদ্ধান্ত আলোচনায় সর্বত্রই গোস্বামিগণের অক্ষরের অনুসরণ করা হইয়াছে এবং ফুটনোটে তাহার উদ্ধৃতির দ্বারা মূল বক্তব্য বিষয়কে সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত করা হইয়াছে এই গ্রন্থে।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

(২) **শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক ঃ** শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক গ্রন্থখানা পাঠে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীগৌরহরির মুখনিঃসৃত এই আটটি শ্লোকের ভিতরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জ্ঞাতব্য সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সব কিছু সূত্ররূপে নিহিত আছে।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার ভাষ্যে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সুসিদ্ধান্ত পূর্ণ হইয়াছে। সর্বত্র গোস্বামিগণের অক্ষরের প্রমাণ-প্রয়োগ সংযোগে মূল বক্তব্য বিষয় দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা সুখবোধ্য ও প্রাঞ্জল। আশা করি এই গ্রন্থের প্রচারে জগতের মঙ্গল হইবে।

(৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ঃ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের অবশ্য পাঠ্য এই গ্রন্থখানির একটি ভাল সংস্করণের বিশেষ অভাব বোধ করিতেছিলাম। এই গ্রন্থের প্রকাশে সেই অভাব পূরণ হইল।

অনুবাদ সর্বত্র আক্ষরিক হওয়াতে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণের মূলের রসাস্বাদন যথাযথ লাভের সুযোগ হইল। উপরন্তু অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনে গ্রন্থের বহুস্থানে ফুটনোটে সম্পাদক যে আলোচনা করিয়াছে তাহা সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হইয়াছে।

বহু প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ-প্রয়োগ সংযোগে শ্রীপ্রবোধানন্দের চরিত্রের উপর গ্রন্থকার যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে এইবার পূর্বেকার বহু সংশয়-সন্দেহের অবসান হইবে আশা করি।

যুগান্তর ৯।১।৭২ তারিখ

(১) শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ (২) শ্রীগৌরকরুণা-চন্দ্রিকা কণা, (৩) শ্রী শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক ঃ

লেখক আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থের আগে 'শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা' নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থ তিনটিও তার সেই খ্যাতিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করবে তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উর্দ্ধতন পদে একদা যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি এখন বৈষয়িক জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিজের মনপ্রাণ সমর্পণ করে তাতেই নিমগ্ন রয়েছেন। এই পথে চলতে গিয়ে গৌড়ীয় মতের অনুসরণে নিজের আধ্যাত্মিক জীবন-চর্যায় তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাধনা সম্বন্ধে বিখ্যাত আচার্য-দের রচিত গ্রন্থাবলী শুধু বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও চিন্তা দিয়েই নয়, নিজের জীবনের অকপট অনুভবের দিব্য আলোতে যে নিয়ত আস্বাদন করেছেন তারই ফসল স্বরূপ তিনি একের পর এক অনেক রচনা সাধারণের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

তাঁর গভীর প্রজ্ঞা, অনুভব ও নিরন্তর চর্চা গ্রন্থগুলিকে আধ্যাত্মিক বা ধর্ম সম্বন্ধীয় আগ্রহীদের মন তো আকর্ষণ কর-বেই। কিন্তু আজকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত,দর্শন এবং ষড়্গোস্বামীর রচিত নানা গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক মহলে, ছাত্র মহলে, গবেষকমহলে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ঐসব আকরগ্রন্থ কিন্তু সুবোধ্য সুলিখিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে তেমনে পাওয়া যায় না। লেখক আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে ঐ বিখ্যাত আকর গ্রন্থগুলিরই তত্ত্ব-গত ও রসগত বিষয়গুলিকে প্রসঙ্গক্রমে অতি সহজ ও মনোজ্ঞ-ভাবে উপস্থাপিত করে বিশেষ উপকার করেছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সংস্কৃতে রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ গ্রন্থের সুলিখিত অনুবাদেই হোক, আর শ্রীচৈতন্যের জীবনী কিংবা তাঁর বিখ্যাত শিক্ষাষ্টক সম্বন্ধে রচনাতেই হোক, সর্বত্র তিনি আকর গ্রন্থগুলি

সম্বন্ধে নিজের নিবিড় পরিচয়, রসানুভূতি এবং একটি দিব্য-চেতনার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর এই সব গ্রন্থ ভক্ত, জ্ঞানী সাধু, পণ্ডিতজনের সঙ্গে এই সব ব্যাপারে আগ্রহযুক্ত সাধারণ পাঠক-দেরও অনেক প্রয়োজন যে মেটাবে তাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা সম্বন্ধে অভিমত

শ্রীবৃন্দাবনবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ **প্রেমানন্দ দাস** ভক্তি-শাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ ঃ

*** এই গ্রন্থের প্রকাশে চিন্ময় রসসাহিত্যের ভাণ্ডারে নূতন আর একটি অমূল্যরত্নের সমাহার হইল।***

শ্রীব্রজবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ **দীনশরণ দাস** বাবাজী মহারাজ ঃ

**শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পড়িয়া অত্যন্তমুগ্ধ হইয়াছি। **

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল **নৃসিংহ বল্লভ গোস্বামী**

বেদান্তশাস্ত্রী, বৃন্দাবন ঃ

মধুরবৃন্দাবিপিন-মাধুরী পরিবেশনে আপনি যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সত্যই অনবদ্য। আপনার রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা নিজ গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সরস এবং সরল ভাষায় অভিব্যক্ত হওয়ায় গ্রন্থের উপাদেয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় প্রমাণরাজির

দ্বারা সমুজ্জ্বল গ্রন্থখানি আপনার বিপুল অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক।

প্রেমিক ভক্ত **ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত** মহাশয়ের প্রবর্তিত **'ট্রুথ'** সাপ্তাহিক পত্রিকা ফেব্রুয়ারী .৯৭০

•••As its name implies it is a book about Sri Krishna Madhurya Leela and the Philosophy behind it.

The author was so absorbed in Radha Krishna Leela and Braja Madhurva that he an engineer who had reached the highest rungs of the official ladder. resigned his service and is living in seclusion in Vrindaban,

His treatment of the theme of Radha Krishna Prem is characterised by deep afletion reverence and devotion and he has described the philosophy of Radha Krishna love with Consummate skill.

We are sure this book will receive the appreciation it so richly deserves.

AMRITA BAZAR PATRIKA, CALCTTA—18. 1. 70

"The beauty and grandeur of Radha Krishna worship has ben interpreted in this book with utmost care and devotion. The learned author has gleaned Materials from authentic source books *** and his way of introducing delicate philosophical propositions is lucid, literary and marked by a distinctive style. The book will prove highly useful to discerning scholars and inquisitive devotees alike."

যুগান্তর সাময়িকী—২১-১২-৬৯

রাধাকৃষ্ণ লীলা মাধুর্যের তত্ত্ববস্তু এই বইয়ে অনুপম ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। নারদ-পঞ্চরাত্র, উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি আকর গ্রন্থ থেকে সুধী গ্রন্থকার বিবিধ জ্ঞানগর্ভ তথ্য আহরণ করেছেন এবং তা বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর সুন্দর সাবলীল ভঙ্গীতে। ভক্তি-সাহিত্য রূপে বইটি রসিক সমাজে অবশ্যই সমাদৃত হবে।

—০—

শ্রীমন্মহাকবি-শ্রীল-কবিকর্ণপুর-গোস্বামি-বিরচিত
শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ

রাধাকুণ্ডবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রী**অনন্তদাস বাবাজী** মহারাজ ঃ

***এই সুবিশাল সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সামান্য কিছু এখানে ওখানে প্রকাশিত দেখা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এই অভাব সমগ্র বাঙ্গালী জাতির, বিশেষ করে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ভক্তগণের পক্ষে যে প্রভূত-গুরুত্বপূর্ণ একথা গ্রন্থের রসাস্বাদনকারী ব্যক্তিমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অপার করুণায় ব্রজবাসনিষ্ঠ, পরমভাগবত ও বহু ভক্তিগ্রন্থের সুলেখক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় এবিষয়ে প্রেরণা প্রাপ্ত হয়ে এই দুরূহকার্যে হস্তক্ষেপ করে সুমহৎ সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর এই মহৎ-চেষ্টা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, বিস্ময়াবহও বটে; কারণ বিপুল ধৈর্য

ও অটুট অধ্যবসায় ব্যতীত এত সুবৃহৎ রহস্যময় সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করা সম্ভবপর নয়। তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এইযে, তিনি পরম নামনিষ্ঠ ভাগবত। শ্রীনামের অনুকম্পায় তিনি এই সেবাব্রতে আশাতীতভাবে জয়লাভ করেছেন। তাঁর অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল এবং সুললিত, তাঁর অনুবাদ ভাবমাধুর্যে সর্বোপরি তাঁর ভক্তিভাবিত হৃদয়ে আবেগোচ্ছাসে ভরপুর। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের 'সুখবর্ত্তনী' টীকার যথাস্থানে সন্নিবেশ করে তিনি পণ্ডিতগণেরও গ্রন্থাস্বাদনে পরমোপকার সাধন করেছেন। শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরীর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি—অনুবাদক দীর্ঘজীবন ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করে এইভাবে শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণের বাণীর মাধুর্য সাধারণের নিকট সুলভ করে দিয়ে তাঁর অজস্র করুণালাভে ধন্য হোন্। সুধীজন অনুবাদের রসমাধুরী আস্বাদন করলেই তাঁর এই সুবিপুল পরিশ্রম সার্থক হবে।—ইত্যলম্।

গোবর্ধনবাসী ভজনানন্দী পণ্ডিতপ্রবর ভাগবতভূষণ
শ্রী**প্রিয়াচরণদাস** বাবাজী মহারাজ ঃ

শ্রীশ্রীগৌরহরির পদারবিন্দ মকরন্দ পানোন্মত্ত মধুব্রত শ্রীল শ্রীযুক্ত কবিকর্ণপুর গোস্বামিপাদ বিরচিত শ্রীশ্রীআনন্দ বৃন্দাবনচম্পুর শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদকৃত সুখবর্তনী নামক টীকার আনুগত্যে গদ্যপদ্যাদির মূলানুবাদ বঙ্গানুবাদ আজ পর্যন্ত কোনও মহানুভব প্রকাশে সাহসী হন নাই। শ্রীগুরুকৃপা বিভাবিতান্তঃকরণ শ্রীযুক্ত শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ ভক্তপ্রবর কর্তৃক উক্ত গ্রন্থ-

খানির সাবলীল বঙ্গানুবাদ সুচারুরূপে সকলের বোধগম্য বঙ্গ-ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছেন।

ইহা গুরুকৃপা ব্যতীত কখনও-ই সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যাব্দ প্রায় পাঁচশত বৎসরের মধ্যে এইরূপ মূল, টীকা ও প্রাঞ্জল গৌরভাষা সম্বলিত সর্বাঙ্গ সুন্দর অতি বিলক্ষণ সুসজ্জিত সংস্করণ আদৌ প্রকাশ হয় নাই; সুতরাং স্বপ্রকাশক স্বমহিমায়-মহীয়ান গ্রন্থখানি স্বাত্ম প্রকাশে বৈষ্ণব সমাজের সুদীর্ঘকালের অভাবমোচন করত গৌড়ীয় গ্রন্থ ভাণ্ডারে চতুর্দশ শতাব্দির এক অভিনব অবদান ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে যে বৈষ্ণবগণের প্রভুত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের কোনও অব-কাশ নাই। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণ কমলে সকাকু প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি এই প্রকার গোস্বামী গ্রন্থ সমূহের কলেবর সংস্কার পূর্বক রসিক ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্ধন করুন। আশা করি শ্রীশ্রীগোস্বামিগণ প্রণীত এইরূপ প্রাচীন গ্রন্থসমূহের সানুবাদ মূল, টীকা বৈষ্ণবজগতে বহুল প্রচার তৎ-কর্তৃক সাধিত হউক। অলমিতি বিস্তারেণ।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভজনানন্দী শ্রীশ্রীমৎ **কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ**—ভক্তিরত্ন, ব্যাকরণ বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, ভাগবত বেদান্ত-শাস্ত্রী, পরাবিদ্যাচার্য ঃ

এই গ্রন্থ ভাবগাম্ভীর্যে, পদলালিত্যে, অর্থগৌরবে উপমার ঝঙ্কারে এবং দর্শন সিদ্ধান্ত সমন্বিত মধুররসে এক অনুপম অদ্বয়

গ্রন্থ। ইহার তুলনা জগতে নাই। এ যেন মধুর রস পরিপূর্ণ নারিকেল ফল। যমক, অনুপ্রাস, অলঙ্কার, সন্ধি, সমাসের কঠিন আবরণে ইহাতে ব্রহ্মানন্দ তিরস্কারী ভাগবতপরমহংসগণের আস্বাদ্য চিন্মিথুন শ্রীশ্রীরাধামাধবের কামগন্ধহীন চিন্ময় প্রেমরস বিদ্যমান্। নারিকেলের আবরণ উদ্ভেদন ব্যতীত যেমন তার অন্তর্নিহিত মধুর রসের আস্বাদন সম্ভব হয় না, সেই প্রকার এই গ্রন্থের যমক অনুপ্রাসাদিরূপ গাঢ় আবরণ উন্মোচন করিতে না পারিলে এই অপ্রাকৃত রস আস্বাদনের কোন সম্ভাবনা নাই। আর ইহা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই পরমভাগবত সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের পরম কৃপাভাজন—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় করুণার বশবর্তী হইয়া সকলকে এই মাধুর্যরস পান করাইবার মানসে রসিকাচার্য শ্রীপাদ-শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিকৃত—'সুখবর্তনী' টীকার আনুগত্যে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রাঞ্জলভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ জনগণ যে বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। উদারচেতা ব্যক্তি-গণ যেমন নিজেদের স্বার্থের ক্ষতি সাধন করিয়াও অন্যের হিত করিয়া থাকেন সেইরূপ অনুবাদক মহাশয় নিজের স্বার্থ অর্থাৎ নিজ নামের স্ব-অর্থ, অর্থাৎ মণীন্দ্র—কৌস্তুভ, তাহার নাথ যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার গুহ—গোপনকারী হইয়াও আজ ঔদার্যগুণে মণ্ডিত হইয়া বেদ-প্রতিপাদ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ-রস জগতে বিতরণের জন্য বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন। মহামহিম

শ্রীশ্রীযুগল চরণে প্রার্থনা করি—তিনি নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইরূপে সম্প্রদায়ের এবং বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন এবং এই মহৎকার্যে আনুকূল্য বিধানকারীগণের সহিত 'ভূরিদা' রূপে স-পার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপামৃত লাভে ধন্য হউন। ইত্যলম্।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

জীবাধম—শ্রীকৃষ্ণদাস

শ্রীমন্নামামৃত-সিন্ধু-বিন্দু সম্বন্ধে অভিমত

ভজনবিজ্ঞ পরমপণ্ডিত, ভাগবতভূষণ শ্রীগোবর্ধনবাসী শ্রীপ্রিয়াচরণ দাস বাবাজী মহারাজ :

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ কৃত শ্রীমন্নামামৃতসিন্ধু-বিন্দু গ্রন্থখানা পাঠে প্রচুর আনন্দলাভ করিলাম। গ্রন্থখানা নামে বিন্দু হইলেও ইহা সিন্ধুতুল্য। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাধক জীবনে যে সব প্রশ্ন সাধারণতঃ উদিত হয় তার যথাযথ মিমাংসা হইয়াছে এই গ্রন্থে অতি নিপুণতার সহিত। বিভিন্ন দিক্ দিয়া এই নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীগৌরহরি রামরায়কে লক্ষ্য করিয়া জগতকে

বলিলেন—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।" এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছে এই গ্রন্থে। যথোপযুক্ত উদ্ধৃতির সমারোহ দেখিয়া মনে হয় গুহ মহাশয় শাস্ত্র-সমুদ্রে পাকা ডুবুরির মতো গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন। তার পূর্বাপর বিচারশক্তি পরিপক্ক দশা প্রাপ্ত। যুক্তির সূক্ষ্মতা অখণ্ডনীয়। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব সাধকগণ এই গ্রন্থপাঠে যে প্রচুর উপকৃত হইবেন, তা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। আমাদের সম্প্রদায়ের জীবন-সর্বস্ব শ্রীনামপ্রভুর মহিমা মাধুর্যময় এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

বৈরাগ্যবিদ্যাভক্তিযোগনিষ্ঠ পরমপণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনবাসী **শ্রীঅমর সেন** (*Dr. Amar Sen M. S.*) মহাশয়ঃ

*** আপনার প্রণীত শ্রীমন্নামামৃতসিন্ধু-বিন্দু পুস্তিকাটি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম—তাহা আমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া আপনার চরণে বার বার প্রণাম জানিয়েছি। শ্রীনামের আশ্রয়ই আমামাদের মুখ্য সাধন। এই নামের সাধনকালে সাধকের অন্তরে যা যা সমস্যা উদিত হইতে পারে সেই সমস্যাগুলি প্রশ্নাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া—তাহার সমাধানগুলি আপনি অতি অপূর্ব ভাবে শাস্ত্র প্রমাণ সহ উল্লিখিত করে আমাদের সাধক জগতে এক মহান্ বস্তু দান করেছেন—আমরা সকল বৈষ্ণব মতাবলম্বী সাধকই আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি